উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 208 APD

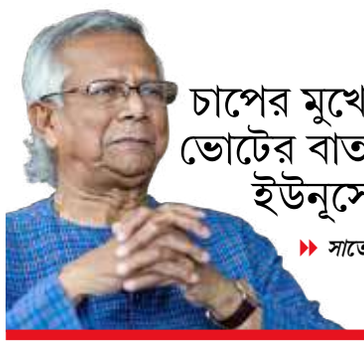

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

সাতের পাতায়

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

এগারোর পাতায়

মমতার হয়ে ব্যাটিং

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের মুখ করার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মমতাই জোটে সবচেয়ে অভিজ্ঞ নেত্রী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ফিরহাদের কথায় রুষ্ট

রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' টুইটারে পোস্ট করে। বলা হয়, এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত শিক্ষক দম্পতির পরিজনেরা। সোমবার কালজানি কাউয়ারডেরায়। ছবি : বিধান সিংহ রায়

হাসপাতাল থেকে সরবে আবর্জনা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : সমস্যাটা একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের। বলা চলে, প্রায় দেড় দশকের পুরোনো সমস্যা। বর্জ্য পদার্থের স্তূপের জেরে দূষণে জেরবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল এবার রেহাই পেতে চলেছে। হাসপাতালে জমে থাকা প্রতিদিনের বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে নিতে উদ্যোগ নিচ্ছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। তবে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গের সামনে জমে থাকা আবর্জনার পাহাড়টি এখনই সরানো হচ্ছে না। তার জন্য আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

স্বস্তির খবর হল, গত ১৪ বছর ধরে জমে থাকা বর্জ্যের সেই পাহাড়ে নতুন করে কোনও আবর্জনা জমবে না। ফলে, বিশাল উঁচু ওই আবর্জনার পাহাড়ের উচ্চতাও নতুন করে বৃদ্ধি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকছে না।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই বৈঠকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, জেলা পরিষদ, আলিপুরদুয়ার পুরসভা সহ প্রশাসনিক কর্তারাও হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকেই আমরা আলোচনা করেছিলাম হাসপাতালের আবর্জনা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে নিয়ে ফেলা হবে।' সুমনের ব্যাখ্যা, এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন হাসপাতালে নতুন করে কোনও আবর্জনা জমবে না। অন্যদিকে, আবর্জনার পাহাড়টির উচ্চতাও আর বাড়বে না। তবে ১৪ বছর ধরে জমে থাকা ওই পাহাড়ের স্তূপ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর পরিকল্পনা করছে।

সমস্যা যেখানে

- গত ১৪ বছর ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গের সামনে আবর্জনা জমছে
- ৩০-৪০ মিটার এলাকাজুড়ে ২০-২৫ ফুট উচ্চতার আবর্জনার স্তূপ
- সেই স্তূপে ইনজেকশন থেকে শুরু করে প্রসূতি বিভাগ, অপারেশনের সামগ্রী ইত্যাদি রয়েছে

গত ১৪ বছর ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পেছনে মর্গের সামনে ৩০-৪০ মিটার এলাকাজুড়ে ২০-২৫ ফুট উচ্চতার আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। সেই স্তূপে ইনজেকশন থেকে শুরু করে প্রসূতি বিভাগ, অপারেশনের সামগ্রী, সহ আরও বিভিন্ন প্রকারের বর্জ্য পদার্থ জমে রয়েছে। সেই বর্জ্য পদার্থের দূষণ ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায়। তবে নতুন করে যাতে ওই আবর্জনার স্তূপ থেকে দূষণ না ছড়ায়, সেকথা চিন্তা করেই রোগীকল্যাণ সমিতির আলোচনায় বিষয়টি এবার সিলমোহর পড়তে চলেছে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করও ইতিবাচক কথাই বলছেন। চেয়ারম্যান বলেন, 'রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে বর্জ্য পদার্থ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেই মোতাবেক আমরা হাসপাতালের নিত্যদিনের আবর্জনা সরিয়ে নেব।' তবে সেই আবর্জনার বিশাল স্তূপ সরানো নিয়ে অক্ষমতার কথা চেয়ারম্যান মানছেন। প্রসেনজিৎ বলেন, 'যে পাহাড়টি তৈরি হয়েছে সেটি সরিয়ে নেওয়ার মতো পরিকাঠামো আমাদের নেই। এই বিষয়ে আমাদের সুডার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব স্বরূপনারায়ণ নিগম আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ওই আবর্জনার স্তূপটি নিজে পরিদর্শন করেন। তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানকে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিতে বলেন। সেই রিপোর্ট জমাও পড়েছে। তবে দূষণে জেরবার এত বিপুল পরিমাণ আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার মতো এখনও পর্যাপ্ত স্থান না মেলায় আপাতত সেগুলো হাসপাতালেই রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন করে হাসপাতালে আর বর্জ্য পদার্থ জমবে না। ফলে দূষণের মাত্রা কমবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এই আবর্জনার স্তূপ থেকে মুক্তি মিলবে।

গোটা পরিবারের সলিলসমাধি

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দুই সন্তানকে নিয়ে নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন শিক্ষক দম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায়। গাড়িতে দুই শিশু ও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণে ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম সঞ্জিত রায় (৪২), বিপাশা রায় সরকার (৪১), ইশশ্রী রায় (৫) ও ইভান রায় (২)। ওই দম্পতির দুজনেই শিক্ষকতা করতেন। মৃতদের বাড়ি কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কাউয়ারডেরা এলাকায়। সঞ্জিত তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি এলাকার বসপাড়া কুঠিবাড়ি আপার প্রাইমারি স্কুলের টিআইসি পদে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিপাশা পার্শ্ববর্তী দ্বারিকামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা ওইদিন নিজেদের গাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। দুই শিশু সহ চারজনেরই মৃত্যু হয়। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। পুকুরের গভীরতা অনেক বেশি ছিল। গাড়িটি অনেক নীচে পড়েছিল। সম্ভবত দ্রুতগতিতে চলার কারণে এরকমটা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন মাস আগে গাড়িটি কিনেছিলেন সঞ্জিত। রবিবার রাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পরিবারের সঙ্গে ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত সঞ্জিতের ভাই শুভম রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় দাদা-বৌদি তুফানগঞ্জের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তারপর রাতে ফোনে দুর্ঘটনার খবর পাই। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যাই আমরা। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়।'

রবিবার রাত তখন সাড়ে ১১টা। কালজানি কুড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা দীপক সরকার সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাবেন। এমন সময় তাঁর খুড়তুতো বোন রিয়ার চিৎকারে ছুটে যান তাঁদের বাড়িতে। গিয়ে জানতে পারেন রিয়া তাদের পুকুরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখেন একটি গাড়ি জলে পড়েছে। এরপর তিনি আর কিছু না ভেবে সোজা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় রাস্তা দিয়ে বাইকে করে কালজানি বাজার এলাকায় বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন অপর দুই তরুণ আবু সোয়েল ও আলতাফ হোসেন। তাঁরাও পুকুরের মাঝে গাড়ির একটি আলো জ্বলতে দেখে বুঝতে

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

আশিস ঘোষ

রাহুলের পর প্রিয়াংকা। ভাইবোন এবার পাশাপাশি লোকসভায়।

দুজনেই ভালো বক্তৃতা করছেন, বিজেপি শিবিরের প্রতিক্রিয়াতেও ধরা পড়ছে তা। কাগজপত্রে তা নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। সেই সুবাদে দেশের নজর টানছেন তাঁরা। প্রিয়াংকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠাকুমা ইন্দিরার ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন অনুগামীরা। তবে রাজনীতিটা তো ডিবেটিং সোসাইটি নয়, বিতর্কে হাততালি কুড়োলেও আসল পরীক্ষা ভোটের ময়দানে।

কোনও সন্দেহ নেই, সময়টা বেশ খারাপই যাচ্ছে দেশের সবথেকে পুরোনো দলটার। ভোটের বাজারে তাদের দর হুহু করে কমছে। আর তার জেরে তাদের সংসার ভাঙার মুখে। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীসাথিরা দু'কথা শুনিয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। তাদের পরোয়া না করেই যে যার মতো ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যত্রতত্র। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে ভোটে বাজিমাত করা যে যাবে না, তা খোলাখুলি বলছে তারা। এই অবস্থায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে শতাব্দীপ্রাচীন এই দল। একটা নয়, একজোড়া। প্রথমত, ইন্ডিয়া জোটে রাহুলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত, সেই জায়গায় মমতাকে বসানোর ক্রমেই বাড়তে থাকা দাবি। এরই পাশাপাশি সংসদে তাদের একঘরে হওয়ার জোগাড়। কেবলমাত্র আদানিকে নিয়ে দিনের পর দিন সংসদ অচল করার লাইনে নেই বেশিরভাগ শরিক। তারা চায় তাদের রাজ্যের সমস্যার কথা তুলতে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের ডাকা মিটিংয়ে গরহাজির থেকেছে তৃণমূল। পরে তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে অন্যরা। কংগ্রেস এখন সংসদের বাইরে একাই আদানি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

অথচ কয়েক মাস আগেও এ অবস্থা ছিল না তাদের। লোকসভার ভোটে গদি নাগালে না এলেও আগের বারের তুলনায় তাদের সিট বেড়েছিল দ্বিগুণ। লোকসভার বিরোধী নেতাও হয়েছিলেন সোনিয়া-তনয়। সবার সম্মতিতে। বিজেপিকেও নামিয়ে আনা গিয়েছিল একক গরিষ্ঠতার নীচে। তবে তার আগে থেকেই সুরে বাজছিল না ইন্ডিয়া শরিকরা। আগেই সঙ্গত্যাগ করে গেরুয়া খাতায় নাম তুলেছিলেন নীতীশ কুমার। এই রাজ্যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা হয়নি। আসনরফাও হয়নি। তীব্র মমতা বিরোধী অধীর হাত মিলিয়েছিলেন বামেদের সঙ্গে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আসনরফা হলেও ভোট মিটতেই যার যার তার তার।

লোকসভা ভোটের পর থেকে একের পর এক ধাক্কায় টলে গিয়েছে কংগ্রেসের লিডারের চেয়ারটা। যে লিডারের ভোট জেতার মুরোদ নেই তাকে কে আর পাত্তা দেয়।

এরপর দশের পাতায়

অস্তমিত জাদু

নিস্তব্ধ ছন্দের সেই দুই হাত

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেন আর নেই।

সর্বকালের অন্যতম সেরা তবলচির শেষনিঃশ্বাস পড়ে ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে। দু'সপ্তাহ চিকিৎসার পর সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে কিংবদন্তি এই তবলাশিল্পীর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ অবশ্য প্রচারিত হয়ে যায় রবিবার রাতেই। ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেলেও খবরটি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের একাংশে সেই খবর প্রকাশিতও হয়। কিন্তু শিল্পীর পরিবারের তখন সমর্থন মেলেনি মৃত্যুসংবাদের।

শেষপর্যন্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জাকিরের পরিবারই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী আন্তোনিয়া মিনেকোলা এবং দুই কন্যা আনিসা ও ইসাবেলাকে। ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস-এর জটিলতায় ভুগছিলেন শিল্পী। মৃত্যুর খবর দিয়ে শোকাহত পরিবার জানায়, 'জাকিরের শিল্পীসত্তা ও কীর্তি বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংগীতজগতে ধ্বনিত হবে।'

গত দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। ভারতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ সম্মান পেয়েছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর তবলায় হাতেখড়ি। সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান। ২০২৪ সালে জাকিরের হাত ধরে ভারতে আসে গ্র্যামি পুরস্কার। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত হয় ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'।

জাকির নানা সময়ে তবলায় সংগত করেছেন পণ্ডিত রবিশংকর, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, মিকি হার্ট, জর্জ হ্যারিসনের মতো দিকপালদের সঙ্গে। বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খান লিখেছেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। জাকির ছিলেন এক বিস্ময়।' ব্রিটিশ গিটারবাদক জন ম্যাকলাফলিন বলেছেন, 'তবলা জগতে জাকিরই বাদশা। তিনি জাদুযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন তবলাকে।'

জাকিরের প্রাপ্তি

২০০৯ ও ২০২৪ সালে
গ্র্যামি

২০২৩ সালে
পদ্মবিভূষণ

২০০২ সালে
পদ্মভূষণ

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে
পদ্মশ্রী

১৯৯০ সালে
সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার

সংগীতলেখক শৈলজা খান্নার ভাষায়, 'গত কয়েক বছর সেলেব শিল্পীদের বদলে জাকিরকে দেখা গিয়েছে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে। এটা খুব শিক্ষণীয় ও বিরল ব্যাপার। তরুণ শিল্পীদের তুলে ধরতে জাকিরের অবদান অবিশ্বাস্য।'

এরপর দশের পাতায়

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

আমজাদ আলি খান

এই সময় আমি কোনওরকম শব্দ উচ্চারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জাকির ভাইয়ের প্রয়াণের কথা শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত, বিধ্বস্ত। ওস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপামর বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় সংগীতশিল্পীদের একজন।

১৯৭৪ সালের পর জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশকিছু যুগলবন্দি আসর দেশ-বিদেশের নানা শহরে বসেছিল। তখনও তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লারাখা জীবিত ছিলেন। জাকির ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাধর তবলাবাদকদের একজন। তিনি শুধু তবলাই নয়, গোটা বিশ্বে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই অনন্য, অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীদের একজন। আমরা মনে হয়, তিনিই একমাত্র তবলাবাদক যিনি গোটা পৃথিবী গ্রহটি পরিভ্রমণ করেছেন এবং তবলা সহ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা সহ ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও অতুলনীয়, ঈর্ষণীয়ও বটে।

সংগীতের উৎকর্ষের পাশাপাশি, জাকির ভাইয়ের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিকটি হল, তিনি সহসঙ্গী শিল্পী ও বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। যার কাছে অকপটে মনের কপাট আলগা করা যেত। মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগত।

তিনি শুধু একজন বাদকই নন, ছিলেন অসাধারণ শ্রোতাও। তিনি নিজে যেমন সমস্ত শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই তাঁর সিনিয়ার সংগীতজ্ঞদের প্রতি ছিল অতুলনীয় অসীম শ্রদ্ধা।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বাংলাকে হারিয়ে দিল ইংরেজি বইয়ের বিক্রি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : গতবারের তুলনায় এবার বই বিক্রি বেশি হয়েছে। এতে প্রকাশনা সংস্থা এমনকি উদ্যোক্তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলায় কিন্তু বাংলা বইয়ের থেকে বেশি ব্যবসা করেছে ইংরেজি বই। আলিপুরদুয়ারের মতো প্রান্তিক জেলায় ইংরেজি ভাষার বই বিক্রির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব হিসেবেই দেখছেন বিশিষ্টজনরা। বইমেলায় বেশিরভাগ বাংলা বইয়ের স্টল ছিল। পাশাপাশি ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষার বইয়ের স্টলও ছিল। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে ইংরেজি ভাষার বই বেশি বিক্রির তথ্য।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলেন, 'চলতি বছর বইমেলায় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বাংলা ভাষার বইয়ের তুলনায় ইংরেজি ভাষার বই বেশি বিক্রি হয়েছে।'

গতবছর ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি বই বিক্রি হয়েছিল। সেই হিসেবে চলতি বছরে আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলায় ভালো সাড়া পড়েছে। বিশেষ করে বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের তর্জমা করা বই বিক্রি হয়েছে বলে প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিদের দাবি।

লোকসংস্কৃতির গবেষক তথা লেখক প্রমোদ নাথ বলেন, 'বইমেলার মূল বিষয় হল বই বিক্রি হওয়া। ইংরেজি ভাষার বই বেশি বিক্রি হয়েছে তা ভালো লক্ষণ। তবে বাংলা ভাষার বইয়ের চাহিদাও বাড়ুক সেটা চাইব।'

চলতি বছর ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা বইমেলা হয়েছিল। মেলা শুরুর প্রথম দু'দিন তেমন সাড়া পড়েনি। তৃতীয় দিন থেকেই স্বমহিমায় ফেরে বইমেলা। তবে শেষের দু'দিন উপচে পড়া ভিড় ছিল বইমেলায়।

সুরজিৎ বণিক নামে এক প্রকাশনা সংস্থার কর্তা বলেন, 'কুরুখ, বাংলা ও কিছু ইংরেজি ভাষার বই স্টলে ছিল। বাংলা ভাষার চাহিদা শতকরা হিসেবে একই রয়েছে। ইংরেজিতে তর্জমা করা উপেন্দ্রকিশোরের গুপি গাইন বাঘা বাইন ছাড়াও ফেলুদার মতো গল্পের বই বিক্রি হয়েছে।'

৪০ লক্ষ টাকার বিকিকিনি মেলায়

দু'বছর আগে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে একইসঙ্গে তিনটি মেলা হয়েছিল। সে বছর প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিদের হতাশ করেছিল। তবে চলতি বছরে লাভের মুখ দেখে খুশি তাঁরা।

মৌমিতা দাস নামে এক অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়ে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করে। রাসকিন বন্ডের কয়েকটি বই ছাড়াও অঙ্কন বই কিনেছে।'

মহাসড়কে ভাঙা পড়ছে সব পার্টি অফিস

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা ও পলাশবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ঘর ভাঙতে মিস্ত্রি সোমবার সকালেই চলে এসেছিলেন। শোনার পর ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ আর ঘরে থাকতে পারেননি। কারণ, বহু বছর ধরে তিনিই দলীয় কার্যালয় খোলেন, বন্ধ করেন। চাবিও তাঁর কাছেই থাকত। কিন্তু এদিন থেকে যেন সেই দায়িত্ব শেষ। তারপর পলাশবাড়ির প্রায় চার দশকের আরএসপি'র টিনের পার্টি অফিস ধীরে ধীরে ভাঙা পড়ল। জলভরা চোখে ইন্দ্রজিৎ তা দেখলেন। তবে শুধু আরএসপি'র নয়, ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কাজে তোড়জোড় শুরু হতেই পিডব্লিউডি'র জমিতে থাকা সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সিপিএম ও আরএসপি'র দলীয় কার্যালয়গুলিই অবশ্য বেশি পুরোনো। তবে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র কার্যালয়ও ভাঙা হচ্ছে।

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে অবশ্য কিছু এলাকার ব্যবসায়ীদের আন্দোলন এখনও চলছে। আর যেখানে আন্দোলন হচ্ছে সেখানে অবশ্য এখনও দোকানঘর ভাঙা হয়নি। তবে ফালাকাটা ব্লকে ব্যবসায়ীদের তেমন আন্দোলন হয়নি। ক'দিন আগেই সাইনবোর্ড, গরম চা, আসাম মোড়, বালুরঘাট, শিশাগোড় এলাকার দোকানগুলি ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ভেঙেছিলেন। তখন পার্টি অফিসগুলিও ভাঙতে হয়। যেমন সাইনবোর্ডে সিপিএমের পার্টি অফিস রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছিল। দোকান যখন ভাঙা হয় তখন সিপিএমের তরফে ওই পার্টি অফিসের ঘরও ভাঙা হয়। সিপিএমের ফালাকাটা-১ এরিয়া সম্পাদক অনির্বাণ রায়ের কথায়, 'সাইনবোর্ডের পার্টি অফিস আপাতত ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন অস্থায়ীভাবে হয় কারও বাড়িতে আর না হয় ভাড়া নিয়ে পার্টি অফিস চালানো হবে।'

গরম চা এলাকায় রাস্তার পাশেই তৃণমূলের ফালাকাটা-২ অঞ্চল কার্যালয়। সেটি অবশ্য এখনও ভাঙা পড়েনি। তবে তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সভাপতি দীপক সরকারের কথায়, 'আমাদের অফিসটিও ভাঙতে হবে। রাস্তার কাজ হোক, এটা আমরাও চাই। শিশাগোড়ে রাস্তার পাশে বিজেপি'র ফালাকাটা-৩ নম্বর মণ্ডল কার্যালয় ছিল। সেটি অবশ্য ভাড়া ঘরে ছিল। রাস্তার কারণে সেই পার্টি অফিস এখন মণ্ডল সভাপতি ভবেশচন্দ্র বালোর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগে রণজিৎ সরকার অফিসে কেয়ারটেকার ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

ভাঙা হচ্ছে আরএসপি'র পার্টি অফিস। সোমবার পলাশবাড়িতে।

দিল্লির কুচকাওয়াজে উত্তরের পাপিয়া

বাবাই দাস

পাপিয়া বর্মন।

তুফানগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে শুধু আর্থিক অভাবই নয়, পারিপার্শ্বিক সবকিছুকেই হার মানানো যায় সেটাই প্রমাণ করলেন তুফানগঞ্জের পাপিয়া বর্মন। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে লালকেল্লার সামনে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিলসি গ্রামের টোটোচালক বিজয় বর্মনের মেয়ে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তাঁকেই দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সামনে প্যারেডে পা মেলাতে। স্বভাবতই তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার সহ কলেজ কর্তৃপক্ষ।

দরিদ্র পরিবারে জন্ম পাপিয়ার। বাড়িতে বাবা-মা সহ রয়েছে আরেক বোনও। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগে পঞ্চম সিমেস্টারে পড়াশোনা করছেন। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি চলে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম বা এনএসএসের নানা প্রশিক্ষণ। ছোট থেকে প্রবল ইচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। তখন থেকে শুরু হয় অসম লড়াই। কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় থেকেই যোগ দেন এনএসএসে। প্যারেড, ক্যাম্প এসবের মধ্যেই দিন কাটে গ্রামের এই মেয়ের। বর্তমানে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। পাপিয়ার কথায়, 'ছোট থেকেই আমার লক্ষ্য, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। স্বপ্নপূরণের আগেই এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে। গোটা দেশবাসীর সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিল্লির রাজপথে হাঁটব, এটা ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি।' এজন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ডঃ প্রবীরকুমার হালদার ও প্রশিক্ষক সৌরভ সাহা।'

প্রাক প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড শিবিরে অংশ নেওয়ার পর রাজ্য থেকে মোট আটজন পড়ুয়ার দিল্লি যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। এঁদের মধ্যে কোচবিহারের পাপিয়া অন্যতম। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তাঁরা রাজধানীর পথে রওনা দেবেন বলে খবর।

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/EO/15/MATIALI/2024-25.
Last date of online bid submission : 27-12-2024 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Matiali Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 4194, Dated- 16-12-2024 NIT NO-11(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 30-12-2024 intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.৩০ ছোট বউ, রাত ১০.৩০ নবাব
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.০০ চৌধুরি পরিবার, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ৯.৩০ লোফার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৫০ রংবাজ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ব্যবধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলেতে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমার ভুবন
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১২ কুগল কুট্টাপ্পা, ২.৩৮ গুমনাম, বিকেল ৫.০৯ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ স্কান্ডা, রাত ১১.১৭ তিস মার খান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৮ এতরাজ, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.১৯ শিবম
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ অ্যাঞ্জেল হ্যাজ ফলেন, ২.৩৫ ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস, বিকেল ৪.২৫ জন উইক-চ্যাপ্টার টু, সন্ধে ৬.২০ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ৯.০০ ২০১২, ১১.৪১ আনচার্টেড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.২৫ স্পিড, বিকেল ৩.১৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ৫.৩০ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, সন্ধে ৭.০০ সাংহাই নুন, রাত ৮.৪৫ আইস এজ-দ্য কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১১.১০ গডস অফ ইজিপ্ট।

নবাব রাত ১০.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

আই বিকেল ৪.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

গডস অফ ইজিপ্ট,
রাত ১১.১০ **মুভিজ নাউ**

চিতা, আ হান্টার টার্নড প্রে দুপুর ১.৪১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

ধসের ইঙ্গিত পেলে বিকল্প পথের খোঁজের সুযোগ

সতর্কতায় লাভ পর্যটনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সাফল্য মিলেছিল 'ল্যান্ড স্লিপ'-এ। ওই সাফল্যের পথ ধরেই ইতালির দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জিও হাইড্রোলজিক্যাল প্রোটেকশন অফ দ্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (সিএনআর-আইআরপিআই) সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের খনিজমন্ত্রকের অধীনে থাকা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)। এর ফলে হাতেনাতে যে ফল পাওয়া যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে পর্যটন মহল। ধসপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা, আগাম সতর্কতা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়ে উঠবে ও অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসুর মতে, 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হলে কোন রাস্তা বন্ধ রয়েছে বা খোলা রয়েছে, তা সহজেই জানা যাবে, যা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদেরও চলাচলের ক্ষেত্রে সুবিধা এনে দেবে।'

কেন বারবার ধস নামছে এবং প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে, অনুসন্ধানে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছিল 'ল্যান্ড স্লিপ'। বেছে নেওয়া হয়েছিল নীলগিরির পাশাপাশি পূর্ব সিকিম এবং দার্জিলিং। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল লন্ডনের কিংস কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ব্রুস ডি মালামুদ এবং ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের আধিকারিক এম্মা বি'র। তাঁরা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে (জিএসআই) যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দার্জিলিংয়ের ৭৫ শতাংশই ধসপ্রবণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব সিকিমের ৯৫৫ কিলোমিটার একই অবস্থায় রয়েছে। বহুস্তরীয় ভঙ্গুর শিলার জন্যই এলাকাগুলি ধসপ্রবণ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই রিপোর্টে ক্ষতি এড়াতে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের সুপারিশ করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতেই ইতালীয় সংস্থার সঙ্গে জিএসআইয়ের চুক্তি।

দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে যদি ওই সংস্থা কাজ করে এবং আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়, তবে ভবিষ্যতে অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন ধস বিশেষজ্ঞ প্রফুল্ল রাও। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সাহায্য যত পাওয়া যাবে, ততই সাফল্য মিলবে। তবে আজ আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হল আর কাল থেকে রেজাল্ট পাওয়া যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েক বছর।'

তবে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছে উত্তরের পর্যটন মহল। কেননা, ধসের জেরে দিনের পর দিন রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকা এবং মৃত্যুর খবরে পর্যটনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্ষতির মুখে পড়তে হয় পর্যটনশিল্পকে। যেমন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এবং মাসের পর মাস টয়ট্রেন না চলায় পুজো বা উৎসবের সময় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে পাহাড়ি পর্যটন। এই প্রসঙ্গ টেনেই সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী কল্পক দে বলছেন, 'আগাম তথ্য পাওয়া গেলে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বেড়াতে এসে পর্যটকদের আটকে পড়ার ঘটনাও ভবিষ্যতে কমবে।' কালিম্পংয়ের একটি হোমস্টের মালিক প্রবীণা ছেত্রীও একমত। তাঁর কথায়, 'ধস আমাদের জন্য চিন্তার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগাম সংকেত পেলে নানা দিক থেকে সুবিধা হবে।'

কুর্শাহাটের মিলন ইংল্যান্ডের গবেষক

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কুর্শাহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়। স্বপ্ন হলেও সত্যি। এ কাজটি করে দেখিয়েছেন মিলন মিয়াঁ। ছিল বহু ওঠাপড়া ও কঠোর পরিশ্রম। এই লড়াইয়ে মিশে আছে দীর্ঘ অধ্যবসায়। মিলন এখন ইংল্যান্ডে ফারাডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে গবেষণারত। বিষয় ব্যাটারি রিসাইক্লিং। তিনি বলেন, 'এখন বহু গাড়ি ব্যাটারিতে চলে। ব্যাটারিগুলি ৮-৯ বছর পর নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি পুনর্ব্যবহারের বিষয়ে আমার গবেষণা।'

২০২১-এ তিনি মেরি কুরি পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা অনুদান হিসাবে পেয়েছিলেন দু'কোটি টাকা। তাঁর পড়াশোনা শুরু কুর্শাহাট হাইস্কুলে। এরপর ক্লাস নাইনে তিনি ভর্তি হন দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলে। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর পান ইনস্পায়ার স্কলারশিপ। মিলন বলেন, 'গোপালনগর আর দিনহাটা হাইস্কুল আমার টার্নিং পয়েন্ট। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর ভর্তি হই খড়্গপুর আইআইটিতে। সর্বভারতীয় নেট-এ পেয়েছিলাম ৪২তম স্থান।' স্কলারশিপের টাকায় চলত তাঁর পড়াশোনার খরচ। তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এ। বিষয় উচ্চমাত্রার শক্তি সঞ্চয়ী ক্যাপাসিটার। ২০১৯-এ নিউটন ভাবা পিএইচডি ফেলো হিসেবে ইংল্যান্ডে চার মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশ নেন। তারপর মেলে মেরি কুরি স্কলারশিপ।

মিলন মিয়াঁ।

শীতের সকালে। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে। ছবি : অরিন্দম চন্দ

ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র শিক্ষা দপ্তরের

শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিয়ে স্কুল চালান শিক্ষকরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের চার নম্বর গুমটির মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় অনন্য নজির সৃষ্টি করল। ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করার সুবাদে চলতি শিক্ষাবর্ষে শহরের একমাত্র এই বিদ্যালয় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনার ছাড়পত্র পেল। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইংরেজিমাধ্যম চালু হচ্ছে। পরে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পাবে। এই ধারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'শিক্ষাকর্মী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রায় আট বছর ধরে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা নিজেরা বিদ্যালয়ের দরজা, জানলা খোলার জন্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা দেন। একইভাবে শিক্ষাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতাও শিক্ষকরা নিজেদের বেতন থেকে দেন। শিক্ষকদের এই মহান প্রয়াসে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর মুগ্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।' শিক্ষাবর্ষের সূচনাতে ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র পাওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা খুশি। অভিভাবক শচী লালা জানান, ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন চালুর সিদ্ধান্তের কথা জেনে তাঁরা অভিভূত।

মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এখন সেখানে ২৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। এটা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক পিনাকী শিকদার, তপন কর্মকার, বিবেক রায়, সাহানারা খাতুন, পল্লবি বসুনিয়া ও জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর, কোরক হোম, মহামায়াপাড়া ও পানপাড়া এলাকার ছাত্ররা এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। গড়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হয়। বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজরে আসার পর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য খরচ দেওয়া হয়। এই অর্থ পুরোপুরি শিক্ষকরা তাঁদের বেতন থেকে দিয়ে চলেছেন। মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন নন টিচিং স্টাফের পদ শূন্য। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর দুটি পদও ফাঁকা। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে ইংরেজিমাধ্যম চালু হওয়ার খবরে খুশি হয়েছেন। বালিকার কথায়, 'মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা লক্ষ করেছিলাম। বিষয়টি দেখে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃপক্ষ মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। সাফল্য পাওয়ায় আমরা সকলে খুশি।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন এই বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমরা সরকারি সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি। শিক্ষার প্রতি রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল।'

পড়াশোনার জন্য কাজের খোঁজ

পিকাই দেবনাথ

শুচিতা খড়িয়া।

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতবর্ষের সংবিধান মতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তবে বাস্তবে খালি পেট কোনও নিয়মকানুন মানে না। ১৩ বছরের শুচিতা খড়িয়া যেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। সম্প্রতি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছে সে। তবে নতুন ক্লাসের বইয়ে মলাট দেওয়ার আনন্দের বদলে শুচিতার জীবনে বিষাদের ছায়া। পরীক্ষার শেষে খেলা ছেড়ে যে কোনও একটা কাজ খোঁজাই এখন লক্ষ্য এই কিশোরীর। রোজগার হলে তবেই আগামীদিনে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে শুচিতা। তার মা নেই। তাই বাইরের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও সামলাতে হয় তাকে। এভাবেই ছোট্ট বয়স থেকে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এই ছাত্রী। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অবসর সময়ে এলাকায় কাজের সন্ধানে ঘুরছে শুচিতা। তবে মাত্র ১৩ বছর হওয়ায় অনেকেই তাকে কাজে নিতে চান না। আবার কেউ কেউ একপ্রকার তার পড়াশোনার কথা বিবেচনা করেই তাকে কাজে নিতে রাজি হন। এখন স্কুলের পরীক্ষা শেষ। তাই আলু চাষের এই মরশুমে শুচিতা এখন জমিতে আলু লাগানোর কাজ করছে। শুচিতার বাবা চুনদা খড়িয়া দিনমজুরের কাজ করেন। সংসারে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। সংসার ও পড়াশোনার খরচ চালাতে যা কাজ পায় তাই করে। শুচিতা বলে, 'আমাদের এই অভাবের সংসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার খরচ আমার বাবার পক্ষে দেওয়া সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পড়ার ফাঁকে কাজ করি। তবে এভাবে কতদিন পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব জানি না। আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে আর আমাকে সেইসময় কাজ খুঁজতে হয়।'

এছাড়া বাড়ির কাজেও হাত লাগায় শুচিতা। তার বাবা বলেন, 'সংসার চালাতেই হিমসিম খেতে হয়। তাই মেয়ের পড়াশোনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার মেয়ে যতটা সম্ভব নিজেই চেষ্টা করে পড়াশোনা করছে।' সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ বলেন, 'শুচিতার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগামীদিনে ওর যা প্রয়োজন তা দিয়ে সহযোগিতা করব। শুচিতার মতো মেয়েরা আমাদের সমাজে আলোর দিশা দেখাতে সক্ষম হবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিশেষ কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** পুরোনো বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মিথুন :** ব্যবসায় জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ক্রীড়া ও সংগীত জগতের মানুষরা ভালো সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সাফল্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। **সিংহ :** বিদেশে যাওয়ায় বাধা কাটবে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে আজ বেশ আনন্দে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **তুলা :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতা থাকবে। **ধনু :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবার সমর্থন পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মকর :** শিক্ষার অগ্রগতি হবে। নতুন চাকরিতে যাওয়ার সুযোগ এলেই হাতছাড়া করবেন না। **কুম্ভ :** জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মীন :** অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে যাবে না। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।২৭ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৩।৫। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৫৩। গরকরণ দিবা ১২।২৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১২।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।২৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৩৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ গতে ৮।১২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতায়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৫ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

e-TENDER
E-Tender is hereby invited from the eligible contractors as specified in the details N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2024-25, Dt. 11/12/2024 (Sl No: 01 & 02). For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my client Sri Ashok Agarwal, S/O. Sri Jagdish Prasad Agarwal, resident of Siliguri is interested to purchase three plots (part) of land measuring about 117.7 Decimals or about 70 (seventy) Kathas, comprised in R.S. Khatian Nos. 167/20 and 171, appertaining to R.S. Plot Nos. 474 (35 decimals), 476 (65 Decimals) and 477 (17.7 Decimals), Sheet No. 03 (three), situated at Gate Bazar, P/S. Bhorer Alo, Mouza- Mantadari, District- Jalpaiguri. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at Tarachand Sadan, 2nd Mile, Sevoke Road, District- Jalpaiguri within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any further reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived.
(CHANDER BHAN)
Advocate, Siliguri,(M)7908618050

বিক্রয়
শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ৩ রুমের নতুন ফ্ল্যাট গ্যারাজ সহ বিক্রয় হবে। 9531563023/9800862425. (C/114208)

কর্মখালি
নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 8240311982. (K)
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/113948)
•
শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য শিক্ষিত কর্মঠ স্থানীয় যুবক চাই। M : 9641618231. (C/113949)
•
শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের জন্য মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/113950)
•
মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন- 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/113950)

Tender Notice
Inviting the Tender of Bonafied contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No 04/GGP/2024-25, Date- 16/12/2024 Ref Memo No- 143/GGP/2024-25 Date- 13/12/2024. for farthar Details please contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan, Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

UPCOMING
TECHNO INDIA GROUP PUBLIC SCHOOL
GANGARAMPUR
REQUIRES THE FOLLOWING
PRINCIPAL
As per CBSE norms 10-15 years as Principal / Vice-Principal in reputed schools (CBSE perferably)
Office Assistant cum Admission Counselor
Graduate in any discipline preferably in English. Proficiency in MS Office. Should have good communication skill.
TGT/PRT/PPRT TEACHERS
Qualification & Experience :
All Subjects, PG / Graduation, B.Ed. / D.El.ED/ Montessori trained with 3-4 years of experience.
Outstanding subject teachers will be rewarded with dignifiled position & attractive emoluments and perks
Send Your CV
Rabindrapally, (Behind Susparsha Hospital), Gangarampur, Dakshin Dinajpur, Pin-733124 (W.B.)
tigps.gangarampur@gmail.com
9144400108 www.tigps.in

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচী
পরিচালনগত কারণে, প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে নিম্নলিখিত কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলির থামার সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচী নিম্নরূপ :—

ট্রেন নং ও নাম	সংশোধিত সময়সূচী	
	পৌঁ.	ছা.
০৩০২১ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০২২ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৩ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০২৪ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৫ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	২৩.১০ ঘ.	২৩.১৫ ঘ.
০৩০২৬ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৯ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১১.১০ ঘ.	১১.১৫ ঘ.
০৩০৩০ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩১ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩২ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩৩ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩৪ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.৩০ ঘ.	১০.৩৫ ঘ.

অন্যান্য সকল নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রায় ন’বছর পর রায় ঘোষণা আদালতের

সাতালির ২ ‘পুষ্পা’র ৯ মাসের কারাদণ্ড

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বন দপ্তরের হেপাজতে সাতালিতে বাজেয়াপ্ত রক্তচন্দন কাঠ।

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ ডিসেম্বর : ট্রাকে দুধভর্তি বড় বড় ক্যান, আর তারই নীচে রয়েছে লাল চন্দনকাঠ। এমনই কাঠ পাচারের দৃশ্য দেখা গিয়েছিল বিখ্যাত এক দক্ষিণী ছবিতে। রিল লাইফে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও। রিয়েল লাইফের সেই পুষ্পা ঝুক গ্যায়া।

ছবির লোকেশন অন্ধ্রপ্রদেশ। রিয়েল পুষ্পার ঘটনা ঘটল আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনির সাতালি গ্রামে। তবে কাহিনী মিলিয়ে দিচ্ছে সেই রক্তচন্দন। হিরো পুষ্পা প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও সাতালির দুই পুষ্পা পুলিশের হাত থেকে পার পেল না। দুই দুষ্কৃতীর মধ্যে একজন মহিলা। ধরা পড়ে ন’মাসের জেল খাটতে গেল রক্তচন্দন পাচারে অভিযুক্ত দুই অপরাধী রামলাল কার্জি ও মালতী নার্জিনারি।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের থার্ড কোর্ট বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট ২০০২, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট ১৯২৭ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট প্রোডিউস ট্রানজিট রুল ১৯৫৯ ধারা মাফিক দুজনের সাজা ঘোষণা করে। কারাদণ্ডের পাশাপাশি রামলালের ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং মালতীর ৬০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানাও ধার্য হয়।

সোমবার সংবাদমাধ্যমে এই খবর দিলেন জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান। তিনি জানান, রামলালের কাছ থেকে ১ হাজার ৯০০ কেজি ওজনের ১২৪টি এবং মালতীর কাছ থেকে ১ হাজার ১০০.৫ কেজি ওজনের ১২০টি চন্দন কাঠের টুকরো উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৫ সালের ১৮ জুলাই। গোপনে সূত্রের ভিত্তিতে সাতালিতে সহকর্মীদের নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন মাদারিহাটের তৎকালীন রেঞ্জ অফিসার। তখনও পুষ্পা সিনেমাটি তৈরি হয়নি। কিন্তু একেবারে সিনেমার মতোই মাটির তলায় চন্দন কাঠ লুকিয়ে রেখেছিল রামলাল ও মালতী।

অন্ধ্রের সূত্র মিশে

- সিনেমা তৈরি না হলেও ২০১৫’এ সেই ধাঁচে মাটির নীচে লাল চন্দন লুকিয়ে রাখা হয়
- তখনই আটক করা হয় এই দুই দুষ্কৃতীকে
- সে সময় পুলিশের জালে পড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের এক ব্যক্তিও
- সাতালি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় সাড়ে আট কুইন্টাল চন্দন কাঠ

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রাজ্যের বনকর্মী এবং আধিকারিকরা হাতেনাতে ধরলেন দুজনকে। ডিএফও এখন বলছেন, ‘পরিবেশ সংরক্ষণে জরুরি বায়োলজিকাল রিসোর্স নিয়ে অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে আদালতের এই রায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।’

২০০২ সালের বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী রক্তচন্দন এনডেনজার্ড শ্রেণিভুক্ত। আসবাবের চেয়েও লাল চন্দনের চাহিদা মূলত ওষুধ তৈরিতে এবং ধর্মীয় কাজে। লাগাতার পাচারে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও রক্তচন্দন প্রায় বিলুপ্তির পথে। অসম ঘেঁষা জেলা আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত সাতালি গ্রামে বহুদিন ধরেই অন্ধ্রের রক্তচন্দনের একটি শেকড় পোঁতা রয়েছে। লাল চন্দন পাচারে স্থানীয় এক প্রভাবশালীর নামও জড়িয়েছে একাধিকবার। যদিও রাজনৈতিক ‘ছত্রছায়া’য় থেকে বরাবরই তিনি পার পেয়ে গিয়েছেন। এমনই অভিযোগ জেলাজুড়ে।

২০১৫-এর জুলাইয়ে সাতালিতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখান থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এরপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিবিআই) তরফে তথ্য পেয়ে এসএসবি ও বন দপ্তর ওই বছরের অক্টোবর মাসে সেখান থেকে প্রায় সাড়ে আট কুইন্টাল চন্দন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছিল। অবশেষে এই লাল চন্দন পাচারে অভিযুক্তদের শাস্তি হল ২০২৪-এর ১৩ ডিসেম্বর।

রবিবার রাতে গাড়ি সহ বাজেয়াপ্ত বেআইনি সেগুন কাঠ।

বাজেয়াপ্ত দেড় লক্ষের সেগুন কাঠ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে জয়বীরপাড়া চা বাগান এলাকায় বেআইনি কাঠবোঝাই একটি মালবাহী ছোট গাড়ি আটক করেন বন দপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের কর্মীরা। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি সেগুন কাঠের গুঁড়ি। বন দপ্তর জানিয়েছে, সেগুলির বাজারদর কমবেশি দেড় লক্ষ টাকা। তবে গাড়িচালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। বনকর্মীরা তল্লাশি শুরু করতেই গাড়ি ফেলে চম্পট দেয় চালক, দাবি রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়ের।

দলগাঁও রেঞ্জের বীরপাড়া থানা এলাকায় রয়েছে দলমোর এবং বান্দাপানি ফরেস্ট। এছাড়া বানারহাট রেঞ্জের রেতি ফরেস্টের একটা বড় অংশ রয়েছে বীরপাড়া থানা এলাকায়। এই জঙ্গলগুলি থেকে ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে সেগুন গাছ চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে কাঠ মাফিয়ারা। পাচারে মালবাহী ছোট গাড়ি বা কখনও যাত্রীবাহী গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। দলগাঁও রেঞ্জের কর্মীরা পাচারের পথে বহু গাড়ি সহ লক্ষ লক্ষ টাকার বেআইনি কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন। এমনকি পাচারকারীদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাও ঘটেছে। যদিও কাঠ পাচারের ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসারের।

সরুগাঁও বস্তি-এথেলবাড়ি, খগেনহাট, দলমোর-গোপালপুর-ধুলাগাঁও সহ একাধিক এলাকা কাঠ পাচারের করিডর হয়ে উঠেছে। অবশ্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বনকর্মীর বক্তব্য, এলাকার আয়তনের তুলনায় কর্মীসংখ্যা ভীষণ কম। তাই মাঝেমধ্যেই বনকর্মীদের চোখে ধুলো দিচ্ছে কাঠ পাচারকারীরা।

বৃহন্নলাদের সেবাশ্রম

নয়ারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল বৃহন্নলাদের। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাটে সাড়ম্বরে ‘জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা অনাথভক্ত সেবাশ্রম’-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বৃহন্নলাদের এই সেবাশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বৃহন্নলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জাঁকজমক করে সেবাশ্রমের উদ্বোধন হওয়ায় খুশি পিংকি বর্মন, মিঠু বর্মনের মতো বৃহন্নলারা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও অনেক আগে থেকেই এই সেবাশ্রমে ঠাঁই মিলেছে নানা কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জনা পনেরো বৃদ্ধবৃদ্ধার। সেইসঙ্গে দূর হয়েছে বস্ত্র ও খাওয়ার চিন্তাও। পাকা ঘরে পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পেরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন আবাসিকরা।

বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : স্মার্ট মিটার, ন্যূনতম ও নির্ধারিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির তরফে এদিন শহরের কোর্ট ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্মার্ট মিটার চালু হলে তার কী কুপ্রভাব রয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের যে ন্যূনতম ও নির্ধারিত মাশুল দিতে হয় তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

শীতে জঙ্গলে সতেজ খাবারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। খাবারের সন্ধানেই হাতির দল দশ-বারো ফুট উঁচু রেল ট্র্যাক টপকে লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। প্রায় চার দশক পরে চাপরেরপারের ভেলুরডাবরি এলাকায় হাতির হানা এলাকাবাসীর পাশাপাশি বনকর্মীদেরও অবাক করে দিয়েছে।

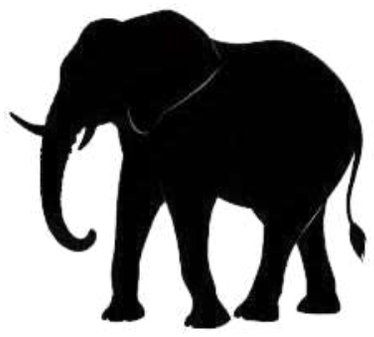

চার দশক পরে হাতি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : গত তিন চার দশকে এলাকায় হাতির হানা হয়নি। স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিন্তেই আলুর চাষ করেছেন চাপরেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। কিন্তু, রবিবার রাতে হঠাৎই এক দল হাতি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলুরডাবরি ও তার আশপাশের এলাকায় ঢুকে পড়ে। সারা রাত এলাকায় ঘুরে বেড়ায় দলটি। একাধিক আলুখেতে হানা দিয়েছে। ভোরের আলো ফোটার আগেই ফের হাতির পালটি বক্সা জঙ্গলে ফিরে যায়। ফেরার আগে আলু সাবাড় করতে ভুলে যায়নি। ফসল নষ্ট হলেও হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয়রা জানালেন, রাতে তাঁরা পথকুকুরদের চিৎকার শুনেছেন। কিন্তু, এলাকায় হাতি হানা দিয়েছে সেই বিষয়টি বুঝতে পারেননি। স্থানীয় কৃষক পল্লব দাস বলেন, ‘আমি এবার প্রথমবার আলুর চাষ করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই খেত থেকে আলু তোলার কাজ শুরু হত। কিন্তু, এদিন সকালে জমিতে গিয়ে দেখি, কেউ ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। কারা এসব করল তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। হাতির মল দেখে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরে পড়শিরা জানান কাল রাতে চারটি হাতির দল এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে।’

জঙ্গল থেকে লোকালয়ে আসার মাঝে দশ-বারো ফুট উঁচু রেল ট্র্যাক রয়েছে। অত উঁচু রেল ট্র্যাক অতিক্রম করেই গ্রামে প্রবেশের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হঠাৎ করে কেন ওই এলাকায় হাতির পাল ঢুকল, তা বুঝতে পারছেন না স্থানীয়রা। এতবড় রেল ট্র্যাক পেরিয়ে ওদের হানা বন দপ্তরকেও ভাবাচ্ছে।

বন দপ্তর জানিয়েছে, খাবারের সন্ধানেই হাতি লোকালয়ে ঢুকেছে। বন দপ্তরের অনুমান, বক্সার জঙ্গলে পর্ণমোচী গাছের সংখ্যা বেশি। শীতের মরশুমে সেখানে সবুজ সতেজ খাবারের ঘাটতি দেখা দেয়। সতেজ খাবারের খোঁজেই ওই এলাকায় হাতি হানা দিয়েছে। যদি তেমনটাই হয় তাহলে ফের হাতি এলাকায় হানা দিতে পারে। অত উঁচু রেল ট্র্যাক পেরিয়ে হাতি আসতে থাকলে ভেলুরডাবরির বাসিন্দাদের সমস্যা বাড়বে।

ভেলুরডাবরির আশপাশের বেশ কয়েকটি একাধিক জমিতেও হাতি হানা দিয়েছে। তপসিখাতা এলাকার আরেক বাসিন্দা জানালেন, প্রতিদিন তাঁদের এলাকায় হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা রাতে বাড়ি থেকে বের হন না। ফসলও নষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি তপসিখাতা ছাড়াও আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকাতেও হাতির আনাগোনা বেড়েছে।

তপসিখাতার পররপার সংলগ্ন এলাকায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু পিএইচই-এর পাইপলাইন টপকে হাতির পালকে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দারা হাতির চালচলন সম্পর্কে অবগত। তবে চাপরেরপার এলাকার বাসিন্দারা হাতির গতিবিধি সম্পর্কে অবগত নয়। তাই চাপরেরপার এলাকায় হাতি-মানুষ সংঘাতের বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তর চিন্তায়।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের দমনপুর ইস্টের রেঞ্জ অফিসার সুজিত বর্মা জানালেন, বর্ষাকালে জঙ্গলে খাবারের বৈচিত্র্য থাকে। তখন হাতির দল বন থেকে বের হয় না। শীতের মরশুমে হাতির পাল লোকালয়ের দিকে হানা দিতে থাকে। বন দপ্তর একাধিক দল তৈরি করে হাতির গতিবিধির উপর নজর রাখছে। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় হাতি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। যে এলাকাগুলিতে হাতি হানা দেবে সেখানেও সচেতনতা শিবির করা হবে।

রাতের আঁধারে

- দশ-বারো ফুট রেল ট্র্যাক টপকে লোকালয়ে হাতি
- হাতি সারারাত এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়
- আলুর খেতে তছনছ করে জঙ্গলে ফেরে
- ফসল নষ্ট হলেও কেউ হতাহত হননি

> আমি এবার প্রথমবার আলুর চাষ করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই খেত থেকে আলু তোলার কাজ শুরু হত। কিন্তু, এদিন সকালে জমিতে গিয়ে দেখি, কেউ ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। কারা এসব করল তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। হাতির মল দেখে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরে পড়শিরা জানান, কাল রাতে চারটি হাতির দল এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে।
>
> **পল্লব দাস** স্থানীয় কৃষক

বড়দিনের আগে নতুন রাস্তা পেলেন গ্রামবাসী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ ডিসেম্বর : বড়দিনে মিলল নতুন রাস্তা। রীতিমতো খুশির হাওয়া আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি মিশন এলাকায়। বেহাল রাস্তার জন্য যাতায়াত রীতিমতো কষ্টের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছিল। বড়দিনের মুখে সেই রাস্তা পাকা হওয়ায় রীতিমতো খুশির আমেজ মহাকালগুড়ি মিশন, ছোট চৌকিরবস, বড় চৌকিরবসে।

এবিষয়ে মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা বললেন, ‘রাস্তাটি নতুনভাবে তৈরি করার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে আর সমস্যায় পড়তে হবে না। সব থেকে বড় কথা বড়দিনের আগেই আমরা নতুন পাকা রাস্তা পেয়েছি এর থেকে খুশির আর কিছু হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অর্থবরাদ্দে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হয় চার মাস আগে। বড়দিনের ঠিক আগে রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে।

মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলে যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়ছিল এলাকার বাসিন্দা ও পড়ুয়ারা। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন নার্জিনারির কথায়, ‘শুধু মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল এবং গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে না। মহাকালগুড়ি ছোট চৌকিরবস, বড় চৌকিরবস, ছিপড়া রাভাবস্তি এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা রাস্তাটি। প্রায় এক লক্ষ মানুষ রাস্তাটি ব্যবহার করে থাকেন।’ তাঁর আরও সংযোজন, এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য শামুকতলা বাজারে নিয়ে যেতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করতে হয় চাষিদের। রাস্তাটি নতুনভাবে হওয়ায় এ সমস্যা মিটেছে। মহাকালগুড়ি মিশন এলাকায় বড়দিনের বড় উৎসব হয়। প্রতিটি চার্চে টানা অনুষ্ঠান চলে। তাই বড়দিনের আগে রাস্তাটি পাকা হওয়ায় উৎসবের আনন্দ পুরোপুরি মিলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আরেক বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক নিরন্তর নার্জিনারি জানালেন, স্কুলে ও শামুকতলা যাতায়াতে এই রাস্তাটি ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। রাস্তাটি পাকা হওয়ায় দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল। বড়দিনের আগে এটা সত্যিই এলাকাবাসীর বড় পাওনা।

এলাকার নতুন রাস্তা নিয়ে কৃষক মতিলাল দেবনাথ বলেন, ‘শামুকতলা বাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে যাতায়াতে এই রাস্তাটির উপর নির্ভর করতে হয়। রাস্তাটি বেহাল থাকায় কৃষিপণ্য শামুকতলা বা কামাখ্যাগুড়ি নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। তবে রাস্তাটি নতুন করে তৈরি হওয়ায় আমরা খুশি।’

নতুন পাকা রাস্তা মহাকালগুড়ি গ্রামে।

জনসংযোগ

দেওয়ানহাট, ১৬ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) সোমবার সকালে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জিরানপুর এলাকায় জনসংযোগ করেন। এদিন তিনি এলাকাবাসীর মুখ থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। সেগুলি দ্রুত সমাধানেরও আশ্বাস দেন। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বপ্না বর্মন, দলের কোচবিহার-১ (বি) ব্লক সভাপতি আব্দুল কাদের হক, অঞ্চল সভাপতি নুরজামাল মিয়াঁ প্রমুখ ছিলেন।

সংশোধনী

সোমবার তিনের পাতায় প্রকাশিত ‘বন্ধ হাটে শৌচাগার দাবি’ কপির শিরোনাম ‘বন্ধ হাটে শৌচাগার, নেই চালু বাজারে’ পড়তে হবে।

খয়েরবাড়িতে সাড়ে ৩৩ লক্ষে ২ রাস্তা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ ডিসেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২টি কাঁচা রাস্তা পাকা করতে ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর। সোমবার কাজের সূচনা করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। ছিলেন জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য দীপনারায়ণ সিনহা, পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য জলেন টেটে, তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি ফজলুল ইসলামরা।

দু’টি রাস্তাই এতদিন ধরে কাঁচা রয়েছে। পূর্ব মাদারিহাট এলাকার ১৪/৯৭ নম্বর পার্টে ৯০০ মিটার

উদ্বোধনে বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো

দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি পাকা করতে সম্প্রতি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর। একইসঙ্গে ১৪/৯৮ নম্বর পার্টে ৩০০ মিটার দীর্ঘ আরেকটি কাঁচা রাস্তা পাকা করতে বরাদ্দ করা হয় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫৯ টাকা। ওই রাস্তাটি মূলত স্থানীয়রাই ব্যবহার করে থাকেন। তবে পূর্ব মাদারিহাটের ১৪/৯৭ নম্বর পার্টের রাস্তাটি ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দারাও ব্যবহার করেন। খাউচাঁদপাড়ার ব্যবসায়ীরা ওই রাস্তা দিয়েই মাদারিহাটের সাপ্তাহিক হাটে যাতায়াত করেন। বর্ষাকালে ওই রাস্তায় চলাচলে ভীষণ সমস্যা হত। অবশেষে সমস্যা মিটতে চলেছে।

জয়প্রকাশ জানান, ১৪/৯৭ নম্বর পার্টের রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে প্রশাসন নাকি তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তা অবশ্য জানাননি। তিনি বলেন, ‘২৫-৩০ বছর ধরে রাস্তাটি কাঁচা ছিল। এবার সেটি পাকা করা হচ্ছে। মাদারিহাটের আনাচেকানাচে এধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।’

সম্প্রতি বীরপাড়া বাইপাস রোড তৈরিতে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। ওই প্রসঙ্গ টেনে জয়প্রকাশের দাবি, ২০১১ সালের আগে মাদারিহাটে উন্নয়ন দেখা যায়নি। এর আগে বাম আমলে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সিপিএমেরই পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন জয়প্রকাশ।

শীতসকাল।। রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে বর্ষা রায়ের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, হাওড়া

আবাসিক/ অনাবাসিক

শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই

মিশনের বিভিন্ন শাখার জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, কম্পিউটার (বি.সি.এ./ এম.সি.এ.) ও শারীরশিক্ষা (বি.পি.এড.) বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই। ১০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিন অথবা ই-মেল করুন নীচের ঠিকানায়।

আল-আমীন মিশন

৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬

e-mail: alameen.mission24@gmail.com

বইখাতার আড়ালে সিগারেট-গুটখা বিক্রি

জয়গাঁ, ১৬ ডিসেম্বর : প্রশাসনের নিয়ম রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে কোনও দোকানে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য রাখা চলবে না। কিন্তু সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারত-ভুটান সীমান্ত জয়গাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সামনে দেদার বিকোচ্ছে তামাকজাত দ্রব্য। খাবার এমনকি বই-খাতার আড়ালেও রাখা হচ্ছে সিগারেট। ফলে নেশার আঁধারে ডুবে যাচ্ছে যুব-কিশোর সমাজ। সেই সঙ্গে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জয়গাঁর অভিভাবক মহলের।

সোমবার জয়গাঁর স্কুল ও কলেজের সামনে প্রতিটি দোকানে অভিযান চালাল টোব্যাকো কন্ট্রোল টিমের সদস্য, ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি দল সহ জয়গাঁর পুলিশবাহিনী। এদিন প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে প্রতিটি দোকান থেকেই তামাকজাত দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে,

স্কুলের সামনের দোকানে টোব্যাকো কন্ট্রোল টিম

সিগারেট ও গুটখার প্যাকেট মিলেছে সবথেকে বেশি। ব্যবসায়ীরা মূলত লুকিয়ে এগুলি বিক্রি করেন। দোকানের সামনে রয়েছে চকোলেট, চিপস, কেক ও অন্যান্য খাবার। কিন্তু অভিযান চালিয়ে চোখে পড়ল অন্য ছবি। টোব্যাকো কন্ট্রোল কমিটির তরফে সঞ্জীবকুমার সরকার বলেছেন,

> এই যে ব্যবসায়ীদের ফাইন করা হল, কোনও লাভ হবে না। দু’দিন পর আবার সবকিছু আগের মতোই হয়ে যাবে। স্কুল, কলেজের উচিত পড়ুয়াদের দিকে কড়া নজর দেওয়া। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত বিষয়ের হানিকারক দিক নিয়ে সেমিনার করানো প্রয়োজন
>
> **সুনীতা তামাং,** অভিভাবক

‘শুধু ভুটান সীমান্ত নয়, জেলার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনের দোকানগুলিতে তামাকজাত দ্রব্য মেলে। আমাদের লাগাতার অভিযান চলে। এর আগে জরিমানা করা হয়নি। এবার থেকে আমরা সেই পদক্ষেপ শুরু করেছি।’

তামাক জাতীয় দ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দোকানদাদের জরিমানা করা হয়েছে। এই বিষয়ে জয়গাঁর এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক লবকুমার ভুজেলের বক্তব্য, ‘প্রশাসনের উচিত এমন অভিযান চালিয়ে যাওয়া। পড়ুয়াদের মনেও তাহলে ভয় আসবে। আমি আমার স্কুল শুরু হওয়ার পর থেকে গেট বন্ধ রাখি, স্কুল শেষ হওয়ার পর নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত পড়ুয়ারা নিজেদের বাড়ির দিকে চলে যায়। স্কুলকেও কড়া হতে হবে।’

অভিযানের ফল দেখে চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা। জয়গাঁর এক স্কুল পড়ুয়ার অভিভাবক অমিত ত্রিখাত্রীর গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ, ‘এই অভিযান না হলে তো আমরা জানতেই পারতাম না যে খাতাপত্রের দোকানের আড়ালে গুটখা, সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তা হচ্ছে।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়িনী হলেন

জয়পুর-এর এক বাসিন্দা

19.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 21105 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি আকর্ষণীয় স্কিম রয়েছে, যা আমাদের বড় অঙ্কের খরচ না করিয়েই একজন কোটিপতি করে তোলে। ডিয়ার লটারি সম্পর্কে জানা সবার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে খুব সহজেই একজন কোটিপতি হতে পারি। এই রকম একটি চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত প্রশংসা জানাই।"

রাজস্থান, জয়পুর - এর একজন বাসিন্দা পুষ্পা দেবী জৈন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

একদিন দলবেঁধে কজনে মিলে... সোমবার বক্সা জঙ্গলে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বনবস্তিতে বিকল্প চাষে অনীহা

হাতি তাড়াতে বিশেষ শিবির

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ ডিসেম্বর : বক্সা টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন এলাকাবাসীর অন্যতম সমস্যা হাতির হানা। হাতির পাল এক-একটি রেঞ্জ এলাকায় প্রতিবছর গড়ে পাঁচশো হেক্টর ফসল নষ্ট করে। শতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙে, প্রাণহানি হয়। চলতি বছরেও ওই এলাকায় প্রায় ৪০টি হাতির দল হানা দিয়েছে। বুনোদের দূরে রাখতে তাই বিকল্প চাষ নিয়ে কৃষকদের বোঝাতে তৎপরতা দেখা দিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তর ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা চাষিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকল্প চাষে উৎসাহিত করছেন। কিন্তু এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিকল্প চাষে ঝোঁক দেখাচ্ছেন না চাষিরা। হাতি হানার আশঙ্কা সত্ত্বেও চাষিরা এবারেও আলু, শসা, কপির চাষ করছেন।

সর্ষে, লেবু, আদা, হলুদ, সিট্রনেলা, ওল, কচুর চাষে লাভ রয়েছে সেই বিষয়টিই কৃষকদের বোঝাতে চায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। যৌথভাবে ওই দুই দপ্তর বনবস্তি এলাকায় শিবির করছে। জেলা কৃষি দপ্তর বন সুরক্ষা কমিটির সাহায্য নিয়ে কয়েকদিন ধরেই ছোট চৌকিরবস এলাকার চাষিদের বিকল্প চাষের গুরুত্ব ও লাভের দিকটি বোঝাচ্ছেন।

সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানালেন, বুনো হাতির পাল ফসলের লোভেই লোকালয়ে আসে। সর্ষে, লেবু, সিট্রনেলা, ওল প্রভৃতির খেত থেকে হাতিরা দূরে থাকে। তাই বনবস্তি এলাকার কৃষকরা যাতে ওই সকল চাষ করেন সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেবাশিস বলেন, 'এই বিকল্প চাষে লাভের পরিমাণও ভালো। চাষিদের জন্য সচেতনতা শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তা সফল করতে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।'

বনকর্মীদের বক্তব্য, ওল অর্থকরী ফসল। গত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে এই চাষ করে বহু কৃষক উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা জানালেন, তাঁদের অনেকেই বিকল্প চাষের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু যে সকল ফসলের চাষ দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন তা বদলে ফেলার সাহস পাচ্ছেন না। বড় চৌকিরবস এলাকার কৃষক সুজন দেবনাথের বক্তব্য, 'আমাদের নতুন ধরনের চাষ করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যে চাষ আমরা আগে কখনও করিনি তা নিয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। চাষ করতে গিয়ে যদি ফসল না ফলাতে পারি তখন কী হবে। তাহলে লাভটা হবে কি?'

বন দপ্তর জানাচ্ছে, দশ বিঘা জমিতে আলু, শসা চাষ করে যে লাভ হয়, এক বিঘা ওল বা সিট্রনেলা চাষ করে তার থেকে দ্বিগুণ বেশি লাভ হতে পারে। রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় ওল ও লংকা চাষ করে হাতির হানা এড়ানো গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, হাতির ঘ্রাণশক্তি খুব বেশি। ওলের পাতা বা সিট্রনেলা, আদা পাতা এড়িয়ে চলে হাতি। তাই লংকা ও ওলের পাশাপাশি সিট্রনেলা, আদা, সর্ষে চাষে আরও সাফল্য মিলবে।

অন্যদিকে ছোট চৌকিরবস এলাকার কৃষক অজিত দেবনাথের বক্তব্য, 'মেনে নিলাম বিকল্প চাষে ফসল ভালো হল। কিন্তু বাজারে শসা, স্কোয়াশ জাতীয় ফসলের যে পরিমাণ ক্রেতা রয়েছে তার থেকে বিকল্প ফসলগুলির ক্রেতা অনেক কম। ওই ফসলের রপ্তানির সুযোগ নেই। ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তো নেই।'

বনকর্মীদের কথায়, আলু, শসা অর্থকরী ফসল। তাই শুরুতেই এই চাষ থেকে কৃষকরা সরে আসছেন না। তাই হাতির হানায় কতটা ক্ষতি হচ্ছে সবই কৃষকদের বোঝানো হবে। এই সবকিছু বুঝলে একসময় কৃষকরা বিকল্প চাষেই ঝুঁকবেন।

চাষিদের সমস্যা

- বিকল্প চাষ নিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই
- আলু, শসার মতো অর্থকরী ফসল চাষে ভরসা
- বিকল্প ফসলগুলির পর্যাপ্ত ক্রেতা নেই
- ওই ফসলের রপ্তানি ও সংরক্ষণের সুবিধা নেই

জেলার খেলা

বড় জয় মিলন, হাসিমারার

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার মিলন সংঘ ৯ উইকেটে প্লেয়ার্স একাদশ ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে প্লেয়ার্স টসে জিতে ২৫.৫ ওভারে ১০২ রানে অল আউট হয়। সায়ন দত্ত ৩৪ রান করেন। অরিজিৎ কুণ্ডু ১১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মিলন ১২.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। মনোজকুমার পাসোয়ান ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রিয়দর্শী রায়ের অবদান ২২।

অরবিন্দনগর মাঠে হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাব ২৩২ রানে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। হাসিমারা টসে জিতে ৩৩.৩ ওভারে ২৮৫ রানে গুটিয়ে যায়। সত্যম চৌবে ৬৩ ও শোয়েব আক্রাম শা ৬১ রান করেন। শুভ দাস ৪৫ ও তপন রায় ৫৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেইনবো ১৪ ওভারে ৫৩ রানে অল আউট হয়। শোয়েব ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

রিজওয়ানের ৬ শিকার

বীরপাড়া, ১৬ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বীরপাড়া কেন্দ্রের ম্যাচে সোমবার সুধান পণ্ডিত মেমোরিয়াল প্লেয়ার্স একাদশ ৭ উইকেটে বীরপাড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

বীরপাড়া প্রথমে ৩৪.৪ ওভারে ১৬৬ রান তোলে। মোহিত ওরাওঁ ৩১ রান করেন। মহম্মদ রিজওয়ান শেখ ৭ ওভারে ১৭ রানে ৬ উইকেট নেন। জবাবে সুধান ২০.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তুলে নেয়। মণিরুল ইসলাম ৬১ রান করেন। মঙ্গলবার খেলবে ভার্নাবাড়ি টিজি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং কিংফিশার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি (জুনিয়ার)।

জেলা দলে ফালাকাটার ৩

ফালাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট দলে সুযোগ পেল ফালাকাটা টাউন ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ৩ ক্রিকেটার। জলপাইগুড়ি জেলা দলে খেলবে সঞ্জিব সরকার ও অনিক সরকার। কোচবিহার জেলা দলে খেলবে বাপ্পাদিত্য সূত্রধর। টাউন ক্লাবের সচিব নিতাই সেন জানিয়েছেন,জলপাইগুড়ির খেলা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এবং কোচবিহারের খেলা রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে।

সুরিপাড়ায় আবাসে গাফিলতি

খরচ বাঁচাতে ই-মেলে নালিশ বিডিও-কে

ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকলেও আবাসের তালিকায় নাম নেই। সোমবার শালকুমারহাটের সুরিপাড়ায়। - সংবাদচিত্র

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে গ্রামে গ্রামে এখন চর্চা। বিশেষ করে প্রকৃত গরিব হওয়া সত্ত্বেও তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তা নিয়েই গ্রামের হাটবাজারে আলোচনা চলছে। তবে দরিদ্রদের অনেকেই ২০-৩০ কিমি দূরে বিডিও অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানাতে চাইছেন না।

সুরিপাড়ার উমেশ রায় দিনমজুর। ঘরের তালিকায় নাম নেই। বিডিও অফিসে অভিযোগ জানাতে গেলে যেমন গাড়িভাড়া লাগবে, তেমনি একদিন কাজ বাদ যাবে। তাই অন্যের সহযোগিতায় উমেশ মেল করে নিজের অভিযোগ বিডিওকে জানিয়েছেন। শুধু উমেশ নয়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের সুরিপাড়া মৌজার অনেকেই এখন মেল করতে শুরু করেছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, এমন অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও জমা নেওয়া হোক। যদিও গাইডলাইন অনুযায়ী অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে বলে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে।

কিন্তু মেলে পাঠানো অভিযোগ গৃহীত হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও জয়ন্ত রায় শুধু বলেন, 'মেল করে অভিযোগ জমা দেওয়ার কথা গাইডলাইনে নেই। গাইডলাইনে ড্রপবক্সে অভিযোগ জমা দেওয়ার কথা বলা আছে। সেখানেই অভিযোগ জমা দিতে হবে।'

> অভিযোগ জানাতে বিডিও অফিস যাতায়াত করলে ৭০ টাকা গাড়িভাড়া লাগবে। আবার একদিন কাজ বাদ গেলে মজুরি বাবদ ৩০০ টাকার ক্ষতি।
>
> **-হরি রায়**
> *দিনমজুর*

সম্প্রতি বিডিও অফিস থেকে প্রকাশিত আবাস যোজনার উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিশেষ গ্রামসভার মাধ্যমে অনুমোদন করানো হয়। তাই তালিকায় কার নাম আছে, আর কার নাম বাদ পড়েছে এখন তা স্পষ্ট। যদিও দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তালিকায় নাম বাদ পড়লে সেই উপভোক্তা যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন সেজন্য বিডিও অফিসে ড্রপবক্স রাখা হয়েছে। অনেকেই সেখানে গিয়ে ড্রপবক্সে অভিযোগও জানিয়েছেন। তবে দরিদ্রদের কেউ কেউ কাজের ক্ষতি করে বিডিও অফিসে যেতে চাইছেন না। আবার কেউ এটাও বলছেন যে, আগেও তো এরকম অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তাই এখন সরকারি ঘরের আশাই ছেড়ে দিচ্ছেন।

এদিকে, শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া মৌজার অনেকেই আবার বিকল্প উপায় হিসেবে মেল করে অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন। সুরিপাড়ায় বাড়ি এসইউসিআই(সি) নেতা দুলাল অধিকারীর। মূলত তাঁর সহযোগিতায় মেল পাঠাচ্ছেন অনেকে। উমেশ রায়ের কথায়, 'ভাঙাচোরা ঘরে থাকি। বারবার চেষ্টা করেও সরকারি ঘর পাচ্ছি না। তাই এবার আর কাজের ক্ষতি করে গাড়িভাড়া দিয়ে বিডিও অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানানোর ইচ্ছে নেই। এজন্য দুলালের সহযোগিতায় মেল করে অভিযোগ জানিয়েছি।'

একই গ্রামের হরি রায়ের নিজের থাকার ঘরটুকুও নেই। তিনি থাকেন দাদার ঘরে। দিনমজুরি করেন। তিনিও মেলে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। হরির কথায়, 'অভিযোগ জানাতে বিডিও অফিস যাতায়াত করলে ৭০ টাকা গাড়িভাড়া লাগবে। আবার একদিন কাজ বাদ গেলে মজুরি বাবদ ৩০০ টাকার ক্ষতি।'

একইভাবে স্বর্ণেশ্বরী রাভা, মুকুন্দ রায়, অঘোর রাভাদের মতো অনেকেই মেল করেছেন। আবার বছর আশির মহেশ রায় নামে আরেক দরিদ্র বাসিন্দা ভাইপোর বাড়িতে থাকেন। তিনি অবশ্য মেল কি জিনিস বোঝেন না। তাই তাঁর অভিযোগ দুলাল নিজেই মেল করে পাঠিয়েছেন।

টুকরো খবর

আহত ৩

ফালাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কের ভুটনিরঘাট মুজনাই নদীর ব্রিজের ওপর একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ফালাকাটা থেকে বগরিবাড়ি যাচ্ছিলেন তুষার দাস। অপরদিকে, ভুটনিরঘাট থেকে ফালাকাটা আসছিলেন রাকেশ বিশ্বাস এবং গৌতম ঘোষ। ভুটনিরঘাট মুজনাই নদীর সেতুতে টার্নিং নেওয়ার সময় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় তিনজনই জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

বিক্ষোভ সভা

শালকুমারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের অবহেলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েনি বলে অভিযোগ। এই দুই ইস্যুকে সামনে রেখে সোমবার শালকুমারহাটে বিক্ষোভ সভা করল সিপিএম। সেখানে দলের নেতা গুরুদেব বর্মন, এবিটিএর রাজ্য সহ সম্পাদক কাকলি ভৌমিক, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সচেতনতা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামের বিশ্বাসপাড়ায় শিশুর অধিকার, মানব পাচার ও শিশুশিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরটি যৌথভাবে আয়োজন করে মাঝি পরগনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও আলিপুরদুয়ার আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল ভলান্টিয়ার গোবিন্দ মারান্ডি, সমাজকর্মী কমল কুজুর প্রমুখ।

ভুট্টাবীজ বিলি

কালচিনি, ১৬ ডিসেম্বর : কালচিনি ব্লকের বনছায়া বস্তিতে পুনর্বাসিতদের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তরের তরফে সোমবার ভুট্টাবীজ বিলি করা হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা নিখিলকুমার মণ্ডল, আলিপুরদুয়ার মহকুমা কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায়, কালচিনি ব্লক কৃষি অধিকর্তা প্রবোধ মণ্ডল।

শুকিয়ে কাঠ সুকৃতি নদী

হাতির ভরসা কৃত্রিম জলাধার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ ডিসেম্বর : তৃষ্ণার্ত হাতির পাল। কিন্তু, মুখ ফিরিয়েছে প্রকৃতি। সুকৃতি (লোকমুখে পরিচিত সুকতি নামে) নদীতে জল নেই। দলমোড় ফরেস্টের ওই শুকনো নদী থেকে বুনোরা বেরিয়ে পড়ছে জলের সন্ধানে। ওরা প্রায়শই পাড়ি জমাচ্ছে মাকড়াপাড়া চা বাগানে। ওই বাগান এলাকায় মনুষ্যসৃষ্ট জলাধার দাঁতালদের তৃষ্ণা নিবারণের উপায়। হাতি-মানুষের সংঘাতের রাশি রাশি ঘটনার মাঝে এই ছবি বেশ আলাদা।

বীরপাড়া থানা এলাকার মধ্যে দলমোড় ফরেস্ট ও মাকড়াপাড়া চা বাগান রয়েছে। ওই বাগান এলাকায় জলসেচের সুবিধার্থে বাগান কর্তৃপক্ষ একটি জলাধার নির্মাণ করে। সেই জলাধার থেকে প্রায়শই রাতে হাতি জলপান করতে আসে। সোমবার প্রথমবারের জন্য দিনের বেলায় হাতিকে ওই জলাধারে যেতে দেখা গেল। গারুচিরা যাওয়ার রাস্তা পেরিয়ে ওই জলাধারে হাতিটি যায়। জলপান করে সেটি ফের বনে ফেরে। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় জানালেন, মাকড়াপাড়ার জলাধারই এই সময় দলমোড়ের হাতিদের অন্যতম ভরসা।

মাকড়াপাড়া চা বাগান এবং দলমোড় ফরেস্টটি ভুটান পাহাড় ঘেঁষা। চা বাগান এবং বনের ভেতর দিয়ে সুকতি নদী বয়ে গিয়েছে। বছরের বেশিরভাগ সময়েই ওই নদীতে জল থাকে না। কেবল বর্ষায় ভুটান পাহাড়ের জল ওই নদীর খাত দিয়ে বয়ে যায়। সেই জলেও প্রচুর পরিমাণে ডলোমাইট মিশে থাকে। সেচের সুবিধার্থে পাম্প দিয়ে জল তুলে ৪০ ফুট চওড়া ৪০ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট গভীর একটি জলাধারে জল ধরে রাখা হয়। সেই জলাধারই দলমোড়ের হাতিরা তৃষ্ণা মেটায়। চা বাগানের ম্যানেজার দীপেশ করণের কথায়, 'প্রায়ই হাতি এখানে জলপান করতে আসে। ওদের কেউ বিরক্ত করে না।'

জলাধারে জলপান করতে গিয়ে কয়েকবার হাতি বিপদেও পড়ছে। তবে তা মূলত রাতের ঘটনা। চলতি বছর ৫ মে হাতির একটি শাবক ওই জলাধারে পড়ে যায়। ওই রাতেই বনকর্মীদের তিন ঘণ্টার চেষ্টায় শাবকটিকে জল থেকে তোলা হয়। জলপান করতে গিয়ে হাতি বিপদে পড়লেও হাতি-মানুষের সংঘাতের ঘটনা সামনে আসেনি।

মাকড়াপাড়া চা বাগান ঘেঁষে গারুচিরা গ্রাম। বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢোকার রাস্তা পেরিয়েই জল খেতে যায় হাতি। স্থানীয়রা জানান, হাতি সন্ধ্যার পরেই বের হয়। তাই খুব প্রয়োজন না হলে গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পর বের হন না।

স্থানীয় রবিলাল কাগাতে সোমবার বলেন, 'আজ সকালে জলাধারে হাতি আসার ঘটনাটি বিরল। সম্ভবত হাতিটির ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছিল। এই জলাধারটি ছাড়া আর কোথাও জল না থাকায় বুনোটি এখানে চলে আসে।'

আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা জানালেন, ওই এলাকায় হাতি অবাধে বিচরণ করে। বন্যপ্রাণী এবং মানুষের সংঘাত এড়াতে চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং বন দপ্তর মিলে এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করে। মানুষের তৈরি জলাধারে হাতিরা নির্বিঘ্নে জলপান করে যায়।

মাকড়াপাড়া চা বাগানের জলাধারে হাতির জলপান। - সংবাদচিত্র

গ্রামজুড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার সকালে কালজানি কাওয়ারডেরা গ্রামে ঢুকতেই যেন শ্মশানের নীরবতা। গ্রামে একাধিক জায়গায় মানুষের জটলা। কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। সকলেরই চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। মৃত শিক্ষক দম্পতির বাড়ির কাছে যেতেই দেখা গেল বাড়ির কাছেই একটি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে মৃতদের আত্মীয়পরিজনরা জমায়েত হয়েছেন। বাড়ির ভেতর থেকে আসছে একসঙ্গে অনেকের কান্নার আওয়াজ। বাড়ির সামনের উঠোনে কান্নায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন বাড়ির একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ সুনীতি রায়। মাস তিনেক আগেই তাঁর স্বামী প্রয়াত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই সেই যন্ত্রণা ভুলে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও রবিবার রাতে ছোট ছেলের একসঙ্গে গোটা পরিবারের সলিলসমাধির ঘটনার খবর তিনি আর কোনওভাবেই সইতে পারছেন না। ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা সেখানে হাজির থাকলেও তাদের মুখেও সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবেশী সুশান্ত রায়, রেণুকা রায়।

দুর্ঘটনায় শেষ গোটা পরিবার

তাঁরা জানান, পরিবারে সঞ্জিতের পরিবার ছাড়াও তাঁর মা, দাদা বৌদি ও চার বছরের ভাইপো রয়েছে। পরিবারের সকলেই এলাকায় খুব ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। সকলের সঙ্গেই তাদের ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল। এরকম ঘটনা ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। এই মৃত্যুতে গোটা গ্রামের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

সঞ্জিত নাটাবাড়ি বোসপাড়া কুঠিবাড়ি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিআইসির পদে ছিলেন। তাঁর স্কুলের শিক্ষক আতিয়ার রহমান বলেন, 'উনি অভিভাবকের মতো আমাদের মাথার ওপরে ছিলেন। ওঁর এভাবে অকাল প্রয়াণে আমাদের অকল্পনীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' বিপাশাও নাটাবাড়ি এলাকার দ্বারিকামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপচন্দ্র সরকার, 'বিপাশা শিক্ষিকা হিসেবে ভীষণ ভালো ছিলেন। এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর বিকেলের দিকে এলাকায় পৌঁছোতেই কান্নার রোল ওঠে গোটা গ্রামে। বিকেলে পার্শ্ববর্তী ঘরঘরিয়া নদীর পাড়ে দেহগুলির সৎকার করা হয়।

মহাসড়ক, চরতোর্ষার পর কাজ শুরু সনজয় নদীতেও

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ফালাকাটার সাইনবোর্ড, গরম চা, আসাম মোড়, বালুরঘাট, শিশাগোড় ও মেজবিলে দোকানপাট ভাঙা হয়েছে। জোরকদমে চলছে মহাসড়কের কাজ। বালুরঘাটে চরতোর্ষা সেতুর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের জেরে পলাশবাড়িতে এখনও কোনও দোকানপাট ভাঙা হয়নি। এই পলাশবাড়িতেই রয়েছে সনজয় নদী। যে নদীর ওপর কাঠের সেতুটি খুবই দুর্বল।

সোমবার গিয়ে দেখা গেল, এই সেতুর পাশেই পাকা সেতুর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। দু'বছর আগেও এখানে কিছুটা পাইলিংয়ের কাজ হয়েছিল। এবার বাকি সেতুর কাজ হবে। এজন্য স্থানীয়রা খুশি। ব্যবসায়ীরাও বলছেন, আগে পাকা সেতুর কাজই করা হোক।

পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলছেন, 'সেতুর কাজকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। কারণ, এই রাস্তায় প্রতিবর্ষায় যেভাবে ডাইভারশন ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তাতে ব্যবসায়ীদেরও আর্থিক ক্ষতি হয়। তাই দ্রুত সনজয় সেতুর কাজ হলেই ভালো। কাঠের সেতুটির অবস্থা যেহেতু বেহাল। তাই কিছুদিনের জন্য কাঠের সেতুটিও সংস্কার করা হলে ভালো হয়।'

যদিও এনএইচএআই-এর (জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ) প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভুর বক্তব্য, 'এখন রাস্তার কাজ দ্রুতগতিতে চলবে। একই সঙ্গে সেতুর কাজগুলিও শুরু হয়েছে।'

২০১৯ সালে মহাসড়কের কাজ শুরু হয়। তবে আগে কাজের গতি ভালো ছিল না। তখন অবশ্য ধীরগতিতে সনজয় সেতুর খুঁটির কিছু পাইলিংয়ের কাজ হয়। মাঝে দু'বছর রাস্তা ও সেতুর যাবতীয় কাজ বন্ধই ছিল। ১ ডিসেম্বর থেকে মহাসড়কের কাজ শুরু হয়েছে। পথচারী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা সকলে বলেছেন, দ্রুত রাস্তার কাজ হোক, সেইসঙ্গে তাড়াতাড়ি সেতুর কাজগুলিও চলুক। যদিও রাস্তার কাজের ক্ষেত্রে এখনও কিছু জটিলতা রয়েছে। অন্যদিকে, সেতুর কাজের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তাই দ্রুতগতিতে সেতুর কাজ চলতেই পারে। কিছুদিন আগে চরতোর্ষা সেতুর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। আর সোমবার থেকে সনজয় নদীর পাশেও আর্থমুভার নামিয়ে কাজ শুরু হতে দেখে পথচলতিরা খুশি।

সনজয় কাঠের সেতুর পাশে হিউমপাইপ বসানো একটি ডাইভারশনও রয়েছে। চলতি বছরের বর্ষায় ওই ডাইভারশনও ভেঙে গিয়েছিল। পরে ডাইভারশনটি সংস্কার করা হয়। কিন্তু এখন ফের ডাইভারশনটি বেহাল হয়ে পড়েছে। গাড়ি চললেই ধুলো ওড়ে। এই ডাইভারশনের ওপর দিয়ে মূলত ভারী পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করে। আর কাঠের সেতুর উপর দিয়ে সাইকেল, বাইক, ছোট চারচাকার গাড়ি ও পথচলতি মানুষ যাতায়াত করেন। কাঠের সেতুর পাটাতন ও রেলিং অনেক জায়গায় ভেঙেছে। কয়েকদিন আগেও এখানে টোটো ও বাইক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। স্থানীয় চার চাকার গাড়ির চালক মহানন্দ বিশ্বাসের কথায়, 'ভোগান্তি তো দীর্ঘদিনের। তবে সেতুর কাজ শুরু হতে দেখে ভালো লাগল। আমরা চাই, রাস্তার থেকেও আগে এই সেতুগুলির কাজ হোক।' নিউ পলাশবাড়ির তরুণ রতন বর্মন, পার্থিব রায় প্রধানদেরও একই বক্তব্য।

পলাশবাড়িতে এখনও ভাঙা পড়েনি দোকানপাট

সেতু নির্মাণের আগে কাজ করছে আর্থমুভার। সোমবার পলাশবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

কাজের খতিয়ান

- ২০১৯ সালে মহাসড়কের কাজের সঙ্গে সেতুর খুঁটির কিছু পাইলিংয়ের কাজ হয়
- মাঝে দু'বছর রাস্তা ও সেতুর যাবতীয় কাজ বন্ধ ছিল
- ১ ডিসেম্বর থেকে মহাসড়ক ও সোমবার থেকে সেতুর কাজ শুরু হয়েছে
- রাস্তার কাজে দোকানপাট ভাঙার মতো জটিলতা রয়েছে
- সেতুর কাজে কোনও বাধা না থাকায় দ্রুতগতিতে কাজ শেষের দাবি উঠেছে
- কাঠের সেতুর পাশে হিউমপাইপ বসানোয় ডাইভারশনটি বেহাল হয়েছে

কোর্টে যৌথমঞ্চ

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। তাই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

আবেদন খারিজ

নিরাপত্তার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরাবুল ইসলাম এবং বাংলা পক্ষের নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

গভীর চুম্বন

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে গভীর চুম্বনে ব্যস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। সম্প্রতি এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়েছে। এই নিয়ে বিতর্কও চলছে।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে স্মারকসৌধ থেকে মাটি তুলে এনে ময়দানে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন না মুক্তিযোদ্ধারা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : শেষমেশ সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়োজিত কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে একাত্তরের অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাল না বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। ১৯৭১ সালের এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সেখানকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

করোনার কয়েক বছর বাদে সেই থেকে প্রতিবছর বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিনটি উদযাপন করেন। ৫৩তম বছরে ছন্দপতন ঘটল। ইউনূস সরকারের জেদে সেদেশে যেমন দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা স্তরে বিজয় দিবস পালন বন্ধ রাখা হল, তেমনই ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকলেন সেখানকার অসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা।

বাংলাদেশ অবশ্য ১৬ জনের একটি ছোট প্রতিনিধিদল ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছে। তাতে রয়েছেন সেনাবাহিনীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এই দলটি এদিন সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই দলে থাকা কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্য 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি' শব্দগুলি তাঁর ভাষণে ছুঁয়ে গেলেও পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য বলে এড়িয়ে যান।১৯৬২ সালে ভারত-চিন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানান।

বলেন, 'আমি তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি আমাকে চিন ও পাক যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শোনাতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে শহিদ স্মরণে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন, যব ঘায়েল হুয়ে হ্যায় হিমালয়, খতরেমে পড়ি আজাদি/ জব তক থি শাঁস লড়ে ও, ফির অপনে লাশ বিছাদি।'

এদিন সকাল থেকেই ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুপুরে সেনাবাহিনীর তরফে কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়। এবারের কলাকৌশল প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকরাও হাজির ছিলেন।

অভিষেকপন্থীদের চাপা ক্ষোভ, নিন্দা বিরোধীদের

ববির মন্তব্যে রুষ্ট তৃণমূলই

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে পোস্ট করে। তাতে বলা হয়,'ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

শনিবার এক অনুষ্ঠানে ফিরহাদ বলেন, 'কলকাতায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। একদিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। প্রশাসনিক পদে বসে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মন্তব্যে শুধু বিরোধীরা নয়, দলের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁর কথার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দলকে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, তিনি একজন ভারতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষই থাকবেন। সরল অর্থে তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগুরু হওয়ার কথা বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসলিমদের আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হল শিক্ষা। যার জন্যই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও ফারাক বা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষাই এই অন্ধকার দূর করতে পারে। আল্লার আশীর্বাদ থাকলে ও সংখ্যালঘুদের মেহনত থাকলে তাঁরাও সমাজে অগ্রসর হবেন।

দলকে ফিরহাদ যাই বলুন না কেন, তৃণমূল যে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সোমবার। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরহাদকে তাঁর মন্তব্যের জন্য রীতিমতো সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এরপরই দলের পক্ষে সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তৃণমূল এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে। তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আমরা শান্তি, একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।' শুধু তাই নয়, রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো বিপদের মুখে পড়ে এমন কোনও মন্তব্যের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

> ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **তৃণমূল কংগ্রেস**

তৃণমূলের এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, ফিরহাদের এই মন্তব্যের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ফিরহাদের সঙ্গে তৃণমূল যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তা স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেইসময় ফিরহাদের এই মন্তব্য দলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করছে তৃণমূল।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূলকে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা মনের ভিতরে যে ধারণা পোষণ করেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।' এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাতে চাই বলে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যে মন্তব্য করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও তীব্র ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ধরনের নেতাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কিছুদিন আগে আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতও জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। এখন ফিরহাদ বলছেন। আসলে আরএসএস-এর কথাই বলছেন ফিরহাদ।' সুজন আরও বলেন, 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেও সম্ভব নয়। কারণ, জনগণনা থেকে জানা গিয়েছে, যে হারে হিন্দুদের জন্মহার কমছে, তার থেকে বেশি হারে মুসলিমদের জন্মহার কমছে।'

ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে এবং ফিরহাদকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবিতে এদিন কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় 'বাংলা পক্ষ'। তাদের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার মেয়রের আসনে একসময় বসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই চেয়ারে বসার অধিকার নেই বহিরাগত উর্দু সাম্প্রদায়িক ববি হাকিমের।

আরএসএসের নতুন অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে হিন্দুভোট একজোট করতে পথে নেমেছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যে উপর্যুপরি দু'দিন দুই বঙ্গে তাদের সভা সফল হয়েছে বলে দাবি করল আরএসএস। সৌজন্যে তৃণমূলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আরএসএস এমনটাই মনে করছে। এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ফের সেটিং-এর অভিযোগ করেছে সিপিএম। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে রবিবার শিলিগুড়ির পর সোমবার রানি রাসমণি রোডে ধিক্কার সভা করল আরএসএস।

এদিন রানি রাসমণিতে ফিরহাদের শরিয়তি আইন কায়েম করা নিয়ে মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন কার্তিক মহারাজ থেকে আরএসএসের জিষ্ণু বসুরা। ফিরহাদের মন্তব্যে নিজের রাজ্যে বাঙালিরা ইসলামিক উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের শেষ কথা।' এদিকে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দিতেই শিলিগুড়ি ও কলকাতার সভার মুখে এই মন্তব্য ফিরহাদের।' যদিও, সিপিএমের দাবি খারিজ করে আরএসএস নেতা শচীন সিংহ বলেন, 'বাংলাদেশে মুসলিমদের হাতে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সভা করছি। ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো মন্ত্রী, হুমায়ুন কবীরের মতো বিধায়করা তাঁকে সমর্থন করছেন। এর প্রতিবাদ তো করতে হবে।' তবে সার সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল-বিজেপিই মূল শক্তি। বাকিরা অপ্রাসঙ্গিক।'

ফের উসকে উঠল 'এক ব্যক্তি এক পদ'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরের বিতর্ক সোমবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী দলের নেতারা এই ব্যাপারে তাঁকে শুধু সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। প্রকাশ্যে এখনই বিষয়টি না এলেও ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই ক্ষোভের কথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। যদিও এই মুহূর্তে দল নিয়ে কার্যত নীরব অভিষেক।

স্বভাবতই এই নিয়ে সোমবার বিকাল পর্যন্ত তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে উল্লেখযোগ্যভাবে সরব হয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি নিয়ে দলের প্রবীণদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিরাগভাজন হন তিনি। দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু হলে প্রথমেই ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের ওপরই কোপ পড়বে, এই আশঙ্কায় তৃণমূলের ভিতরে চরম বিবাদ ও বিতর্ক তৈরি হয়। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে তখনকার মতো দুটি বিষয়ই ধামাচাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ করে ফিরহাদ হাকিমের মতো মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য করায় তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকপন্থী নেতাদের চাপা ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। দলনেত্রী ওই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁর রোষের কথা দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের শেয়ারও করেছেন। দলনেত্রীর এই 'রোষ-বার্তা' ফিরহাদের কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

এদিন তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ফিরহাদের প্রতি এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে আসার পর দলে অভিষেকপন্থী নেতা ও লোকজন আরও উৎসাহিত হয়ে গোপনে ফিরহাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মন্তব্য, তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য হয়েও মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে মন্তব্য করেছেন তার জন্য শুধু তাঁকে সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে তাঁর ডানা ছাঁটা উচিত। দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি এক পদ নীতি' এতদিন চালু হলে এই সমস্যা তৈরি হত না। দলের অন্তত ওই প্রস্তাব চালু করা নিয়ে আবার ভাবা উচিত।

দুধ, মাছ ও ডিম উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলা এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য। কেন্দ্র সরকারের সদ্য প্রকাশিত 'পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৪'-এর তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ মাংস উৎপাদন হয়, তা জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ। শুধু মাংস নয়, দুধ উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃদ্ধির হারে রেকর্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের হার ৯.৬৭ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় ৩.৭৮ শতাংশ।

পোলট্রির ডিম উৎপাদনেও বাংলার বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৮.০৭ শতাংশ, সেখানে জাতীয় গড় ৩.১৮ শতাংশ। বাংলার এই সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই অর্জন আমাদের উদ্ভাবনী নীতি এবং কর্মসূচির প্রমাণ। আমাদের কৃষক এবং উৎপাদকের শক্তির পরিচয়।' বাংলা এক্ষেত্রে লোকসভা আসনের নিরিখে দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাবা-মায়ের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি না থাকলেও সরকারি চাকরি পেতে বাধা নেই সন্তানের। প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর মৃত্যুতেই প্রশ্ন ওঠে ওই দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ হলেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান সহানুভূতির কারণে বাবার চাকরি পেতে পারেন কি না। হাইকার্টে এই মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জানিয়ে দিলেন, সংবিধান সন্তানকে যে অধিকার দিয়েছে, বাবার অবৈধ বিয়ের কারণে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। সেটা বৈষম্যমূলক। তাই বাবার চাকরি সন্তানের পেতে কোনও বাধা নেই। কোন সূত্রে সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং বাবা-মায়ের বিবাহের স্বীকৃতি রয়েছে কি না তা বিবেচনা করা অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় বলে মত আদালতের।

'ভয় পেয়েই চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার'

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ইউনূস সরকার ভয় পেয়েই চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার কলকাতায় এসে এই মন্তব্য করেন তাঁর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর প্রাণহানির আশঙ্কাও করছেন তিনি। ২ জানুয়ারি তাঁর জামিনের জন্য মামলা লড়তে চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন রবীন্দ্র। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এতে তাঁর জীবন গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করায় ইতিমধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকিও। চিন্ময় কৃষ্ণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস।

কল্যাণী এইমসে চিকিৎসার জন্য এসেছেন রবীন্দ্র। এর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে ছিল তাঁর। চিকিৎসা হয়েছিল এইমসে। রুটিন চেকআপ করতেই ফের কলকাতায় এসেছেন তিনি। কীভাবে বিনা অপরাধে চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে জেলে পোরা হয়েছে, সেই বিষয়ে বলেন তিনি।

> **কলকাতায় মন্তব্য আইনজীবী রবীন্দ্রের**

রবীন্দ্র স্পষ্ট বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু একজন সন্ন্যাসী। উনি কোনও সন্ত্রাসবাদী নন। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। শুধু হিন্দু নন, সংখ্যালঘু ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধদের কথাও বলছেন তিনি। এজন্যই তাঁকে ভয় পেয়েছে ইউনূস সরকার। মিথ্যা দেশদ্রোহিতার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্র বলেন, 'বাংলাদেশে এখন দুটি প্রশাসন চলছে।'

তাঁর অভিযোগ, চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে মামলায় সওয়াল করতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও আইনজীবীকে। চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ওকালতনামা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সওয়াল করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, তিনি ঢাকা আদালতের আইনজীবী। চট্টগ্রামের সওয়াল করতে পারবেন না। তিনি যখন চট্টগ্রাম আদালতে যান, তখন এজলাসের ভিতর ৪০ জনকে আইনজীবী বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। কিন্তু এতেও দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। ২ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিনে ফের চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন। তাঁর কথায়, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা। জীবনের পরোয়া করি না। মরতে একদিন হবেই।'

রবীন্দ্রের এই বক্তব্য শুনে কলকাতা ইসকনের পক্ষে রাধারমণ দাস তাঁকে ধন্যবাদ জানান। রবীন্দ্রকে অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে আবেদন জানান, অবিলম্বে যেন চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে ভারতের প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'মৌলবাদী দেশে এভাবে অশান্তি শুরু হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া তার উদাহরণ। ভারতে কাসভের মতো জঘন্য অপরাধীকেও আইনি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছিল। এখানেই পার্থক্য।'

বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে মুখ্য উপদেষ্টার মুখোশ পরে বসে আছেন এক ভণ্ড মৌলবাদী। আমার শঙ্কা হচ্ছে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু বেঁচে থাকবেন তো?'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সোমবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে 'বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা সমিতি'। গেরুয়া বসন পরা সাধুসন্তরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে ওই মিছিলে হাঁটেন। চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর মুক্তি চান তাঁরা।

সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান আইএসএফের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সোমবার রাস্তায় নামে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে আইএসএফ। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় আইএসএফ কর্মীদের। বেশ কিছু আইএসএফ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএসএফ-এর রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা। এদিন রাত দখল কর্মসূচির উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা সহ অনেকেই এই ইস্যুতে সিবিআই অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। তদন্তের নানা পর্যায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এই ঘটনায় সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে এসএফআই। মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। শিয়ালদা কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখালে বা অবরুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হবে। এই যুক্তিতে বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে পুলিশ। পরে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে কোর্ট থেকে খানিক দূরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ক্রিসমাসের কেনাকাটা। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

হাসপাতাল থেকেই হাজিরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি। সিবিআইয়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণকে বারবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি সশরীরে বা ভার্চুয়ালি কোনওভাবেই হাজিরা দেননি। তাই আদালত মনে করছে, আইনগত দিক থেকে তিনি সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ফলে তাঁর আগাম জামিনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে হাজির করানোর বা হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তাঁকে হাজির করানো উচিত ছিল। তারপরই সুজয়কৃষ্ণকে নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ওই সময় সিবিআইয়ের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে তাঁকে হেপাজতে নিতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

> **কালীঘাটের কাকু বিপাকে**

আদালতের নির্দেশের পর ইডির মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। বিচারককে তিনি জানান, তিনি হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক। শুয়ে শুয়ে তাঁর পিঠে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাঁর শারীরিক সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁর নানারকম সমস্যা রয়েছে। বিচারক তাঁকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের দিন যে কোনও শর্তে তাঁকে আদালতে আসতেই হবে। ভার্চুয়ালি সুজয়কৃষ্ণ হাজির থাকবেন বলে সম্মতি দেন।

এদিন হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিনের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণের আবেদন খারিজ করেছে জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

পার্থদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার মৌখিক নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। এই মামলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে সমস্ত নথি দিতে হবে। অতিরিক্ত চার্জশিটে যাঁদের নাম পরে যুক্ত করা হয়েছে, তাঁদেরও নোটিশ এবং নথি দেওয়ার নির্দেশ দিল ব্যাংকশাল আদালত। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্ট থেকে একে একে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া তড়িঘড়ি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আদালতে চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধর্নার অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। আরজি কর কাণ্ডে ৯০ দিনেও সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। তাই সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছিল চিকিৎসক সংগঠন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার, ১ পৌষ ১৪৩১, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৮ সংখ্যা

নিশ্চিত রাজত্বের লক্ষ্যে

বিজেপির একীকরণ রাজনীতির নতুন ট্যাগলাইন 'এক দেশ এক ভোট।' এক দেশ এক ট্যাক্স, এক শিক্ষা ব্যবস্থা, এক র‍্যাশন কার্ডের পর এটা নয়া চমক। এর পিছনে আপাত গ্রহণযোগ্য যুক্তি, নির্বাচনের সময় ও খরচ কমবে। ফলে লাভ হবে অর্থনীতির। এমন স্লোগান কেন্দ্রিক অতি সরলীকরণ বিজেপির ইউএসপি। অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারের কাছে গভীর রাজনৈতিক পর্যালোচনার বদলে এমন চমক সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

যদিও বিজেপির 'এক দেশ এক দেওয়ানি বিধি'র প্রয়াস সফল হয়নি। এবার এল এই নয়া প্রয়াস। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বিরোধীদের অভিযোগ, এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা তার মূলে আঘাত হানবে। এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঠিক করতে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে তৈরি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার পর পাশ হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। এখন সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

তা নিয়ে এখন কিছুটা নাটক চলছে। সরকার বিল পেশ করবে বলেও থমকে আছে। শুধু বিল পেশ করলে হবে না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দুই কক্ষে সেটাকে পাশও করাতে হবে। অঙ্কটা সহজ নয় বুঝে 'ধীরে চলো' নীতি বলে কিছুটা সংশয় তৈরি হচ্ছে। বিলটিতে যে আপত্তি আছে জেডি (ইউ), এলজেপি'র মতো এনডিএ শরিকদেরও।

ভারতীয় সংবিধানে এমন একীকরণের প্রভাব কতটা? বিজেপি রাজত্বের গত দশ বছরে অতি সরলীকরণের নানা প্রক্রিয়ায় চলেছে। তাতে মনে হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক ধ্যানধারণা মুছে ফেলে নয়া ভারতীয়তা বা ইন্ডিয়ানিজমের সংজ্ঞা তৈরির লক্ষ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত তার অঙ্গ হয়তো। তিনবারের বিজেপি সরকার প্রথাগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে সরে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বা 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।

প্রচার করা হচ্ছে, শক্তিশালী কেন্দ্র ভারতকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি জোগাবে। রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা বজায় রেখে তাদের ঐতিহাসিক, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিচিতি টিকিয়ে রাখবে। এই ধারণা বিজেপির 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' অবস্থানের বিরোধী বটে, কিন্তু 'এক দেশ এক ভোট'-এর পক্ষে জনমত তৈরির পিছনে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার পরিকল্পনা আছে।

২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপির আইনজীবী সেলের অন্যতম গৌরব ভাটিয়া বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনেন। তারও আগে ২০১৭ সালে বিজেপি সমর্থক অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় ও কিশোর দেশাই একই প্রচার করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ব্যয় লাঘবের যুক্তি দেখানো হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর গত ৫ সেপ্টেম্বর পালটা হিসাব কষে দেখিয়েছেন 'এক দেশ এক ভোট' চালু হলে যেটুকু নির্বাচনি ব্যয় কমবে, দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব সামান্যই। উলটো এতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্টের সম্ভাবনা প্রবল।

এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান সংশোধন জরুরি। বিজেপির আইটি সেল প্রচারিত অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জেনেবুঝেই প্রকাশ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। এতে দ্বৈত লাভ। প্রথমত, বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। দ্বিতীয়ত, বিরোধীরা ভালো কাজে বাধা দেয়, এমন ছুতোয় নির্বাচনি প্রচারে জনতার কাছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবেদন পৌঁছে দেওয়া। এ যাত্রা উতরে গেলে ভবিষ্যতে রাজত্ব নিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে।

এই ধরনের মানসিকতার অধিকারীরা বাইরে প্রভূত শক্তিধর মনে হলেও ভিতরে ভীষণ ভীতু। ২০২১-এর ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের কর্মশালায় প্রাক্তন মন্ত্রী পি চিদম্বরম বোধহয় তেমন ইশারা করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈশ্বরের চেয়েও নির্বাচনকে বেশি ভয় পান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছিলেন, 'মোদি সবসময় হারাতঙ্কে ভোগেন।' এসব কথা বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

দুই প্রজন্ম, দুই কিংবদন্তি। বাবা আল্লারাখার সঙ্গে জাকির হুসেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ

জাকির হুসেন তবলার প্রতীক। একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী থাকতেন শ্রোতারা।

অলক রায়চৌধুরী

নব্বইয়ের দশক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের ডিন তখন শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তিনি আলি আকবর খাঁ সাহেবের গুরুবোন। সেই জোরেই সম্ভবত এক দুপুরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উনি নিয়ে এলেন ওস্তাদ জাকির হুসেনকে।

অসিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাস করাচ্ছিলাম। সে সব শিকেয় উঠল। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই জীবন্ত কিংবদন্তিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। বসেছে চায়ের আসর। গরমের দুপুর। কীর্তন আর শ্রীখোলের বিশেষজ্ঞ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী একটু সরব হয়ে বলেন, খালি গল্প হবে? তবলা হবে না?

তাঁকে কেউ বোঝাতে পারছেন না, এটা সৌজন্য সফর। দশ-পনেরো মিনিটের।

জাকির ভাই কিন্তু বললেন, তবলা কই যে বাজাব? মুহূর্তে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে গেল নানা স্কেলের তবলা। বেশ মনে আছে, বড় মুখের তবলা বাঁয়া হাতে তালের সম্রাট নানাবিধ বাজাতে শুরু করলেন।

বাজাচ্ছেন, মুখে বোলের ফুলকি, এও বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বাজাব না?

সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, বেলা অর্ণব, গোবিন্দন কুট্টি, বিপ্লব মণ্ডল-- সকলে মিলে ঠায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন সরস্বতীর বরপুত্রের সেদিনের কলাকৃতি। এ ধরনের স্মৃতিগুলো সুপ্ত থাকে। তাঁর প্রয়াণে বিনা আয়াসে অশ্রুর মোড়কে বেরিয়ে এল।

চায়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রথম বাঙালি তাঁকে দেখে। পেছনের অপরূপা তাজও যেন সেই ঝাঁকড়া চুলের কাব্য আর আঙুলের দশ সেকেন্ডের টুকরায় বিবর্ণ। ওস্তাদ আল্লারাখার এই পুত্র কিন্তু প্রথম পরিচয় থেকেই শচীন তেন্ডুলকার। তুলনার বাইরে।

গত পরশু সিউড়ি শহরে ওয়ার্কশপ সেরে গাইয়ে ইন্দ্রনীল দত্তর বাড়ি এসে সত্য মিথ্যা মেশানো নানা খবর পাচ্ছিলাম। ইন্দ্রনীল কালবিলম্ব না করে চোদ্দো মাত্রার একটা কম্পোজিশান শোনাতে শুরু করল জাকির ভাইয়ের। বারোর সঙ্গে দুই যোগ নয়, গোটা চোদ্দো নিয়ে আড়া চৌতালের মতো হয়েও ভিন্ন অবয়ব। বজ্রকঠিন তালে মাখনের টপিং। কী যে পেলব শোনাচ্ছে! বুঝছি পরমাত্মার সঙ্গে আপসের দ্বৈরথে নেমেছেন জাকির। ওঁর একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই এই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী ওঁর নিয়মিত শ্রোতারা।

শুধু দেখনদারির লয়কারি নয়, মনোহর, অতি পেলব চাঁটিতে সমাজ সংসারে শ্রদ্ধার সংস্কারকেই যেন মেলে ধরেছেন জাকির। ঠিক লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। তাল যেন এখানে সংসারের মুখ্য পুরুষ। তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হচ্ছে বাকি সকলের আকাঙ্ক্ষা। এমন গোটাটাই যে পাওয়া যেত। তাই শুনলাম, এই ফেব্রুয়ারিতেই তিন তিনটে গ্র্যামি পেলেন জাকির। বিচারকরা জানেন, এ মানুষের এক জন্মের সাধনা নয়। পরিবারের সুকর্ম আর সম্মিলিত রেওয়াজের এ এক আশ্চর্য নমুনা। নাম জাকির হুসেন।

তবলার পাশে মনে আসছে ওঁর করা অসাধারণ সব সাউন্ড ট্র্যাকের কথা।

ওয়ান ডলার কিউরি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার, ইন কাস্টডি এবং এমন আরও নানা অ্যালবাম যা ওয়ার্ল্ড মিউজিকের অন্যতম প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাঁকে। বিশ্বসংগীত নিয়ে নানা কাজ করেছেন। দল তৈরি করেছেন একাধিক। এত সময় কীভাবে বের করতেন পাক্কা সংসারী মানুষটি?

জাকির হুসেন
জন্ম : ৯ মার্চ, ১৯৫১
মৃত্যু : ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

১৯৯১-এর 'বাণপ্রস্থম' ছবির কথাও ভুলি কী করে? লস অ্যাঞ্জেলেসের চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি পুরস্কার পেয়েছিল সে ছবি। প্রতিভার বিচ্ছুরণ বোধহয় একেই বলে। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড-- সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিয়েই তো ওঁকে বেঁধে রাখা গেল না। সর্বভারতীয় স্তরে কুশলী তবলাবাদকের অভাব কোনওকালেই ছিল না। ঘরানাদার যুগপুরুষ এঁরা। জাকিরের পাবলিক অ্যাপ্রোচ দেখে শেখার মতো। শ্রোতারা ওঁর বাজনা শুনে, বলা শুনে বলভরসা পেতেন। কলকাতায় এসে কোনও অনুষ্ঠানে হৈমন্তী শুক্লাকে দেখলেই মাছ খাওয়ার বায়না ধরতেন।

প্রচুর চ্যারিটি ছিল ওঁর। এ কারণে ইউনেসকো তাঁকে সম্মানও জানিয়েছে। শরীর খারাপ বুঝে শীতের অনুষ্ঠান বাতিল করলেও ফেব্রুয়ারি মাসে একবার আসবেনই দেশে, কথা দিয়েছিলেন সংগঠক এবং বন্ধুমহলে।

ওঁর বাজনা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। একটা কথা বলতে পারি, বিস্ময়ের অন্ত থাকত না, যখন দেখতাম জ্যাজের আঙিনায় ভিন্ন বোধ আর বোল নিয়ে জাকির ভাই হাজির সেখানে। কীভাবে সম্ভব দুই ভিন্ন শিখরে একই যোগ্যতায় বিরাজ করা? সাধারণ ভাবনায় আসে না। সেখানে কাজ করে গুরুমুখী বিদ্যার মামুলি হিসেব। এসব হিসেব কষতে কষতে পণ্ডিতেরা ক্লান্ত।

এরই মধ্যে পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খান, আমাদের সত্যজিৎ রায়, মাদার টেরেজা, আবুল কালাম, পূর্ণদাস বাউলের মতো জাকির হুসেনও হয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ। এক জীবনে আর কী পাওয়ার বাকি থাকল?

তবলায় সুর বাঁধা থাকে নানা স্কেলের তারার সা এই স্বরে বা নোটে। জাকির হুসেন যখন বাজাতে বসতেন, তখন মনে হত তবলার বোলে সুরেলা সংগীতও শোনা যাচ্ছে যেন। সেই আপন গান সকলের জন্য রেখে, অন্য কোথাও নয়, সুরলোকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর কোথায় যাবেন তিনি?

(লেখক সংগীত গবেষক, গায়ক)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়

১৯৩১

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিশ্বের দরবারে তবলাকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জাকির ভাইয়ের হাত রয়েছে। জাকির ভাই আসলে অনুপ্রেরণা। এক দশক আগেও তাঁর সঙ্গে যতটা কাজ করতাম, পরে তা হয়নি। এজন্য খুব আক্ষেপ হচ্ছে।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

হাতির আচরণে অবাক নেটিজেনরা। হাতিটির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। খেয়াল করেননি তাঁর পিছনে একটি হাতি দাঁড়িয়ে। হাতিটি পা দিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলে লোকটির টনক নড়ে। তড়িঘড়ি সরে যান। নিজের পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় গজপতি।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনে ওঠা-নামার ব্যস্ততা। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই এক যাত্রী ব্যাগপত্র নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। ট্রেনের চাকার তলায় ঢুকে যাওয়ার ঠিক আগে একজন জিআরপি কর্মী তাঁকে টেনে নেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা চাই

কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণরূপে কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল একটি জনপদ। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। এই পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুল, দুটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি এমএসকে, আটটি প্রাইমারি স্কুল, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি শাখা ডাকঘর, কয়েকটি এসএসকে এবং আইসিডিএস কেন্দ্র সহ প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি ছোট-বড় বাজারও রয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সহ জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এজন্য নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দাদের ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণের জন্য চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখায় যেতে হয়। এর ফলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখার পক্ষে এত ব্যাপক সংখ্যার গ্রাহককে ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার কদমতলা বাজারে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সংবিধান সংবিধান খেলা

লোকসভায় এখন চলছে সংবিধান সংবিধান খেলা। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা এখন পেছনের সারিতেও নেই, বলা ভালো সবাই ভুল মেরে বসে আছে। ভাবটা এমন, দেশে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা- সব একদম ঠিকঠাক চলছে, কোনও সমস্যা নেই। এমনকি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়েও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। মণিপুর জ্বলছে জ্বলুক তাতে আমাদের কী!

বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে, যেমন, সংবিধান, জরুরি অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আম্বানি, আদানি- এই সব নিয়েই সংসদের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দেশের উদ্ভূত আসল সমস্যাগুলো সমাধান করার ব্যাপারে কারও কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। জনসাধারণ কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটা শুনতে বিশেষ আগ্রহী থাকেন।

ধীরে ধীরে ভারতীয় সংসদ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দেশের উন্নয়নের কথা বাদে আর সব বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন দেশের নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বলার অধিকার নিশ্চয়ই রাখি।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চা বাগানে যখন দু'মাসের শীতঘুম

উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষি জানেন না টি বোর্ডের অস্তিত্ব। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি না শিল্প দপ্তরের অধীনে।

শিমূল সরকার

সাহেবরা শাসক হবার আগে ডিসেম্বর মাসটাই অজানা ছিল দেশের আমজনতার কাছে। ডিসেম্বর বছর শেষের উৎসবে ভরা একটা হিমেল মাস। সবাই আনন্দ উপভোগ করেন টানা দু'মাস? ফৌজিদের দু'মাস ছুটি বড় বিষয়। ডিসেম্বর সকলের কাছে উৎসবের নয়। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে? সবুর করুন পাঠক।

তখন হয়তো ঝরু লাকড়ার বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। কে ঝরু? চা বাগানের সাময়িক শ্রমিক। এই ডিসেম্বরে বাগান বন্ধ হয়। সেই ইংরেজ আমলের প্রথা। সদরিদের মালিকরা পাঠাতেন, শ্রমিক খুঁজে আনতে সিকিম, নেপাল বা সাবেক বিহারে। নানা রকমের পরিচর্যার কাজ পান স্থায়ী শ্রমিক। তাঁদের নাম থাকে বাগানের খাতায়।

ঝরুরা যেন ঝরা পাতা। পেশা পরিচয়ের ঠিক নেই। কখনও চা বাগানে অস্থায়ী, কখনও ছোট চা চাষের জমিতে কাজ। লাভের আশায় বহুজন দশক ধরে খাদ্যশস্য ছেড়ে চা চাষি, যেখানে হাতির আনাগোনা ঘনঘন। মজার কথা, তাঁদের অবস্থা গেছোবাবার! কৃষি দপ্তরের নয়, চা বোর্ডেরও নয়।

উপনিবেশের আমলে টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, মূলত স্কটল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য। তা বিবর্তিত। ছোট চা চাষিদের আইনি জটিলতায় নাকি নাম লেখানো দায়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের একগাদা সংগঠন জুড়ে একটা গড়লেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। ছোট চাষিদের নথিভুক্ত করতে রাজ্যের অনুমোদন দরকার, সেখানে সীমানা ২০০১ সালে। অথচ ছোট চা চাষিদের চা চাষে ঢল নেমেছে তারপরে। ছোট চা চাষে শ্রমিকদেরও নেই নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ছোট চা চাষিদের অসুবিধা কম নেই। উৎপাদিত চা পাতার দামের অধিকার দালালদের হাতে। কোনও দরাদরির জায়গা নেই। তেমন, ছোট চা খেতের শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী শ্রমিকদের রক্ষাকবচ অমিল। ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টার্স আইন এদের চেনে না। ছোট চা খেতের শ্রমিকদেরও বড় অংশ মহিলা।

প্রতিষ্ঠিত বাগানের মতো এইসব খেতেও চা পাতা তোলা ডিসেম্বরে বন্ধ হয়। চায়ের কারখানা বন্ধ হলে কে নেবে পাতা? পরিচর্যার জন্য খুচখাচ কাজ জোটে। অথবা নদীর বালি তোলা, পাথর বাছাইয়ের কাজ ঠিকাদারদের কাছে। না হলে ঝরুর মতো ভাত বাড়ন্ত! কিছু ভিনরাজ্যে যায় বেশি রোজগারের জন্য। রোজের ফারাকের অর্থনৈতিক কারণটা অবশ্য জানার বাইরে। বাকিরা হয় কাঠবেকার না হলে শীতঘুমে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-দু'মাস খুচরো চা খেতের অস্থায়ী চা জীবীদের থাকে না নিশ্চিত রোজগারের ঠিকানা। তাই বলে তো পরিবারের পেট বন্ধ থাকবে না। শীত ঠেকাতে জ্বালানিও এক সমস্যা। থাকে না রোগের হামলা বন্ধের হুকুম। ভরসা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প।

মোট কত একর জমিতে ছোট চা চাষ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। চা কৃষি দপ্তরের হাতে নেই। কত জমিতে ধানের বদলে চা বসেছে, তার হিসেব কে দেবে? ফলে কতজন চা চাষে অস্থায়ী শ্রমিক তার হিসাব? আকাশের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় কোথায়?

চা আছে টি বোর্ডের অধীনে। তারা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করালেও ছোট চা চাষিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে? বহু চা চাষির কাছে অজানা। অধিকাংশ ছোট চা চাষি জানেন না কীভাবে টি বোর্ডের নাগাল পেতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি দপ্তর না শিল্প দপ্তরের অধীনে। চা যে শিল্প এই ধারণাও কমজনের আছে। ফলে রাজ্যের র‍্যাশন ছাড়া আর কী অধিকার আছে? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মোট কথা, ডিসেম্বরের খুশির সময়ে এদের কপালে পড়ে চওড়া ভাঁজ। আবার ফ্রেব্রুয়ারিতে চা চাষ চালু হলে উনুন থেকে দু'বেলা গলগল করে ধোঁয়া বের হয়। চায়ের কাপ হাতে নাকে আসে সেদ্ধ ভাতের সুবাস!

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গে)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৫

১			২		৩		৪
		৫					
৬							
					৭		৮
৯		১০		১১			
১২				১৩			

পাশাপাশি : ১। কোনও কারণ ছাড়া, বিনা উদ্দেশ্যে ৩। সন্তান সম্ভবা মহিলা ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস্য ৭। তোষকের খোল তৈরির কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। ফুলের পরাগ যার মিলনে ফুল থেকে ফল হয় ১৩। মনোমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া।
উপর-নীচ : ১। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ২। হুঁকোর যে অংশে তামাক সাজানো হয় ৩। ঘি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপটা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয় হতে পারে ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যি রাখার ডিবে ৯। একপ্রকার ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। নাশপাতির আকৃতির কাঠের খেলনা।

সমাধান ■ ৪০১৪

পাশাপাশি : ১। পিরিচ ৪। পটল ৫। খোসা ৭। কমলা ৮। তায়দাদ ৯। ঝকমারি ১১। কলাপ ১৩। তিথি ১৪। হলফ ১৫। নলিচা।
উপর-নীচ : ১। পিনাক ২। চপলা ৩। হালখাতা ৬। সাবুদ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। কফন ১২। পরচা।

বিন্দুবিসর্গ

উপদেষ্টার ভাষণে নেই মুজিব প্রসঙ্গ ■ হাসিনাহীন বাংলাদেশ দেখল অন্য বিজয় দিবস

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বাড়তে থাকা চাপ সামাল দিতে জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচির ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, '২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে।' নির্বাচনের রূপরেখা ঠিক করতে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন ইউনূস। সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো ও 'স্বৈরাচারের দোসর' তকমা দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে দেশের স্বাধীনতা যাঁর হাত ধরে এসেছিল বাংলাদেশে, সেই মুজিব-উর-রহমানের নাম একবারও উল্লেখ বিজয় দিবসের ভাষণে উল্লেখ করেননি ইউনূস। গোটা ভাষণে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বা ভারতীয় সেনার অবদান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। ইউনূসের নীরবতার সঙ্গে সংগতি রেখে বিজয় দিবসে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিয়েছেন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা, বিএনপি ও তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতারা।

ইউনূস জানান, জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবে নতুন কমিশন। তার তত্ত্বাবধানে হবে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার। ভোটের আগে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কথাও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।'

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি। তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে জামাত। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রবিবার দলের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তৃতায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কারের পথে এগোতে হবে।' এদিনও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এরমান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'ধারণা নয়, বিএনপি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চায়। সংস্কারের নামে অযথা সময়ক্ষেপণ দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সুযোগ করে দেবে।'

ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের অংশ ছাত্র নেতারা সংবিধান বাতিল ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমূল সংস্কারের কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ৬টি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। সেইসব কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। এদিন আগের অবস্থান থেকেও সরে এসেছেন ইউনূস। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করতে হয় তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে।'

কমিশনের গঠন কাঠামো সম্পর্কে ইউনূস জানান, অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে যে ৬টি কমিশন গঠন করেছে সেই কমিশনগুলির চেয়ারম্যানদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য করা হবে। কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন খোদ প্রধান উপদেষ্টা। কমিশন মনে করলে নতুন সদস্য নিয়োগ করতে পারবে। প্রস্তাবিত কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের রাখা হবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য নীরব ছিলেন ইউনূস।

> ২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

মোদির পোস্ট নিয়েও ভারত বিরোধিতায় শান

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকায় ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সেনাবাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার সেই শুরু। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয় বাংলাদেশে। সীমান্তের এপারেও পালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। সেই প্রথা এবারও মানা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নজর এড়ায়নি। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা ভারতের নাম উচ্চারণই করেননি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশে পালাবদলের রেশ ধরে ২০২৪-এর বিজয় দিবসে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ ছায়া ফেলতে পারেনি। সিংহভাগ অনুষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপি, জামাত ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতা এবং তাঁদের অনুগামীরা। বক্তাদের মন্তব্যে যেমন উহ্য থেকেছে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামি লিগ, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনার কথা। তেমনই পাকিস্তান, পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকারদের ভূমিকা নিয়েও যথাসম্ভব কম শব্দ খরচ করা হয়েছে। বরং গুরুত্ব পেয়েছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের সমালোচনা। মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে এক পংক্তিতে বসানোর চেষ্টাও নজর এড়ায়নি। একই সঙ্গে দিনভর তোলা হয়েছে ভারত বিরোধিতার জিগির। মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় সেনার উদ্দেশে যে শুভেচ্ছা বার্তা পোস্ট করেছেন তার বিরুদ্ধেও ঝড় তোলার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশে।

মোদি লিখেছেন, 'আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১-এ ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে। দেশকে গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের বীরত্ব ও অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' এই পোস্টের স্ক্রিনশট নিজের হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল লিখেছেন, 'তীব্র প্রতিবাদ করছি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিল বাংলাদেশের বিজয়ের দিন। ভারত ছিল এই বিজয়ের মিত্র, এর বেশি কিছু নয়।'

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনত আবদুল্লার বক্তব্য, 'এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মোদি দাবি করেছেন, এটি শুধু ভারতের যুদ্ধ এবং তাদের অর্জন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই উপেক্ষিত।' যদিও পর্যবেক্ষক মহলের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোদি ভারতীয় সেনা ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই পোস্টকে নিয়ে বাংলাদেশে জলঘোলা করার চেষ্টা যুক্তিহীন।

বিতর্ক উসকে দিয়ে জামাত নেতা হেলাল উদ্দিন বলেন, '১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়ে ভারত আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করেছে।' বিএনপি নেতা রহমাতুল্লার বক্তব্য, 'ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতা করার ভান করেছিল। পুতুল সরকার তৈরি করে বাংলাদেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল।'

রবিবার এক বার্তায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঙ্গী করে স্বাধীনতা বিরোধীদের পরাজিত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনার সমর্থনে গণহত্যা চালানো যুদ্ধপরাধীদের উত্তরসূরিরা আজ অবৈধ সরকারের ছত্রছায়ায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা রাখা বয়োজ্যেষ্ঠদের আক্রমণ করা হচ্ছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলি বিনা বাধায় ধ্বংস করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে পথে নামলেন বঙ্গ তনয়ারা। সোমবার ঢাকার রাজপথে।

ইন্ডিয়া'র যোগ্য মুখ মমতাই, দাবি অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে যোগ্য মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার পক্ষে সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেত্রী। এই বিষয়টি নিয়ে জোটের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত।

এর আগে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব মমতাকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দাবিকে সমর্থন জানালেন। তাঁর এই মন্তব্যে জোটের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'কোনও দলকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তবে তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে।' সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।'

অভিষেক স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান কেন অনন্য এবং যোগ্য। মমতা একজন জাতীয় নেত্রী, কয়েকবারের সাংসদ এবং চারবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় বলে অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইভিএম নিয়ে ওমর আবদুল্লার পর এবার কংগ্রেসের দিকে কার্যত ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন অভিষেকও। তাঁর মতে, ইভিএমে কারচুপি নিয়ে অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়, বরং ভোট প্রক্রিয়ার আগে

> তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে। ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং ভোটগণনার সময় সঠিকভাবে ইভিএম খতিয়ে দেখা উচিত।

তিনি দাবি করেছেন, যদি নিয়ম মেনে ইভিএম পরীক্ষা করা হয়, তাহলে কারচুপির কোনও সুযোগ থাকবে না। অভিষেক আরও বলেন, 'কথায় নয়, বাস্তবিক কাজের মাধ্যমে কারচুপি রোধ করতে হবে। শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়।' তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট, কংগ্রেসের ইভিএম-সংক্রান্ত অভিযোগে যুক্তি ও প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।

অভিষেক আরও বলেন, 'তারপরও যদি কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে যাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কাছে যদি এমন কিছু তথ্য থাকে, সেটাকে নির্বাচন কমিশনকে গিয়ে দেখানো উচিত।'

তাঁর জীবন তৈরি করে দেন জাকির

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : যাঁর তালবাদ্যের নানা আঙ্গিক ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ঐতিহ্যকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে, সেই কিংবদন্তি শিল্পী জাকির হুসেনের তবলা নির্মাতা হরিদাস ভটকর শিল্পীর প্রয়াণের খবরে আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি শুধু ওঁর তবলা বানিয়ে দিয়েছি। জাকির সাহেব আমার জীবন তৈরি করে দিয়েছেন।'

মুম্বইয়ের কাঞ্জুরমার্গে হরিদাস ভটকরের কর্মশালা। অনেক তবলা বানিয়েছেন। মেরামতও করেন। ওস্তাদ সাহেবের পছন্দমাফিক তবলা তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর এই কর্মশালায় হরিদাস কথায় কথায় জানালেন,

অকপট তবলা নির্মাতা

তবলা নিছক একটি বাদ্যযন্ত্র নয়। আঙুলের জাদুস্পর্শে তা থেকে উঠে আসা টিউনিং সংগীতকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেয়, জাকির সাহেবের এই চেতনা ছিল। তাই তবলা সম্পর্কে ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন। তিনি মনোযোগ দিতেন তবলার বোলে। হরিদাস বলেই ফেললেন, 'জানেন, আর আগের মতো তবলা হবে না। আমার বিখ্যাত গ্রাহককে হারালাম।' তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ গ্রাহকের সঙ্গে অগাস্টেই হরিদাসের দেখা হয়েছিল।

সেদিন গুরু পূর্ণিমা। জাকির সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় একটি হল

ঘরে। সেখানে প্রচুর ভক্ত। 'পরের দিন নেপিয়ান সি রোড পাড়ার সিমলা হাউস কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দু'য়েক কথাবার্তা হয়েছিল। মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন কথার মৌতাত।'

প্রথম জাকিরের বাবা আল্লারাখার জন্য তবলা বানানো শুরু করেন হরিদাস। '১৯৯৮ সাল থেকে জাকিরের জন্য তবলা তৈরি করছি।' এত কথা বললেও হরিদাসের মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। তবলা তৈরি ভটকর বংশের তিন পুরুষের রুজিরুটি। হরিদাসদের পরিবারের আদি বসত পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মিরাজে।

জাকির হুসেনের প্রচুর তবলা তৈরি হয়েছে হরিদাসের হাতে। অনেক তবলা আবার হরিদাসের জন্য রেখেও দিয়েছেন জাকির।

নতুন তবলার পাশাপাশি অনেক পুরোনো তবলা মেরামতও করেছেন, হরিদাসের এই কথার মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে জীবনদর্শন, 'আমি তো শুধু ওঁর জন্য তবলা তৈরি করেছি। উনি যে আমার জীবন গড়ে দিয়েছেন।'

দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগেই মৃত্যু

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেনের প্রাণ কেড়েছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস (আইপিএফ) নামের দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগের জটিলতা।

আইপিএফ কী: একটি দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগ। এতে ফুসফুসের ছোট বাতাসের থলিগুলি (অ্যালভিওলাই) এবং তাদের চারপাশের টিস্যু আক্রান্ত হয়। এর ফলে টিস্যুগুলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, তাতে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে (ফাইব্রোসিস), তাই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 'ইডিওপ্যাথিক' শব্দটির অর্থ, কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না।

এটা কি বিরল রোগ: হ্যাঁ। গবেষণা বলছে, প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে আইপিএফ-এর প্রাদুর্ভাবের হার ০.৩৩ থেকে সর্বোচ্চ ৪.৫১। এই রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ভর করে অঞ্চল ও জনসংখ্যার ওপর। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই রোগ সবচেয়ে বেশি হয়।

রোগের উপসর্গ : দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট (যা সময়ের সঙ্গে বাড়ে)।

কেন হয় : ধূমপান, বংশানুক্রমিক কারণ এবং বয়স।

চিকিৎসা : আইপিএফ পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের তীব্রতা কমানো যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান বন্ধ করা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগা রোগীদের থেকে দূরে থাকা এবং প্রয়োজনে বার্ষিক ফ্লু এবং নিউমোকক্কাল টিকা নেওয়া।

আজই 'এক ভোট' বিল পেশের সম্ভাবনা

বিরোধিতার পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল সংসদে পেশ করা নিয়ে সংশয় অব্যাহত। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন'(এক দেশ এক নির্বাচন) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। এই বিলের লক্ষ্য হল লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করা। সূত্রটি জানিয়েছে, বিলে এমন একটি ধারা রয়েছে যেখানে কোনও বিধানসভা ভোট লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একত্রে করা সম্ভব না হলে বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। যদিও সংসদে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল পেশ করা নিয়ে সোমবার সরকারের তরফে কোনও বিবৃতি জারি হয়নি।

এদিকে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সংসদভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'যাঁরা বাংলায় আট দফায় ভোট করায়, তাঁরা সারা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করবে কীভাবে?' অভিষেকের অভিযোগ, এই বিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে। তিনি আরও বলেন, 'ভোটপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে সংবিধান বদলের চেষ্টা করছে বিজেপি। এটি জনগণের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র। যত দিন বিরোধী দল থাকবে, আমরা এই বিল পাশ হতে দেব না।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলীয় সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক বলেন, কোনওভাবে এক দেশ এক নির্বাচনকে সমর্থন করা যাবে না। সংসদ এবং সংসদের বাইরে ঘাসফুল শিবির এর বিরোধিতা করবে।

অভিষেকের বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ভোটে বেশ কয়েকজন করে মারা যান। বাংলায় আট দফায় ভোট করানোর কোনও প্রয়োজন হবে না যদি রাজ্য সরকার অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে পারে।'

সরব প্রিয়াংকা : সোমবার সংসদে প্রিয়াংকা সরকারের কাছে আবেদন করেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রিয়াংকা বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা শুধু একটি দেশের সমস্যা নয় বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি বড় উদাহরণ।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সরকারকে কড়া অবস্থান নিতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সোমবার প্যালেস্তাইন লেখা এক ঝোলা ব্যাগ আর গলায় সাদা-কালো এক স্কার্ফ পরে সংসদে প্রবেশ করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ভাইরাল ছবি দেখে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্রর কটাক্ষ, 'গান্ধি পরিবার এভাবেই তোষণের ব্যাগ বয়ে নিয়ে চলে। তাই নির্বাচনে তাঁদের ফল এমন হয়।'

'নেহরুর চিঠি ফেরান'

রাহুলকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কাছে জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক চিঠি-সংগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল 'প্রাইম মিনিস্টার'স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি' (পিএমএমএল)। গত ১০ ডিসেম্বর লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে চিঠি দিয়েছেন পিএমএমএল-এর সদস্য রিজওয়ান কাদরি। ২০০৮ সালে তৎকালীন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির অনুরোধে চিঠিগুলি জনসাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা হয়েছিল। তার আগে ১৯৭১ সাল থেকে নেহরুর ব্যক্তিগত পত্রাবলি ওই সংগ্রহশালার হেপাজতেই ছিল।

এই ঐতিহাসিক পত্রাবলির সংগ্রহটি ১৯৭১ সালে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে (এনএমএমএল) স্থানান্তরিত করা হয়। ৫১টি বাক্সে সংরক্ষিত নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রয়েছে। চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এডউইনা মাউন্টব্যাটেন, পদ্মজা নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলি এবং বাবু জগজীবন রামের মতো বিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে সেগুলি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চিঠির আসল প্রতিলিপি না ফেরানো হলেও অন্তত ছাপা প্রতিলিপি কিংবা ডিজিটাল সংস্করণ দিলেও সরকারের আপত্তি নেই। গত সেপ্টেম্বরেও চিঠিগুলি ফেরানোর জন্য সোনিয়াকে আর্জি জানিয়েছিলেন সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে রাহুলের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, 'আমরা বুঝতে পারছি নেহরু পরিবারের কাছে এই নথিগুলির ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। যদিও পিএমএমএল মনে করে, এই ঐতিহাসিক সম্পদ গবেষকদের কাছে আরও সহজলভ্য হওয়া উচিত।'

বাংলায় শপথ ঋতব্রতর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শপথ নিলেন। দ্বিতীয়বার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য উল্লেখ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন তিনি। জহর সরকার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর ওই জায়গায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করে তৃণমূল। প্রত্যাশিতভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন ঋতব্রত। সাংসদ হিসেবে জয়ের শংসাপত্র তিনি শুক্রবার পেয়েছেন। উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে এদিন শপথ নিয়েছেন।

সীতারামন বনাম খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে রাজ্যসভায় বিতর্কের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পালটা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। সীতারামন-খাড়গে দ্বৈরথে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চকক্ষ।

সীতারামন দাবি করেন, কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে যে প্রবণতার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা বলরাজ সাহানি

বলরাজ সাহানির গ্রেপ্তারি

ও গীতিকার মজরু সুলতানপুরীর গ্রেপ্তারির কথা উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। বলেন, '১৯৫১ সালে নেহরু সরকার প্রথমবার সংবিধান সংশোধন করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বাকস্বাধীনতা হরণ। ভারত আজও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার ভারতীয়দের বাকস্বাধীনতা খর্ব করার জন্য একটি সংবিধান সংশোধনী এনেছিল।' সীতারামন বলেন, 'দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেও তাঁর সরকার ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল।' ১৯৪৯-এ কবি-গীতিকার মজরু সুলতানপুরী এবং অভিনেতা বলরাজ সাহনির গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মিল শ্রমিকদের সভায় মজরু সুলতানপুরী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন এবং বলরাজ সাহানির সঙ্গে জেলে যান।'

মোদিকে আশ্বাস শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার জমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই আশ্বাসই দিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। সোমবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল। তাতে প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে সহযোগিতার বিষয়টি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারতকে

বেছে নিয়েছেন দিশানায়েকে। তাঁর তিনদিনের সফর শুরু হয়েছে রবিবার। আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মোদিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দিশানায়েকে বলেছেন, ভারত সব সময় শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে। তাঁর দেশ ভারতের বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে দেব না, যাতে তা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।' দিল্লির সঙ্গে কলম্বোর সহযোগিতা বাড়বে। মৎস্যজীবী ইস্যুতে স্থায়ী ও টেকসই সমাধান চান তিনি।

বছর দুয়েক আগে আর্থিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তখন ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ের কথা উঠে এসেছে প্রেসিডেন্টের মুখে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সংযোগ আরও বাড়বে। চেন্নাই ও জাফনার মধ্যে ফেরি পরিষেবা দু'দেশের পর্যটনকে চাঙ্গা করেছে। বাড়িয়েছে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

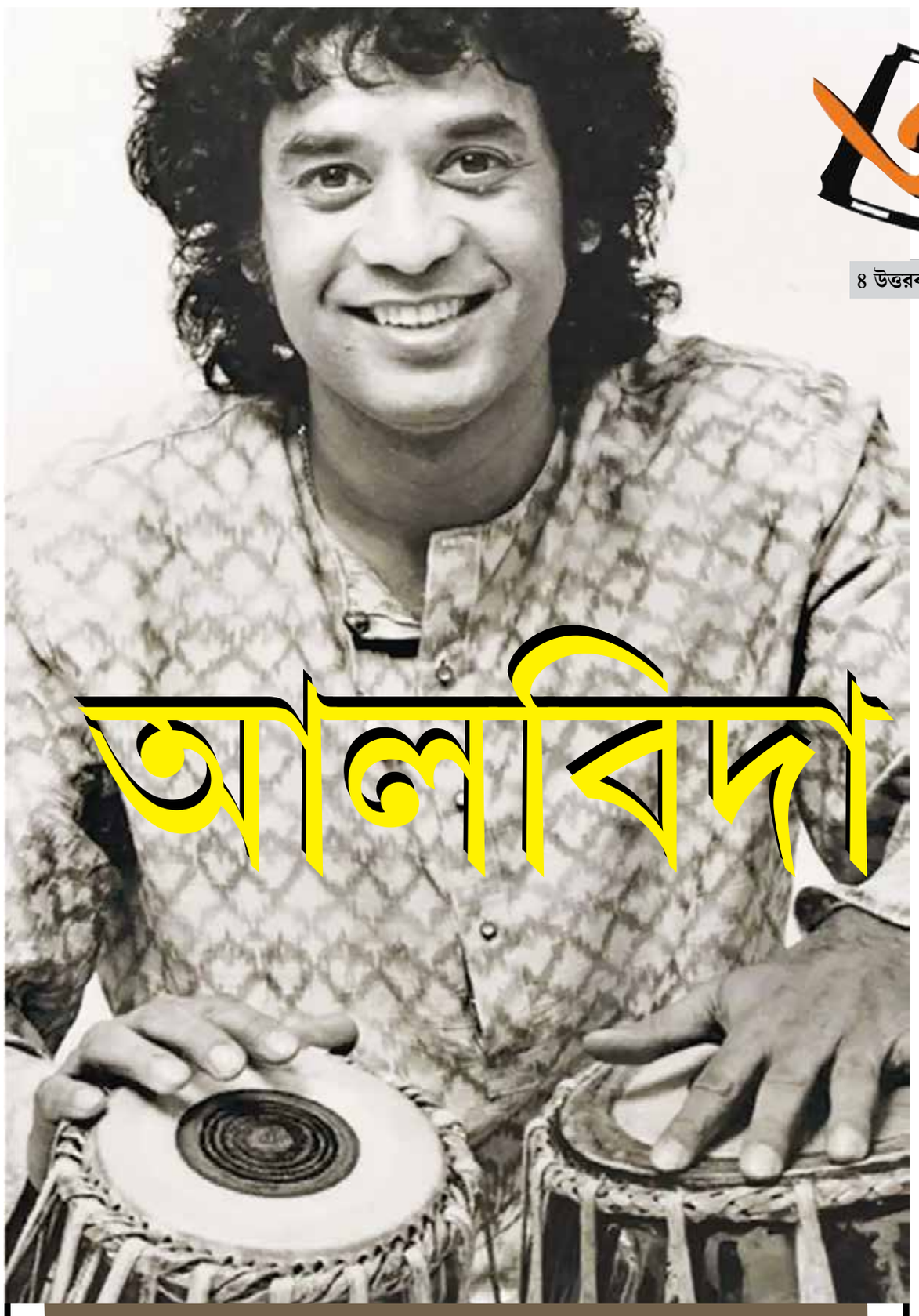

তারাদের কথা

আনন্দের চোটে মার্কিন মুলুক থেকে নিজের খরচে আগ্রায় জাকির

তাঁকে যে এই প্রস্তাবটা দেওয়া হতে পারে, সম্ভবত কোনও দিনই ভাবতে পারেননি জাকির হুসেন। বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস হয়নি তাঁর। কিন্তু ফোনটা যখন পেলেন, সবটা যেই শুনলেন, অমনি ভেতরের সেই শিশুটা লাফিয়ে উঠল। আর তারপর? এখনো তা ইতিহাস।

ব্রুকবন্ড তাজমহল চা। মনে আছে নিশ্চয়ই। আসলে আমবাঙালির জাকির হুসেনকে চেনার শুরু সেখান থেকেই।

একটা পণ্য কী করে একজন মহাতারকার সঙ্গে একাসনে বসে পড়ে, তার একমাত্র নজির এই ব্রুক বন্ড এবং জাকির হুসেন।

'তবলা বাজাচ্ছেন যেন জাকির হুসেন' লাইনটার তখনো জন্ম হয়নি। তবে 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ' এই লব্জ লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে কয়েক প্রজন্মের ঠোঁট থেকে, লাগাতার। তিনি নিজে বোধহয় এমনটা যে ঘটবে, তার কোনও আন্দাজ পেয়ে থাকতে পারেন। নইলে সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগরা কেউ নিজের খরচে চলে আসতে পারেন? জাকির এসেছিলেন। সবেমাত্র তাঁকে বিজ্ঞাপনের কনসেপ্টটা শোনানো হয়েছে, তাতেই জাকির আনন্দে উল্লাসে তাঁর তরঙ্গাকার চুলের ঢল ঝাঁকিয়ে এসে বসে পড়লেন তাজমহলের, থুড়ি তাজমহল চায়ের সামনে।

আসলে শুরুতে জাকির হুসেন প্রথম পছন্দ ছিলেন না কিন্তু। এই বিজ্ঞাপনের জন্য জিনাত আমন বা এমনই কোনও তারকাকে ভাবা হয়েছিল। আলিশা চিনয়ও মুখ দেখিয়েছেন। কিন্তু নব্বই দশকের সেই বিজ্ঞাপনে অনেক মুখের আসা-যাওয়া থাকলেও জাকির হুসেন যেন একেবারে গেঁথে রইলেন মানুষের মনে।

হিন্দুস্তান থমসনের কে সি চক্রবর্তী ছিলেন কপি রাইটার। তিনি আবার তবলার ভক্ত। জাকিরকে আনার প্ল্যানটা তাঁরই। বিদ্যুতের মতো যেই না মাথায় খেলে গেল, অমনি একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখার চেষ্টা। এমন এক তারকাকে তিনি খুঁজছিলেন, যিনি ভারত এবং পাশ্চাত্যকে একসঙ্গে বহন করে চলেছেন। সেদিক থেকে তখন জাকির ছাড়া তারুণ্যের ঝলক আর বিশেষ কারও মধ্যেই নেই।

ব্যাস, শুরু হল শুটিং। নেপথ্যে পৃথিবীর চিরায়ত প্রেম-সৌধকে রেখে একদিকে তালের পর তাল, গতের পর গৎ বাজিয়ে একেবারে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা জাকিরের। অন্যদিকে, নানা চড়াই-উতরাই, নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে চায়ের আসল ব্লেন্ডটা বের করে আনা। আর যেই না বেরিয়ে এল, অমনি... 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ'।

কিংবদন্তির সেই ঝাঁকড়া চুলের শিশুর মতো উচ্ছ্বাসটা বে-তাল দুনিয়ার বরাবর মনে থেকে যাবে—'আরে হুজুর, ওয়াহ তাজ বলিয়ে'।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদের প্রয়াণে

তবলা মায়েস্ট্রো জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিভিন্ন মহল। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আজকের দিনটা খুব কষ্টকর।' কমল হাসান এক্স হ্যান্ডলে জাকির সাহেবের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা খুব ভাগ্যবান ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। গুড বাই ও থ্যাংক ইউ।' করিনা কাপুর তাঁর সোশ্যাল মাধ্যমে জাকির হুসেনের সঙ্গে রণধীর কাপুর হাত মেলাচ্ছেন, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'মায়েস্ট্রো ফরএভার।' অক্ষয়কুমার তাঁর ইন্সটায় লিখেছেন, 'ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকাহত। আমাদের দেশের সংগীত জগতের তিনি অমূল্য রতন। ওম শান্তি।' শোক প্রকাশ করেছেন রণবীর সিংও। মান্টো-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে কাজ করেছেন জাকির, নন্দিতা দাশ পরিচালক। নন্দিতা লিখেছেন, 'গভীরভাবে শোকাহত। এই ক্ষতি অপূরণীয়। একটা কাজ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন।'

অন্যদিকে গ্র্যামি জয়ী রিকি কেজ বলেছেন, জাকির হুসেনের মৃত্যুতে সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি একজন মহান শিল্পী, পাশাপাশি একজন ভালো মানুষও। সংগীত জগতে অমূল্য রতন ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।' সোনু নিগম পোস্ট করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, এটা কী হল?' এআর রহমান লিখেছেন, 'জাকির ভাই আমাদের অনুপ্রেরণা। তিনি তবলা বাদ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হল।' গায়ক অনুপ জালোটা লিখেছেন, 'এই খবরে আমি গভীর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।'

বিক্রম ঘোষ বলেছেন, 'তালের জগৎ তার সোম হারাল। যে কোনও তালের কেন্দ্রে আছে সোম। জাকির ভাই সেই সোম। ওঁর চলে যাওয়াটা অকল্পনীয়। কত কাজ বাকি ছিল তাঁর।' সরোদিয়া তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেছেন, 'জানতাম তাঁর শরীর খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

রাজের জন্মোৎসবে আলিয়া-নীতুর দ্বন্দ্ব

ভারতীয় সিনেমার শোম্যান রাজ কাপুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান করল কাপুর পরিবার। গত সপ্তাহে এই উপলক্ষ্যে পুরো কাপুর পরিবার এক জায়গায় এসেছিল, দেখানো হল রাজ কাপুরের ১০টি উল্লেখযোগ্য ছবি। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা ছিল রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, নীতু সিংদের। কিন্তু অনুষ্ঠানে একটি ঘটনায় তাল কেটেছে। রণবীর পরেছিলেন কালো গলাবন্ধ কোট, ঠোঁটের ওপর একটি গোঁফ, চুলটিও রাজ কাপুরের স্টাইল নকল করেই কাটা। আলিয়া পরেছিলেন সব্যসাচীর ডিজাইন করা ফ্লোরাল শাড়ি। কিন্তু নেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে। দেখা যাচ্ছে, রণবীর আলিয়ার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন মা নীতু সিংয়ের দিকে এগোবার আগে। ওঁরা রেড কার্পেটে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। আলিয়াও নীতুর দিকে 'মম' বলে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শাশুড়ি মা তাঁকে না দেখেই এগিয়ে যান। আলিয়া থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এর সঙ্গে অন্য একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয়াংকার বড়দিন শুরু

এবছর একটু দেরি হল। আসলে সিটাডেল ২-র শুটিংটা শেষ হল সবে। এবার একেবারে জমিয়ে ছুটি কাটাতে নামছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে বড়দিনের পার্টিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সৌদি আরবের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সবে ফিরেছেন তাঁরা দুজনে। আসার পরই প্রিয়াংকার বন্ধু মর্গ্যান স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্র'র বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে দেখা গেল তাঁদের। দুধসাদা পোশাক, লাল হাই হিল জুতো এবং বড় গোল ইয়াররিং-এর ফ্যাশনে প্রিয়াংকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। নিকের পরনে ছিল সাদা টি শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো ব্লেজার এবং সাদা জুতো। তাঁর গলার চেনটাও আলাদা করে নজরে পড়েছে।

এই পার্টিতে অবশ্য তাঁদের মেয়ে মালতী ছিল না। তবে এখন বেশ ক'টা দিন নিক আর মালতীকে নিয়ে চুটিয়ে ছুটির মুড উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা। ছুটি কাটিয়ে তবে আবার ছবির কথা হবে। এখন শুধুই আনন্দ।

চরম শীতে গরম খবর

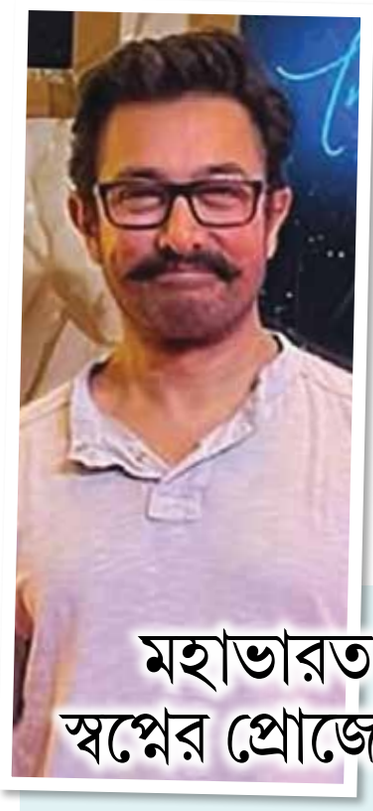

টালিগঞ্জে আবার বিয়ের সানাই। না, এক্ষুনি নয়, বাজবে জানুয়ারি মাসে। তবে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু। পাত্রী যে একেবারে সুপারহিট। পাত্রও তাই। সুতরাং সেলিব্রেশনটা জমিয়ে হবে বইকি। জানেন, তাঁরা কারা? শ্বেতা ভট্টাচার্য এবং রুবেল দাস। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তাঁদের দুজনের পোশাকে ছিল রংমিলান্তি। রুবেলের পরনে ছিল নীল পাঞ্জাবি। নীল সিল্ক শাড়িতে সেজেছিলেন শ্বেতা। সঙ্গে ছিল মানানসই সোনার গয়না। পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতেই হল সব অনুষ্ঠান। চারিদিক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তবে নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে শ্বেতা আর রুবেল নিজেদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২০২৫-এ ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে।

মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট, কিন্তু...

আমির খান এরপর বলেছেন, 'জানি না পর্দায় তাকে আনতে পারব কিনা।' অনেকদিন ধরেই মহাভারত প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বলে আমির বলে আসছেন, এ বিষয়ে লেখালেখিও চলছে, কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন তিনি আমেরিকায় কিরণ রাও পরিচালিত ও আমির খান প্রযোজিত ছবি লাপাতা লেডিস-এর প্রচার করছেন। সে দেশে এখন ছবির নাম লস্ট লেডিস। এই উপলক্ষে বিবিসি-তে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি বলেন, 'মহাভারত প্রজেক্ট বেশ ভয়ের। এর আয়তন ভয় ধরিয়ে দেয়। আমি ভয় পাই, যদি এই মহাকাব্যকে ঠিকঠাকভাবে পর্দায় না আনতে পারি! ভারতীয় হিসেবে মহাভারত আমাদের খুব কাছের। আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। তাই আমি একে সঠিকভাবে বানাতে চাই। এই প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব ভারতীয় যেন গর্বিত হয়। আমি পৃথিবীকে দেখাতে চাই ভারতের কী আছে। জানি না পারব কিনা, তবে মহাভারত আমি করতে চাই—দেখা যাক।' লেখক অর্জুন রাজাবলি বলেছেন, ২০১৮ থেকে মহাভারত অবলম্বনে একটা বড় বাজেটের ছবি করার জন্য কাজ করে চলেছেন। সেজন্য তিনি রাকেশ শর্মার বায়োপিকেও কাজ করেননি। গুজব, তাঁর মহাভারত-এর বাজেট ১০০০ কেটি টাকা।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের কাজ নিয়ে বলেছেন, 'আমি বছরে একটা ছবিতে অভিনয় করতে চাই। আবার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করে নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে চাই। আশা করছি, আমার পছন্দসই গল্প নিয়ে ছবি করতে পারব।'

উল্লেখ্য, লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতার পর আমির অভিনয় থেকে বিরতি নেবার কথা বললেও আবার ফিরে এসেছেন। এখন তিনি সিতারেঁ জমিন পর নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি ও জেনেলিয়া দেশমুখ। ছবির পরিচালক আর এস প্রসন্ন। আপাতত ছবির পোস্ট প্রোডাকশন চলছে, মুক্তি ২০২৫ সালে। মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট, কিন্তু...।

একনজরে সেরা ৫

পাশে বাবা

কত্থক শিল্পী অন্তোনিয়া মিনেকোলার সঙ্গে জাকির হুসেনের প্রথম দেখা উস্তাদ আলি আকবর খানের সৌজন্যে। তখনই প্রেম। কিন্তু এই বিয়েতে প্রবল আপত্তি ছিল মায়ের—জাকিরের বক্তব্য, 'পরিবারে প্রথম ভিন্ন ধর্মে বিয়ে তো... ' কিন্তু বাবা উস্তাদ আল্লা রাখা পাশে দাঁড়ালেন। বিয়ের পর মাকে বলেন, বিয়েটা ওরা সেরে ফেলেছে।

ট্রেলারে খাদান

আগামী বুধবার ১৮ ডিসেম্বর খাদান-এর ট্রেলার আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে ছবির নায়ক স্বয়ং দেব এই কথা জানিয়েছেন। ২০ তারিখ ছবির মুক্তি। এত দেরিতে ট্রেলার আসছে বলে অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন। তাতে দেব বলেছেন, 'টেকনিক্যাল কারণেই দেরি। ভালোটাই তোমাদের কাছে তুলে দিতে চাই। ততক্ষণ এই মুহূর্তটা বেঁচে থাকুক।'

কপিলকে অ্যাটলি

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে কপিল পরিচালক অ্যাটলিকে তাঁর গায়ের রং-কে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানতে চান কোথায় অ্যাটলি? অ্যাটলি উল্টে জানান, না। এআর মুরুগাদোসের আমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়। তিনি আমাকে দেখতে চাননি। বহিরঙ্গ নয়, হৃদয়ই বিচার্য হওয়া উচিত।

মাসুম-এ নিত্যা মেনন

শেখর কাপুরের মাসুম: দ্য নেক্সট জেন-এ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী নিত্যা মেনন থাকছেন। থাকবেন মনোজ বাজপেয়ী ও শেখর-কন্যা কাবেরী কাপুর। এছাড়া প্রথম মাসুম-এর নাসিরুদ্দিন শাহ, শবানা আজমিও থাকবেন। এটি ১৯৮৩-এর হিট মাসুম-এর সিক্যুয়েল। শুটিং শুরু হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। নিত্যা মূলত দক্ষিণে কাজ করলেও মিশন মঙ্গল-এ ছিলেন।

থ্রিলারে আয়ুষ্মান

যশ রাজ ফিল্মসের একটি থ্রিলারে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানাকে। পরিচালক সমীর সাকসেনা। ইনি কালা পানি আর মামলা লিগাল হ্যায়-এর মতো সিরিজ বানিয়েছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং শুরু হবে। আয়ুষ্মান এখন একটি হরর কমেডির শুটিং করছেন। অভিনেতা আগেও থ্রিলারে অভিনয় করেছেন, তবে এটি আরও রোমহর্ষক বলে দাবি নির্মাতাদের।

জন্মদিনেই টিজারে সিকান্দার

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য লাগাতার বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেলেও তিনি পুরোদমে সিকান্দার ছবির শুটিং করে যাচ্ছেন। ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে সিকান্দার-এর টিজার আসবে, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এ খবর দিয়েছেন। এছাড়াও ওইদিনই ছবিতে সলমনের ফার্স্ট লুকও বেরোবে। সূত্রের খবর, এই ছবি আগামী বছরের বহু প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই বছর শেষে টিজার প্রকাশের মাধ্যমে নতুন বছরের জন্য নির্মাতারা ছবির জন্য শোরগোল ফেলতে চাইছেন। আগামী বছর ইদে ছবির মুক্তি, টিজার বেরোনোর পর থেকেই ছবির প্রচারের কাজ শুরু হবে। ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এই ছবির পরই সলমন শুরু করবেন অ্যাটলি পরিচালিত এ৬। আগামী বছর গ্রীষ্মেই শুটিং শুরু হবে।

ফাঁকা দুই বাড়িতে সুযোগ নিল চোর

উধাও দেড় লক্ষ নগদ, ৫ লক্ষের গয়না

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একই রাতে দুটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। রবিবার রাতে ফালাকাটা শহরের কলেজপাড়া ও নৃপেন মিত্র কলোনির ঘটনা। দুটি বাড়ি থেকে নগদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ও প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে। পাশাপাশি চুরি করতে এসে দুটি বাড়ির বেশ কয়েকটি ঘর দুষ্কৃতীরা তছনছ করেছে বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে দুই বাড়ির মালিক থানার দ্বারস্থ হন। ওইদিন থেকে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। দুটি বাড়ির আশপাশে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ ও যাবতীয় সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, রবিবার রাতে শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় প্রথম চুরির খবর পাওয়া যায়। এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক পার্থ রায়ের বাড়িতে জানালার গ্রিল ভেঙে আলমারিতে রাখা আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার গয়না ও নগদ ২২ হাজার টাকা হাতিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ওই রাতেই পাশের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নৃপেন মিত্র কলোনিতেও চুরি হয়। স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী রতন সাহার বাড়িতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ৮০ হাজার টাকা ও আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি হয়। সেই রাতে দুই বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চুরির ঘটনা ঘটে। ফালাকাটা রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক পার্থ রায়। রবিবার দুপুরে সপরিবারে নিজের গ্রামের বাড়ি কালচিনির সা তালিতে গিয়েছিলেন। বাড়ি তালাবন্ধ ছিল। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি বাড়িতে ফেরেন। বাড়িতে ঢুকে তিনি লক্ষ করেন শোয়ার ঘরের দক্ষিণ দিকের একটি জানালার গ্রিল ভাঙা। তারপরে ঘরের আলমারির দিকে তাঁর চোখ পড়ে। মোটা কোনও রড অথবা শাবল দিয়ে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভেতরে রাখা নিজের, স্ত্রী এবং মেয়ের সোনার গয়না একটাও নেই। সেইসঙ্গে ২২ হাজার টাকা দুষ্কৃতীরা হাতিয়ে নিয়েছে। এরপর সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুরির বিষয়টি ফালাকাটা থানায় জানান। পার্থর কথায়, 'এর আগেও অনেকবার বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে গিয়েছি। কিন্তু কোনওদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এদিন ঘরের সব সোনার গয়না এবং টাকা চুরি হল। আমার মনে হয় চোর তক্কেতক্কে ছিল। আশা করছি পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করবে।'

এদিকে কাপড় ব্যবসায়ী রতন সাহা ওইদিন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সপরিবার গিয়েছিলেন। রবিবার রাতে বাড়ি ফাঁকা ছিল। অনেক রাতে তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা ভাঙা। তখন তাঁদের সন্দেহ হয়। ঘরে ঢুকে দেখেন জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে আছে। আলমারির ভেতর থেকে নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা এবং দেড় লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি হয়েছে। তিনিও পরে পুলিশকে ফোন করে বিষয়টি জানান।

দুটি চুরির ঘটনার খবর জানা মাত্র ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিচিত কোনও দুষ্কৃতী দলই ওই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। একেবারে জনবহুল এলাকায় দুটি চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। নাগরিকরা শহরের অলিগলিতে পুলিশি টহল বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন।

চুরির পর শিক্ষকের বাড়ির শোয়ার ঘর। সোমবার কলেজপাড়ায়।

যা ঘটেছিল

- রবিবার রাতে ফালাকাটা শহরের কলেজপাড়া ও নৃপেন মিত্র কলোনিতে দুটি বাড়িতে চুরি হয়।
- কলেজপাড়ায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার গয়না ও ২২ হাজার টাকা হাতিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।
- পাশের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রতন সাহার বাড়িতে ৮০ হাজার টাকা ও প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি হয়।

> আগেও অনেকবার বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে গিয়েছি। কিন্তু কোনওদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এদিন ঘরের সব সোনার গয়না এবং টাকা চুরি হল। আমার মনে হয় চোর তক্কেতক্কে ছিল। আশা করছি পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করবে।
>
> **পার্থ রায়,** শিক্ষক

> আলমারির ভেতর থেকে নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা এবং দেড় লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি হয়েছে
>
> **রতন সাহা,** ব্যবসায়ী

বীরপাড়া হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের জরাজীর্ণ আবাসন। - সংবাদচিত্র

দেওয়ালজুড়ে শ্যাওলা-ফাটল

বীরপাড়া হাসপাতালের আবাসন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ ডিসেম্বর : বীরপাড়া হাসপাতালে কর্মীদের থাকার জন্য চার দশক আগে তৈরি করা হয়েছিল আবাসন। বর্তমানে তার দেওয়ালে অজস্র ফাটল ও শ্যাওলা ধরেছে। দেওয়াল থেকে ইতিউতি মাথা তুলেছে বট, অশ্বত্থ গাছ। প্রায়ই ছাদ থেকে চাঙড় খসে পড়ে। বিপজ্জনক ওই আবাসনগুলিতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের। অথচ ওই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান খোদ আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সুতরাং মন্ত্রীর এহেন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আবাসনে থাকা কর্মীরা। সরকারি আবাসনের এহেন পরিস্থিতির কারণ জানার জন্য মন্ত্রীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

সেই হাসপাতালে বর্তমানে ২৪ জন সাফাইকর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জন পরিবার সহ আবাসনে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, সারা বছর আবাসন চত্বর ঝোপঝাড়ে ঢাকা থাকে। মাঝেমধ্যে ঘরে সাপ ঢুকে পড়ে। নিকাশিনালাগুলির অবস্থা এমন যে সেখান থেকে আবর্জনা, জল উপচে আবাসনের রাস্তায় চলে আসে।

সাফাইকর্মী মিনা বাসফোর বলেন, 'তৎকালীন বিধায়ক মনোজ টিগ্গা এবং মন্ত্রী একবার আবাসন পরিদর্শন করে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই। ঝুঁকি নিয়ে আমরা এর মধ্যেই বাস করছি। কখনও নিজেদের পয়সা খরচ করে ঘরগুলি মেরামত করতে হচ্ছে।'

সাফাইকর্মীদের পারিশ্রমিক হিসাবে মাসে ৯,২০০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের আবাসনে থাকলে মাসে ৮,৭০০ টাকা পারিশ্রমিক মেলে। ৫০০ টাকা কেটে নেওয়া হয় আবাসনের ভাড়া বাবদ। অথচ সাফাইকর্মীরা বলছেন, আবাসনে থাকার মতো পরিস্থিতিই নেই। বিনোদ বাসফোর নামে এক সাফাইকর্মীর কথায়, 'বর্তমানে আবাসনের ঘরগুলি ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি হয়েছে। অথচ মেরামত বা রং করা তো দূরের কথা আবাসন চত্বর সাফাই পর্যন্ত করা হয় না।'

বছর দেড় আগে চিকিৎসক, নার্স এবং সাফাইকর্মীদের আবাসনের বেহাল দশা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কর্তৃপক্ষের টনক কিছুটা হলেও নড়েছিল। তবে সেসময় শুধু চিকিৎসক এবং নার্সদের ঘরগুলি মেরামত ও রং করা হয়। কিন্তু সাফাইকর্মীদের আবাসনের অবস্থা একইরকম থেকে যায়। দুই সপ্তাহ আগে লতা বাসফোরের ঘরের ছাদ থেকে চাঙড় খসে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায় তাঁর ছেলে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ লতা সহ আবাসনের সকলে।

এদিকে মাদারিহাটের সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে হাসপাতাল এবং আবাসনগুলি ঢেলে সাজানোর আশ্বাসও ছিল। তাই এটি এখন আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব।'

এদিকে, আবাসনগুলি মেরামত করার জন্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় ফাইল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা হবে বলে জানালেন হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই।

বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, হাসপাতাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর, তাঁদের বেলাতেই কেন এমন অবহেলা?

সমস্যা যেখানে

- চার দশক আগে তৈরি করা হয় আবাসন
- বর্তমানে এর অবস্থা খুব বিপজ্জনক
- সরকারি তরফে মেরামতের সেরকম কোনও উদ্যোগ নেই
- বিধায়ক ও হাসপাতাল সুপার মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন

ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে প্রতিবাদ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনেছে। তারা এই বিলকে আইনে পরিণত করতে চাইছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার জেলা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পৌঁছে দেয় নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদ। সোমবার তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক আজিজুল মিয়াঁ, জেলা সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান আলি প্রমুখ।

এদিন শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা এসে জমায়েত হয়ে মিছিল করে ডুয়ার্সকন্যায় আসেন। মিছিলে প্রায় শ-পাঁচেক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। মিছিল থেকে এই বিল প্রত্যাহারের দাবি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। এবিষয়ে তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনাল হক বলেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি ভারতীয় মুসলিম সমাজের পৈতৃক সম্পত্তি। যা পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য রাখা। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকার যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনেছে তা খুব দুর্ভাগ্যজনক এবং সংবিধান বিরোধী।'

শহরে বাড়ছে অনলাইন জুয়া

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : লাভের অঙ্ক বেশি। তাই হোটেল ব্যবসা বন্ধ করে চলছে অনলাইন জুয়ার আসর। আর এরফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন এলাকার তরুণদের একাংশ। শুধু তাই নয়, অনলাইন জুয়ার খপ্পরে পড়েছেন টোটো-অটোচালকরাও। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার শহরের।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাসে প্রবেশের পথে বাঁদিকের একটি হোটেল কয়েকমাস আগে বন্ধ করে সেখানে জুয়ার কারবার শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও হোটেলটির পাশেই অন্য একটি হোটেলের ব্যবসা বেশ ভালোভাবেই চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বন্ধ ওই হোটেলটিতে এলাকার কয়েকজন তরুণ ও বহিরাগত তরুণদেরও আনাগোনা রয়েছে। ওই হোটেলটি বাদেও বাসস্ট্যান্ডের ভেতরেও জুয়া, গাঁজা, মদের ঠেক বসছে। ফলে শহরের বুকে থাকা একমাত্র বাসস্ট্যান্ডটি বর্তমানে দুষ্কৃতীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলেন, 'আমি বিষয়টি জানি না। যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে তা মোটেই কাম্য নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব ওই বন্ধ হোটেলের ভেতর কী হচ্ছে। তবে বাসস্ট্যান্ডটি সংস্কারের জন্য আলিপুরদুয়ার পুরসভার কাছে আবেদন করা হয়েছে।' এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, ওই এলাকায় নিয়মিত টহল দেওয়া হয়। পুলিশের পাহারাও বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমানে জেলা শহরের একমাত্র বাসস্ট্যান্ডটির বেহাল দশা। দোকানপাট প্রায় ভেঙে পড়েছে। যাত্রী শেডও ভগ্ন অবস্থায়। দিনে হাতেগোনা কয়েকটি বাস চলায় যাত্রীরা ওই বাসস্ট্যান্ডে বাধ্য হয় যেতে। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যায় এলাকা। ফলে মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডে আসা দূরদূরান্তের যাত্রীরা আতঙ্কে চলাফেরা করেন। ওই বাসস্ট্যান্ডের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে এবং দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বন্ধ করতে কংগ্রেসের তরফে আলিপুরদুয়ার পুরসভায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বাসস্ট্যান্ড ও সংলগ্ন দ্বীপচর এলাকা কয়েকবছর ধরেই দুষ্কৃতীদের দাপট রয়েছে। গত কয়েকবছরে পরপর বেশ কয়েকটি দুষ্কৃতী কার্যকলাপে এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। ফলে রাতের পাশাপাশি দিনেও ওই এলাকায় নিয়মিত চলে আলিপুরদুয়ার থানার টহল।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'শুধু বন্ধ ওই হোটেলেই অনলাইন জুয়ার কারবার গোটা বাসস্ট্যান্ডজুড়েই চলছে। এলাকাটি বর্তমানে দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডেরও বেহাল দশা।'

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

- বন্ধ হোটেলে এলাকার কয়েকজন তরুণ ও বহিরাগত তরুণরা সেখানে জুয়ার আসর বসাচ্ছে
- ওই হোটেলটি বাদেও বাসস্ট্যান্ডের ভেতরেও জুয়া, গাঁজা, মদের ঠেক বসছে
- শহরের বুকে থাকা একমাত্র বাসস্ট্যান্ডটি বর্তমানে দুষ্কৃতীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে
- অনলাইন জুয়ার খপ্পরে পড়েছেন টোটো-অটোচালকরাও
- বাসস্ট্যান্ডে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বন্ধ করতে কংগ্রেসের তরফে পুরসভায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে

সিপিএমের মিছিল

ফালাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার আরজি কর ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তদের জামিনের প্রতিবাদে, তৃণমূল-বিজেপির গোপন বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে এবং দোষীদের নিরপেক্ষ বিচারের দাবিতে মিছিল করল সিপিএম। সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে মিছিল করা হয়। মিছিলটি এরিয়া কমিটির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে মাদারি রোড, নেতাজি রোড, থানা রোড, ট্রান্সপোর্ট হয়ে মেইন রোড পরিক্রমা করে আবার এরিয়া কার্যালয়ে এসেই শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নেপাল গোপ, জেলা কমিটির সদস্য নৃপেন খাসনবিশ, বাপন গোপ, এরিয়া কমিটির সদস্য মতিলাল দাস, শ্যামল বিশ্বাস, বীরেন্দ্র বিশ্বাস, প্রতিমা প্রামাণিক সহ অন্যরা।

বিজেপির প্রচার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ির চৌরঙ্গিতে বিজেপির পথসভা হবে। তার আগে দল এনিয়ে জোরদার প্রচার চালাল। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো বলেন, 'আমাদের এই পথসভার উদ্দেশ্য হল, অবিলম্বে কামাখ্যাগুড়িতে ফ্লাইওভার সমস্যার সমাধান, কামাখ্যাগুড়িকে পুরসভায় রূপান্তরিত করা সহ বিধায়কের কাজের খতিয়ান জনগণের সামনে তুলে ধরা।'

তৃণমূলের সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চলের ১০/১৫৪ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা হয়। তৃণমূলের কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চলের সভাপতি মিহির নার্জিনারি, অঞ্চল চেয়ারম্যান প্রবীর চক্রবর্তী, বুথ সভাপতি বিনোদ রায় প্রমুখ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিহির বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। যার ফলে উপকৃত হচ্ছেন গরিব মানুষ। অন্যদিকে, বিজেপির জনবিরোধী নীতির জন্য ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন গরিব মানুষ।' সভায় দলের সাংগঠনিক বিষয় সহ ভবিষ্যতের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৪৬
এবি পজিটিভ	-	১৫
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	৩
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে কোনও গ্রুপের রক্তই মজুত নেই।

বড়দিনে নাট্যোৎসব শুরু আলিপুরদুয়ারে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সে ইতিমধ্যে শীত জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। পাশাপাশি সামনেই বড়দিন। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে আট থেকে আশি সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে। এই সময় অনেককেই নানা ধরনের খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠতে দেখা যায়। এবার সেই আমেজকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেবে নাট্যোৎসব। সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার উদ্যোগে ও ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় ১৩তম কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসব শুরু হতে চলেছে। যা আগামী ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতিমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের এটা প্রথম পর্যায় হতে চলেছে। আবার এই উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের মার্চ মাস নাগাদ।

সংঘশ্রী নাট্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ সাহা বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে ৫টি নাটক মঞ্চস্থ হতে চলছে। বাছাই করা ৫টি নাট্য সংস্থার নাটক থাকছে। যা থেকে দর্শকরা চোখ ফেরাতে পারবে না। সকলকেই নাটক দেখার আহ্বান জানাই।'

আয়োজকদের তরফে খবর, একসময় রাজ্যের মতো আলিপুরদুয়ার শহরেও নাটকের জোয়ার ছিল। পাশাপাশি জাঁকজমকপূর্ণ ছিল নাট্যোৎসবগুলো। তখন বহু নাট্য দল তাঁদের নির্দেশনার নাটক বিভিন্ন নাট্যোৎসবের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করত। একসময় ধীরে ধীরে সেটা কিছুটা কমতে শুরু করেছিল। তারপরেও প্রতি বছরেই এই নাট্যোৎসব হত। এই নাট্যোৎসব করার উদ্দেশ্য মূলত যুবসমাজকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করা। সেইসঙ্গে শহরের নাট্যচর্চা সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করা। ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সহ নানা বিষয় তুলে ধরার জন্যই এই নাট্যোৎসবের আয়োজন। এরপর গত বছর থেকে বেশ কয়েকটি নাট্য সংস্থা এই উৎসবে যোগ দিয়েছে। যার ফলে ফের হলমুখী হচ্ছেন নাট্য দর্শকেরা।

কালজানি নাট্যোৎসবের যুগ্ম আহ্বায়ক ত্রিদিবেশ তালুকদারের কথায়, 'বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্যই সকলের নাটক দেখা উচিত।'

প্রথম পর্যায়ে নাট্যোৎসবের দু'দিনে আলিপুরদুয়ার জেলা ও কলকাতা মিলিয়ে মোট ৫টি নাট্য দল অংশ নিতে চলেছে। প্রথমদিনে কলকাতার বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনার 'হৃৎপিণ্ড' ও আলিপুরদুয়ারের সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার 'চৌকাঠ' নাটক যেমন রয়েছে। ঠিক তেমনই পরের দিন বারবিশার অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমির 'আইডেন্টিটি', আলিপুরদুয়ার থিয়েটার ডুয়ার্সের 'সুরমা' এবং কলকাতার মাখলা শিল্পকের 'গঙ্গাপুত্রী' মঞ্চস্থ হতে চলেছে। পাশাপাশি নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করবেন পুতুলনাচ শিল্পী গুপ্তেশ্বর সাহা। সেইসঙ্গে এবছর কালজানি নাট্য সম্মান পাচ্ছেন ৪ জন। এবছর প্রথমবার উত্তরের গর্ব পুরস্কার পাচ্ছেন ৩ জন। প্রথমদিন সেতারের অনুষ্ঠানও থাকছে।

নাট্যোৎসবের মহড়া। সোমবার আলিপুরদুয়ারে। - সংবাদচিত্র

একনজরে

- এক সময়ে আলিপুরদুয়ার শহরেও নাটকের জোয়ার ছিল
- ধীরে ধীরে নাটক ও নাট্যপ্রেমীদের ভিড়ে ভাটা পড়ে
- নাট্যোৎসবের উদ্দেশ্য মূলত যুবসমাজকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করা
- গত বছর থেকে ফের হলমুখী হচ্ছেন দর্শকরা
- দুই দিনে আলিপুরদুয়ার ও কলকাতা মিলিয়ে ৫টি নাট্য দল অংশ নেবে

হাতির হানায় জখমের মৃত্যু

কালচিনি, ১৬ ডিসেম্বর : গত বৃহস্পতিবার কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাকড়া রোডে হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন সন্তোষ জয়সওয়াল। চারদিন ধরে জীবনযুদ্ধ চালানোর পর সোমবার ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল। কালচিনির মোদি লাইনের বাসিন্দা ছিলেন সন্তোষ। এদিন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয় বলে কালচিনি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। রাতে তাঁর দেহ কালচিনির বাড়িতে পৌঁছায়। জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান জানিয়েছেন, মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার হাতির হানায় কালচিনি ব্লকে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪।

দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা তিন মহিলার সেদিন দুপুরে মৃত্যু হয়েছিল চিলাপাতার জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে। তবে সন্তোষ জয়সওয়ালের মৃত্যু হয়েছে জঙ্গলের বাইরে। সেই জন্য তাঁর পরিবার সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত কাজ সেরে লাকড়া রোড দিয়ে বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সন্তোষ। সেই সময় জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে এসে হামলায় চালায় সন্তোষের ওপর। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে শিলিগুড়ি স্থানান্তরিত করা হয়।

অন্যদিকে, শনিবার ভোরে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে দক্ষিণ পোরো গ্রামের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছিল হাতির হামলায়।

বিহার থেকে উদ্ধার নাবালিকা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : বিহার থেকে উদ্ধার হল আলিপুরদুয়ারের এক নাবালিকা। সোমবার আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। তাকে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসতে রাত হয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলেফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। তার মেডিকেল পরীক্ষা ও কাউন্সেলিংয়ের পর কীভাবে সে বিহারে পৌঁছাল তা জানা যাবে।

প্রায় দশদিন আগে ওই নাবালিকার পরিবার আলিপুরদুয়ার থানায় মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই আলিপুরদুয়ার থানার বিশেষ টিম তদন্তে নামে। খোঁজ পেয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ওই বিশেষ দল। ওই নাবালিকা কীভাবে, কার সঙ্গে বিহারে গেল পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বিহারে একটি সক্রিয় নারী পাচারচক্রের খবর সামনে এসেছে। ওই নাবালিকার ক্ষেত্রে প্রেম নাকি কোনও প্রতারণার চক্র জড়িয়ে আছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

১৫৩ জনকে শীতবস্ত্র বিলি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ ডিসেম্বর : এখনও তেমন শীত পড়েনি। আর শীত পড়ার আগেই এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিল কুশিয়ারবাড়ির সমাজসেবক বুলেট একাদশ।

সমাজসেবক বুলেট একাদশের পক্ষে দীপঙ্কর বর্মন জানান, প্রতি বছর আমরা এলাকার দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করি।

এবছরও এলাকার ১৫৩ জনকে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হল। সুশীলা বর্মন, বুদ্ধেশ্বর বর্মনদের কথায় শীতের আগেই শীতবস্ত্র পেয়ে কাজে লাগবে।

উদ্বেগ জেলা ভলিবল সংস্থার

খেলায় বাধা দিতে মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর: মালগ্ঞা গ্রামের ১৮ বছরের লক্ষ্মী বর্মন এ' বছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হয়েছে। সদ্য তারুণ্য ছোঁয়া মেয়েটি একজন ভলিবল খেলোয়াড়। বছর খানেক আগে বাবা-মা বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগে। বেঁকে বসে লক্ষ্মী। জানিয়ে দেয়, ওর জীবনের লক্ষ্য ভালো ভলিবল খেলোয়াড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কোনওভাবেই বিয়ে করবে না।

খবর কানে যায় জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। সংগঠনের সদস্যরা লক্ষ্মীর বাড়িতে পৌঁছে বাবা-মাকে বোঝালে তাঁরা বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন। সে এখন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ভলিবল প্র্যাকটিশ করে। এরকম অনেক লক্ষ্মী রায়গঞ্জ মহকুমায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাঠমুখী করতে বিভিন্ন ক্লাব কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে তারা তৈরি করছে ফুটবল ও ভলিবল টিম।

এহেন উদ্যোগে বাবা-মায়েদের একাংশ বেশ আশঙ্কায় আছেন। কারণ, বিয়ে না করে তারা খেলোয়াড় হওয়ার জেদ ধরে বসে। তাই মেয়েদের ১৮ হতে না হতেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলের ফুটবল ও ভলিবল টিম টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবিবার জেলা ভলি ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব (মহিলা ও পুরুষ) ভলিবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানান ভলিবলের সংগঠকেরা। বাঘন সন্ধান স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তন্ময় দে-র কথায়, '২০১৭ থেকে আমরা ছেলে ও মেয়েদের ফ্রি ভলিবল কোচিং করাচ্ছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে কোচিং ক্যাম্পে মেয়েদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। অভিভাবকেরা ১৮ হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।'

একই অভিযোগ অরুপ ঘোষেরও। বলেন, 'অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই ভালো খেলোয়াড় হওয়ার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে।'

মালগ্ঞা হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বর্মন, নীলা বর্মন ভলিবল খেলত। কিন্তু তাদের বাবা ও মা বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রিয়াঙ্কার বাবা রতন বর্মন জানান,'ভালো ছেলে পেলাম, তাই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে চাকরি করলে পরে বিয়ে দিতাম।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায় নীলা বর্মনের। স্কুলের হয়ে ভালো ভলিবল খেলত। বোন লক্ষ্মীও ভালো ভলিবল খেলে। এখনই বাড়ি থেকে আর খেলতে দিতে নারাজ। বাবা ধনেশ্বর বর্মন জানান, 'খেলাধুলা করলে যদি চাকরি পেত তাহলে চিন্তা করতাম না। চাকরি তো হচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে।'

মালগ্ঞা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কুমার রায় জানান, 'প্রতিবার মেয়েদের ভলিবল টিম তৈরি করতে হয়। কারণ, ১৬ হতে না হতেই বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

ভরতুকি নিয়ে আশাবাদী 'টিপা'

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আশ্বাসের পর চা বাগানগুলির প্রাপ্য বকেয়া ভরতুকি প্রদানে কেন্দ্র যথাযথ পদক্ষেপ করবে বলে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা) আশাবাদী। সোমবার ওই চা বণিকসভার তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে টি বোর্ডের কাছে এই মর্মে কেন্দ্র যথাযথ নির্দেশিকা পাঠাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি টিপা দেশের খাদ্য সুরক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) তরফে চা শিল্পের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি যাতে চা বাগান বা ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে কেউ বিক্রি না করে তার জন্য আর্জি জানানো হয়। টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বলেন, 'গত ৩০ নভেম্বর অসমের দিসপুরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে আরও নানা ইস্যুর পাশাপাশি বকেয়া ভরতুকির বিষয়টি উঠে এলে তিনি এব্যাপারে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করছি ভরতুকির জন্য আগে আবেদন করে রাখা চা বাগানগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু খতিয়ে দেখার নির্দেশিকা দ্রুত টি বোর্ডের কাছে এসে পৌঁছাবে।'

টিপা সূত্রে খবর, চা বাগানগুলিতে পুরোনো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ, ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের মতো আরও একাধিক খাতে টি বোর্ডের কাছ থেকে এক সময় ভরতুকি মিলত। তা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে। বাগানগুলি বকেয়া চেয়ে আবেদন করলেও তা মেলেনি। সেটা নিয়ে ৩০ নভেম্বরের বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওই চা বণিকসভার তরফে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির যে সরকারি গাইডলাইন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা ও সেইসঙ্গে কড়া নজরদারির জন্য সওয়াল করেছে। যারা চা বর্জ্য ব্যবহার করে নিকৃষ্টমানের চা তৈরি করে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানানো হয়েছে। চা বর্জ্যের মাধ্যমে দেশে অন্তত দুই শতাংশ নিকৃষ্টমানের চা তৈরি হয় বলে টিপা-র মূল্যায়ন। এটা রুখতে পারলে বাড়তি জোগানের সমস্যা কিছুটা আটকানো সম্ভব হবে।

দোকান সরানোর আগে চলবে না বুলডোজার

ব্যবসায়ীদের আশ্বাস প্রশাসনের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর : সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিমি মহাসড়কের ক্ষতির মুখে পড়া ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর। দোকান সরানোর আগে চালানো হবে না বুলডোজার। সোমবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জেলা প্রসাশনের কর্তাদের বৈঠক হয়। সেখানে আলোচনার পর নাকি এমনই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সদস্যদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার-১ এবং আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় যান। ওই সংগঠনের জেলা সভাপতি বিপ্লব সরকারের কথায়, 'বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা এতদিন চিন্তায় ছিলেন। কবে তাঁদের দোকান ভাঙতে আসবে সেই ভয় ছিল। তবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের দোকান না সরানো পর্যন্ত সেটা জোর করে ভাঙা হবে না। দোকান ভাঙতে এলে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।' তৃণমূলের ওই সংগঠন জেলা শাসকের কাছে একটি

ডুয়ার্সকন্যার বাইরে ব্যবসায়ীরা। সোমবার।

স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

এদিন ওই ব্যবসায়ীরা জেলা শাসকের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। তবে জেলা শাসক ব্যস্ত থাকায় অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে নৃপেন্দ্র কিছু বলছেন না। তাঁকে কয়েকবার ফোন করা হলেও উত্তর মেলেনি। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের বিষয়টি তাঁদের কানে এসেছে। এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য বিকল্প জায়গায় স্থানান্তরিত করার ভাবনা রয়েছে। তবে কোথায় কোথায় তা করা হবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। স্টল করে দেওয়া হবে কি না সেটাও স্পষ্ট নয় এখনও।

জেলা থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গেও। আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও জয়ন্ত রায় বলেন, 'একটা জয়েন্ট সার্ভে হচ্ছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক, ব্লক প্রসাশন সবাই সেখানে রয়েছেন। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে সার্ভে হওয়ার কথা। কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।'

ব্যবসায়ীরা কিন্তু প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর বেশ আশ্বস্ত। তাঁদের পুনর্বাসন হওয়ার সম্ভাবনাও নাকি প্রবল। সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার কথায়, 'অতিরিক্ত জেলা শাসক আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। আমরা আর্থিক প্যাকেজের দাবিও জানিয়েছি।'

প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানাচ্ছেন যে ব্যবসায়ীদের দোকান পূর্ত দপ্তরের জমিতে রয়েছে তাঁদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয় কোনও দপ্তরই। জোতজমির বৈধ কাগজ থাকলে তাঁদের মহাসড়কের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে মানবিকতার দিক থেকে ব্যবসায়ীদের অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। সেখানকার কয়েকটি বড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্থানান্তরিত করা হতে পারে। সেজন্য জায়গাও দেখা হচ্ছে। ততদিন ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিকাদারি সংস্থাকে। মহাসড়কের কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে বিবেক কুমার এদিন বলেন, 'কয়েকটি জায়গায় দোকান সরানোর পর কাজ করতে বলা হয়েছে। তবে সেজন্য অনেকদিন সময় দেওয়া হবে না।'

গোটা পরিবারের সলিলসমাধি

প্রথম পাতার পর

পারেন পুকুরে নিশ্চয়ই কোনও গাড়ি পড়েছে। এরপরে তাঁরাও পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের চিৎকারে আরও কিছু লোকজন জড়ো হন। এরপর সকলে মিলে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে গাড়িটি কিছুটা পাড়ে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে যে সব শেষ। গাড়ির একটি জানলার কাচ ভাঙতেই প্রথমে একটি শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হয়। একটু পরে শিশুপুত্র এবং তাদের বাবা-মায়ের দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।

শীতের রাতে অধিকাংশ দুর্ঘটনা কুয়াশার কারণে ঘটে থাকে। তাই কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে তেমন কুয়াশা ছিল না। তাছাড়া রাস্তাটি হেরিটেজ রোড হওয়ায় যথেষ্ট চওড়া। সেখানে কোনও মোড়ও ছিল না। তবে রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ভাঙা ছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি কালভার্ট ছিল। পুকুরটির গভীরতা বেশি ছিল। হেরিটেজ রোড নির্মাণের সময় পুকুরপাড়ে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়। তবে তা রাস্তা থেকে অনেকটা নীচুতে হওয়ায় তার ওপর দিয়েই গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়।

ভাঙা পড়ছে পার্টিঅফিসগুলো

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'এই অফিসে কত মিটিং, আলোচনা হয়েছে তার হিসেব নেই।' তবে মহাসড়কের কাজ সম্পন্ন না হওয়া অবধি আপাতত বাড়িতেই দলীয় কার্যালয়টি চলবে বলে ভবেশ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের আন্দোলন চলায় পলাশবাড়িতে এখনও কোনও দোকানঘর ভাঙা পড়েনি। এখানে এদিনই আরএসপি'র পার্টি অফিস প্রথম ভাঙা হল। পলাশবাড়িতে আরএসপি'র আলিপুরদুয়ার পশ্চিম লোকাল সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ি। তিনি বললেন, 'আপাতত আমার বাড়িতেই কার্যালয়টি অস্থায়ীভাবে চলবে।'

শিল্পীদের মুখে 'সোনার বাংলা'

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর। যেখান দিয়ে মিলেমিশে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। সেখানেই সোমবার বাংলাদেশের বিজয় দিবসে জনাকয়েক ভারতীয় শিল্পী হারমোনিয়াম, ঢোল, দোতারা নিয়ে কাঁটাতার ঘেঁষা এলাকায় গাইলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সেদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও ভারতীয় পর্যটকরা যেমন এসেছেন ঘুরতে, তেমনি বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে সেদেশের অনেকেই ঘুরতে এসেছেন তিনবিঘায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শুনে ভারতীয় পর্যটকরা যেমন দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান, তেমনি খানিকটা দূরে বাংলাদেশিদের কানে পৌঁছে

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইছেন ভারতীয়রা। সোমবার তিনবিঘায়।

গিয়েছিল গানটি। তাঁরাও গানটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেদেশে কবিগুরুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। তাঁরা চান রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা গানটির' পরিবর্তে অন্য কোনও জাতীয় সংগীত। এটা সাধারণ একাংশ বাংলাদেশির দাবি নয়, বর্তমান তদারকি সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার মুখে শোনা গিয়েছে। তারই প্রতিবাদে একেবারে বাংলাদেশের কোলে গিয়েই কুচলিবাড়ির শিল্পী মলিন রায়, শ্রেয়া সরকার, শম্পা সরকার, স্বপন রায়, ভানু সরকারের মতো শিল্পীরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন এদিন। শম্পার বক্তব্য, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলার গানটি বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।' বাংলাদেশ সরকার বাঙালির আবেগের কথা ভেবে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা যাতে না করে তা নিয়ে সরব হন মলিন রায়। তিনি বলেন, 'এত সুন্দর গান কেন যে পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ সেটাই বুঝছি না।' শ্রেয়ার দাবি, তারা জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করলেও করতে পারে। তাঁর দাবি, 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব এই গান গাইব।'

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে এদিন বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজিবি'র পক্ষ থেকেও সীমান্তে এই দিনটি পালন করা হয়। সেখানে অবশ্যই 'আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়।'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও একই সুর এপারেও একই সুর ভারতীয়দের গলায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অবশ্য পালটাতে চান না সাধারণ বাংলাদেশি পর্যটকরা।'

শৈশব।। কোচবিহার শহরে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

প্রথম পাতার পর

কেউই আসন ছেড়ে বদান্যতায় রাজি নয়। প্রথমে হরিয়ানা, তারপর মহারাষ্ট্রের রেজাল্ট বলতে গেলে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। লোকসভা ভোটের অঙ্কে যতটুকু এগিয়েছিল তারা, ততটুকুই পিছিয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় তাদের মাতব্বরি মানবে কে? জোটের মুখ হিসেবে যেমন কংগ্রেসের তরফে তুলে আনা হচ্ছিল রাহুলকে, তেমনই সে কাজটা যে নেহাত সহজ হবে না একইসঙ্গে বোঝা যাচ্ছিল সেটাও।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে একটা আসনও ছাড়েনি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। তারা লড়েছে একা। পঞ্জাব, দিল্লিতে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। মহা গোলমাল মহারাষ্ট্রের জোটে।

সমাজবাদী পার্টি বেরিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র বিকাশ আঘাড়ি থেকে। উদ্ধব কী করবেন বোঝা মুশকিল।

শারদ পাওয়ার রাজনৈতিক জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হীনবল, তাঁর ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের। ভাইপো অজিত শুধু যে খুল্লতাতের শুধু দল ভাঙিয়ে ক্ষমতায় তাই নয়, নিজেকে ওয়াশিং মেশিনে ধোলাই করে ধবধবে হয়ে গিয়েছেন।

রাহুল গান্ধির পদযাত্রার উজ্জীবিত কংগ্রেস এখন স্পষ্টত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় তাদের রীতিমতো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন মমতা। তিনি যে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিতে আদৌ পিছপা নন, এটা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বড় পার্টির মাতব্বরিতে ক্ষুব্ধ জোট শরিকরা দাঁড়াচ্ছে মমতার পাশেই। তাঁকে জোটের নেতা মানতে যে আপত্তি নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, উদ্ধবের শিবসেনা। সায় রয়েছে শারদ পাওয়ারের। লালুপ্রসাদও খোলাখুলি মমতার পাশে।

লোকসভা ভোটের পর বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে শরিকদের গুরুত্বই দিতে চায়নি কংগ্রেস, অভিযোগ এমনটাই।

তার উপর সংসদে যেভাবে শুধুমাত্র আদানি ইস্যুতে দিনের পর দিন সংসদ অচল করে দেওয়ার লাইন ধরেছে কংগ্রেস তাতেও আপত্তি আছে অন্যদের।

তারা নিজেদের আলাদা আলাদা ইস্যু সংসদে তুলতে চায়। তৃণমূল, সপা, আপ তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে পরিষ্কার। তৃণমূল তো কংগ্রেসের ডাকা মিটিং বয়কট করে চলেছে। বলতে গেলে জোটের মধ্যেই বেশ একঘরে সোনিয়ার দল। একমাত্র সংসদের অধিবেশন চললেই কখনো-সখনো যা কিছু বোঝাপড়া চোখে পড়ে।

এই অবস্থায় কোনদিকে বাঁক নেবে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ তা কে বলতে পারে।

মমতাকে নেত্রী মানতে বড় মাপের ঢোঁক গিলতে হবে কংগ্রেসকে। মমতাকে মেনে জোটে থাকতে হলে নিজেদের দলেই গোলমাল বাধবে।

জোট ভাঙলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক'টা শরিক থাকবে তাও বলা মুশকিল। দক্ষিণে ডিএমকে, মহারাষ্ট্রে এমভিএ, বিহারে মহাগঠবন্ধন, ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনরা ছাড়া সেই অর্থে রাজ্য স্তরের কংগ্রেস জোটে আছেই বা কোথায়!

যেখানে যেখানে তারা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে সেসব জায়গায় মুখ লুকোতে হচ্ছে তাদের। আর জোটের কথা মাথাচাড়া দেয় তো কেবল ভোটের আগে। সারা বছর তা নিয়ে শরিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এ অবস্থায় কংগ্রেসের ওপর ভরসা বিশেষ না থাকারই কথা। ইন্ডিয়া জোটকে জোরদার করতে যদি নেতা বদল করতে হয়, তবে মমতার দাবি বেশ শক্তপোক্ত। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর সাফল্যের হার অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি।

একেবারে হালের উপনির্বাচনের রেজাল্ট সে দাবিকে জোরালো করেছে আরও। আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের মধ্যে জোট হতে চলেছে কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হবে আমাদের।

নিস্তব্ধ ছন্দের সেই দুই হাত

প্রথম পাতার পর

জাকিরকে 'ভারতের সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞদের একজন' বলেছেন গায়ক-সুরকার রিকি কেজ।

১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকিরের। তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লা রাখাও ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। নিজেকে কখনও মহিমামণ্ডিত করতে চাননি জাকির। ব্যক্তিগত সব সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন সহশিল্পীদের। নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতেন, 'এটা নিছক সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, আমার প্রতি নয়। সংগীতকে উপস্থাপন করা ছাড়া আমার আর কোনও ভূমিকা নেই।'

তবলাবাদকের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিক্রিয়া, 'তিনি বিরল প্রতিভা, যিনি ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতে বিপ্লব এনেছেন।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জাকিরের মৃত্যুকে 'সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'দেশের এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর চরম ক্ষতি হল।'

কলকাতায় ঠিক এই সময়ে আসার কথা ছিল জাকিরের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাতিল হয় তাঁর অনুষ্ঠান।

এরপর কলকাতা কেন, আর কোনও মঞ্চেই তাঁকে আর কখনও দেখা যাবে না।

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

প্রথম পাতার পর

তিনি যে কোনও সময় এবং যখনই প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে তাঁদের যন্ত্র বহন করতে তৈরি থাকতেন। এমন ছবি আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ সর্বদিক পরিপূর্ণ সংগীতজ্ঞ, মানবিক, ভদ্র-নম্র-বিনয়ী মানুষ। এখন আমি তাঁকে অন্তহীন মিস করব। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। তিনি স্বর্গেও শাস্ত্রীয় সংগীতের আমেজে ভরিয়ে রাখবেন।

(প্রখ্যাত সরোদিয়া এই লেখা লিখেছেন তাঁর ফেসবুক পোস্টে)

নাই বা হল শুভদৃষ্টি, মিলল চার হাত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান এভাবেও সম্ভব! অন্তরের আলোয় চার হাত এক হল নবদম্পতির।

দু'জনেই জন্মান্ধ। রবিবার রাতে দুই প্রাণ এক হওয়ার শপথ নিলেন রায়গঞ্জে বিবাহের ছাদনাতলায়। রীতি মেনে টোপর পরে মালাবদল হল। সাতপাক ঘুরে মন্ত্রোচ্চারণ করে শপথ নিলেন নবদম্পতি। তবে শুধু হল না শুভদৃষ্টি, কারণ দু'জনেই জন্মান্ধ।

সোমবার ভোরে কুয়াশার চাদর সরিয়ে দৃষ্টিহারা কৃষ্ণ দাস আর পুতুল মাহাতো পরস্পর হাতে হাত ধরে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে হুগলির পাণ্ডুয়ায় শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নতুন সংসারের পথে রওনা দিলেন।

বছর একুশের কৃষ্ণ দাস। জন্ম থেকেই চোখের দৃষ্টি হারালেও হতাশার মধ্যে জীবন কাটেনি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই হকারিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কৃষ্ণ। প্রতিদিন পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনেই হকারি করেন। এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিয়ের আয়োজন করেছেন দাদা। রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান কলোনির বাসিন্দা পুতুল মাহাতোর সঙ্গে হল মালাবদল।

পুতুলের বয়স ২১। সেও জন্মান্ধ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পারিবারিক আর্থিক অভাবে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন পুতুল। মাসখানেক আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পুতুলের বাবা দীপক মাহাতো এবং মা সুমিত্রা মাহাতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনার পর পাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই সকলের সহযোগিতায় বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়।

এগিয়ে আসেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর তপন দাসরা। রবিবার সন্ধ্যায় কুলিক নদীর পাশে শ্মশান কলোনিতে বসে বিয়ের আসর। কৃষ্ণ ও পুতুলের বিবাহবন্ধনের সাক্ষী থাকলেন প্রতিবেশীরা। আয়োজনে কোনও কার্পণ্য দেখাননি তাঁরা। এদিন সকালে রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা দেন নবদম্পতি।

ছাঁদনাতলায় কৃষ্ণ আর পুতুল। কুলিক নদীর পাশে বিয়ের আসরে।

রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাবু জানালেন, মাসখানেক আগে তিনিই প্রথম মনের কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন। সায় দিয়েছিল পুতুল এবং ওর পরিবার। সকলের সহযোগিতায় তাঁদের নতুন জীবন শুরু হল।

অন্যদিকে, পুতুল জানান, 'প্রিয় মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তাই এর চেয়ে আনন্দের কিছু হয় না।' তাঁর কথায়, তিনি কোনওদিন ভাবতে পারেননি তাঁর বিয়ে হবে।এদিন স্টেশনে নববিবাহ দম্পতিকে ট্রেনে তুলতে এসেছিলেন বাবা দীপক মাহাতো। দীপকবাবু কেটারিংয়ে লেবারের কাজ করেন। তিনি জানান, তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পুতুল বড়। সকলের সহযোগিতায় পুতুলকে বিয়ে দিতে পেরে ভালো লাগছে। পুতুলের বিয়ে হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই কুণ্ড। তিনি জানান, 'গত রবিবার সন্ধ্যায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ পুতুলের বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। চার হাত মিলিয়ে দিতে পেরে ভীষণ খুশি আমরা।'

অফস্টাম্প-হারাকিরি বিরাটের

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ভারত-৫১/৪

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল শুধরে দিতে মিনিট পাঁচেক যথেষ্ট। বিরাট কোহলির অফস্টাম্প সমস্যা নিয়ে একদা বলেছিলেন সুনীল গাভাসকার। এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। তবে কোহলি কিংবদন্তি পূর্বসূরির ক্লাসে গিয়েছেন, এমন কোনও খবর নেই। ইগো নাকি অন্য কিছু? উত্তর জানা নেই। উলটে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক মাঝেমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে।

গাভাসকারের প্রস্তাবকে যেখানে পাত্তা দেননি, সেখানে ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ক্লাস নেবেন কিং কোহলির? গৌতম গম্ভীরের পক্ষেই বা কতটা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব? অফস্টাম্পের বাইরের লাইনে বারবার খোঁচা মেরে বিরাটের আউটের পর এই রকম হাজারো প্রশ্ন উঠছে।

প্রাক্তনদের অনেকের মতে, বিরাটের মূল সমস্যা ইগোর। তাই ভুলগুলি শুধরোতে পারছে না কারওর সাহায্য নিয়ে। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, কোহলির সমস্যা মানসিক। কোন বলটা খেলব আর কোন বলটা ছাড়ব, দোটানায় উইকেট খোয়াচ্ছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনে জোশ হ্যাজেলউডের ফাঁদে ঠিক সেভাবেই পা দিলেন। সপ্তম স্টাম্প লাইনের বল খেলতে গিয়ে খোঁচা। অফস্টাম্প লাইনের ভুলভুলাইয়াতে আরও একবার পথভ্রষ্ট বিরাট (১৬ বলে ৩)।

শুধু বিরাট নন, বাকিদের হালও তথৈবচ। কখনও উইকেট উপহার দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (৪), কখনও শুভমান গিল (১)। নিজের ব্রিসবেন কাহিনিতে নয়া অধ্যায় সংযোজনের সুযোগ এদিন মাঠে ফেলে আসেন ঋষভ পন্থও (৯)। নিট ফল, বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৫১/৪। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের (৩৩) সঙ্গে রোহিত শর্মা।

২০২১ সালে প্রথম ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দিয়েছিল পূজারা-শার্দূল ঠাকুরের লড়াই। রোহিত-রাহুল কী পারবেন আগামীকাল সেই রকম কিছু করে দেখাতে? কাজটা কঠিন। এখনও ৩৯৪ রান পিছিয়ে।

ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ১৯৫। জয় দূরের কথা, এখান থেকে ভারতকে বাঁচাতে পারে বৃষ্টি। প্রথম তিনদিনে ১৩৪.১ ওভার খেলা হয়েছে। নষ্ট তার চেয়ে বেশি ১৩৫.৫ ওভার। আগামী দুইদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারতীয় সমর্থকদের প্রার্থনাও বোধহয় সেটাই। হয়তো গোটা দলেরও।

শুরুটা প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্কের শিকার হয়ে যশস্বীর (৪) ফেরা দিয়ে। প্রথম বল কানায় লেগে স্লিপ কর্ডনের মধ্যে দিয়ে সীমানা পার। পরের বলে শট খেলার ছটফটানিতে ফ্লিক করতে গিয়ে সোজা ফরোয়ার্ড শর্টলেগে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল মার্শের হাতে।

পারথে ১৬১ করার পথে স্টার্ককে স্লেজিং করে যশস্বী বলেছিলেন, 'বল আস্তে আসছে।' পরের তিন ইনিংসে স্টার্ক দেখিয়ে দিচ্ছেন জবাব কাকে বলে। শুভমানও একই পথের পথিক। লোকেশ উলটো প্রান্ত থেকে দেখাচ্ছে গাব্বার বাউন্সি পিচে নতুন বল কীভাবে সামলাতে হয়, তখন ধৈর্যচ্যুতিতে উইকেট উপহার শুভমানের। সবে ক্রিজে এসেছেন। মাত্র তৃতীয় বল। স্টার্কের অনেকটা বাইরের বল তাড়া করে ফেরেন শুভমান (১)। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন মার্শ।

ভারত ৬/২। তৃতীয় ওভারেই ক্রিজে কোহলি। যা এড়াতে চাইছিল থিংকট্যাংক। চলতি টেস্টে অজি টপ অর্ডারও বড় রান পায়নি। কিন্তু বলের পালিশ তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথের জন্য মঞ্চ বেঁধে দেন নাথান ম্যাকসুইনি (৪৯ বলে ৯ রান), উসমান খোয়াজা (৫৪ বলে ২১), মার্নাস লাবুশেনরা (৫৫ বলে ১২)।

সমস্যা বাড়িয়ে হাজির থেকে থেকে বৃষ্টি। ৭-৮ বারের বেশি খেলা বন্ধ হয়। এদিন খেলা হয় মাত্র ৩৩.১ ওভার। তার মধ্যেই হারের আতঙ্ক ভারতীয় শিবিরে। ব্রিসবেনে পা দেওয়ার পর নেটে অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন বিরাট। যদিও ম্যাচ পরিস্থিতিতে উলটপুরাণ। ফের খোঁচা, উইকেটকিপারের হাতে সহজ ক্যাচ।

বিরাট-শিকারের পর উচ্ছ্বাসও ছিল দেখার মতো। কেন্দ্রবিন্দুতে স্টার্ক! আগের বলেই লোকেশের শট আটকে তিন রান বাঁচান। ফলে লোকেশের বদলে স্ট্রাইকে আসেন বিরাট। স্টার্কের যে প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ হ্যাজেলউডের বিরাট-বধে! ঋষভ পন্থ (৯) তুলনায় ভালো বলের শিকার।

এর আগে ৪০৫/৭ স্কোর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৪৪৫-এ। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৭০। জসপ্রীত বুমরাহর ঝোলায় ৭৬ রানে হাফডজন উইকেট। সিরাজ দুইটি, নীতীশ, আকাশ দীপ একটা করে উইকেট নিলেও বুমরাহর যোগ্য পার্টনার হয়ে উঠতে ব্যর্থ। ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গে যা গম্ভীর-মরনি মর্কেলদের কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

> এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।
>
> -সঞ্জয় মঞ্জরেকার

> আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।
>
> -অ্যালান বর্ডার

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

ব্যাটিং কোচ কী করছে, প্রশ্ন মঞ্জরেকার

বিরাট নিজেও হতাশ হবে, দাবি সানির

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে। বদলাচ্ছে মঞ্চ। যদিও আউটের ধরনে পরিবর্তন নেই। অ্যাডিলেডের পর আজ ব্রিসবেন। আবারও অফস্টাম্প লাইনের গোলকধাঁধায় আটকে বিরাট কোহলি। ভারতীয় রান মেশিনের যে ভুলের পুনরাবৃত্তিতে দিনভর সরগরম ক্রিকেটমহল। একই সঙ্গে সমালোচনার মুখে বিরাটও।

সুনীল গাভাসকার যেমন এদিনের শট নির্বাচন নিয়ে বিরাটকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন। বলেছেন, 'যদি চতুর্থ স্টাম্পে বল হত, বুঝতাম। কিন্তু ওটা অনেক বাইরে ছিল। সাত-আট নম্বর স্টাম্পে। খেলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ও নিজেও হতাশ হবে। ওর আউটের পরই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। কিছুটা ধৈর্য দেখালে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ফিরত।'

যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। গাভাসকারের যুক্তি, ক্রিজে নেমে একজন ব্যাটারের উচিত ধৈর্য দেখানো। থিতু হওয়ার পরই শট খেলার প্রশ্ন। যে ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ দুজনে। যশস্বীর উদ্দেশে গাভাসকার বলেছেন, 'মোটেই ঠিক শট নয়। ৪৪৫ রান তাড়া করছ। ক্রিজে থিতু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাফভলিও ছিল না। সেটাই ফ্লিক করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসে। প্যাট কামিন্সও দারুণ জায়গায় ফিল্ডার রেখেছিল। দারুণ নেতৃত্ব।'

শুভমানকে নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'ইনিংসের শুরুতে ওটা বিপজ্জনক শট। ক্রিজে নেমে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দিতে হয়। পিচ কীরকম আচরণ করছে আন্দাজ পাওয়ার পর এরকম শট খেলা উচিত। শটগুলিকে পকেটে পুরে রেখে আগে অন্তত ৩০-৪০টা বল খেলতে হবে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার টপ অর্ডারের ক্রমাগত যে ভুলের জন্য আঙুল তুলছেন ব্যাটিং কোচ, টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেও। প্রাক্তনের মতে, এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।

বিরাটের টানা ব্যর্থতা নিয়ে অবাক অ্যালান বর্ডারও। অজি কিংবদন্তি বলেছেন, 'আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।' মাইকেল ভনের গলাতেও একই সুর। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, চলতি সিরিজে যেসব বলে আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত।

বাসিত আলি প্রশ্ন তুলছেন, রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীরের জুটির রসায়ন নিয়ে। দাবি, শ্রীলঙ্কায় ওডিআই সিরিজ, বাংলাদেশ সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দ্বৈরথে ভারতের ফলাফলে যার প্রতিফলন পরিষ্কার। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে রোহিতের যে বন্ডিং ছিল, তা নেই গম্ভীরের সঙ্গে। তিন টেস্টে তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তে অবাক বাসিত বলেন, 'তিন ম্যাচে আলাদা তিনজন স্পিনার! অজি দলে তিনজন বাঁ-হাতি ব্যাটার। দুই অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মধ্যে একজনকে খেলানো উচিত ছিল। সেখানে রবীন্দ্র জাদেজা!'

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

গুগলে দেখে নিন, পালটা সাংবাদিককে

ব্যর্থ সিরাজদের পাশে বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ৭৬ রান দিয়ে হাফডজন শিকার।

চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সবাধিক ১৮ উইকেট পকেটে। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ের পরও হারের ভ্রূকুটি ভারতীয় শিবিরে। ম্যাচ বাঁচাতে বাকি দুইদিন অ্যাসিড টেস্ট রোহিত শর্মা ব্রিগেডের সামনে। প্রবল সমালোচনার মুখে দলের ব্যাটিং, বাকি বোলারদের ব্যর্থতা।

মাঠের বাইরেও জসপ্রীত বুমরাহকে দেখা গেল ব্যর্থ সতীর্থদের উদ্দেশে ধেয়ে আসা বাউন্সার সামলাতে। যুক্তি, দল 'পালাবদলের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন মুখ, যাঁদের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। ধৈর্য রাখতে হবে।

সাংবাদিককে বাউন্সার

আকর্ষণীয় প্রশ্ন (আপনি ব্যাটার নন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটিং ভরাডুবি নিয়ে প্রশ্ন করা কতটা যুক্তিসংগত হবে আপনাকে)। তবে আপনি আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। গুগলে দেখে নিন, টেস্টে এক ওভারে সবাধিক রান কার। (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২২ বার্মিংহাম টেস্টে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে সবাধিক ৩৫ রান নেন বুমরাহ)।'

পালাবদলের পর্ব

পরস্পরের দিকে আঙুল তোলার পক্ষপাতী নই আমরা। সেই মানসিকতাও নেই দলের কারও। বর্তমানে দল পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন খেলোয়াড় দলে এসেছে। আর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের জন্য সহজ মঞ্চ নয়। এখানকার ভিন্নধর্মী পরিবেশ, পিচ, আবহাওয়ায় আলাদা চ্যালেঞ্জ।

বোলিং ব্যর্থতা

বোলিংয়েও অনেকে নতুন। সিনিয়ার হিসেবে ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। তবে খেলতে খেলতেই ওরা শিখবে। কেউ অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না, সমস্ত স্কিল নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেরাই ঠিক রাস্তা খুঁজে নেবে। তাছাড়া স্কোরবোর্ডে বেশি রান না থাকাও বোলারদের চাপ বাড়াচ্ছে।

মহম্মদ সিরাজ

পারথের পর গত অ্যাডিলেড টেস্ট, দারুণ মেজাজেই ছিল। ভালো বোলিং করেছে। বেশ কিছু উইকেট নিয়েছে। এই ম্যাচে হালকা চোটের পরও যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দেব ওকে। সমস্যা নিয়েও মাঠে থাকছে বল করার জন্য। এই লড়াকু মানসিকতার জন্য ওকে দলের সবাই ভালোবাসে। আর আমি আলাদা কিছু করছি না। যেদিন আমি উইকেট পাব না, সেদিন বাকিরা সামলাবে। এটাই টিমগেম।

অজি চ্যালেঞ্জ

পারথের উইকেট একরকম ছিল। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টেস্ট। উইকেট, বল অন্যরকম আচরণ করে। ব্রিসবেনের অন্যরকম পরিস্থিতি। ভারতে এরকম উইকেটে খেলি না। অস্ট্রেলিয়া সফর মানেই তাই চ্যালেঞ্জ। যার উত্তর খোঁজা উপভোগ করি। পৃথক পৃথক পরিস্থিতি, পরিবেশ, পরীক্ষার মুখে সমাধান সূত্র বের করার অনুভূতিই আলাদা। কে কী বলে, তা না ভেবে নিজের ওপর ফোকাস রাখি। যেভাবে বল করছি, আমি খুশি। আরও বেশি করে অবদান রাখতে চাই।

হেড ফ্যাক্টর

কোকাবুরা বল একটু পুরোনো হয়ে গেলে ব্যাটিং তুলনামূলক সহজ। বিশেষ করে যখন উইকেট থেকে সাহায্য মেলে না। তখন ব্যাটারদের রান আটকানোর রাস্তা খুঁজে নিতে হয়। ঠিকঠাক ফিল্ডিং সাজানোও গুরুত্বপূর্ণ। বল যখন নড়াচড়া কম করে, তখন কিছুটা রক্ষণাত্মক হতেই হয়। ব্যাটারদেরও কৃতিত্ব দিতে হয় অনেক সময়। ঋষভ পন্থের মধ্যেও একই (হেডের মতো) ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

দলকে সাহসী হওয়ার নির্দেশ কোচ অস্কারের

নতুন পজিশনে খেলতে পারেন আনোয়ার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : টানা হারে বিপর্যস্ত ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু প্রথম একাদশ সাজানো যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে আত্মবিশ্বাস আদৌ কাজে লাগবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে দলকে আরও সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। মাঝমাঠের তিন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়াই মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে নামতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। হেক্টর ইউস্তেকে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নামানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চোট নিয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে মাঠে নামানোর মতো দুঃসাহস হয়তো লাল-হলুদ থিংকট্যাংক দেখাবে না। যদিও কাদের পাওয়া যাবে, আর কাদের পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশাই রেখে দিলেন অস্কার। তবে প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে তিনি যে চাপে আছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেই দেন, 'আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সামনে দুইটি পথ। হয় দলে বদল আনার ভাবনা ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করা, নয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। সাহসী ফুটবল খেলা।' দ্বিতীয়টি যে বেশি প্রয়োজন তাও স্পষ্ট করে দেন ব্রুজোঁ।

পাঞ্জাব এবার বেশ ভালো ফুটবল খেলছে। জামশেদপুর এফসি-র কাছে হারের আগে পর্যন্ত লিগ শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি-র ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। লাল-হলুদ কোচও স্বীকার করে নেন, 'পাঞ্জাব সব বিভাগেই শক্তিশালী। ওরা প্রমাণ করেছে আইএসএলের সেরা দলগুলিকে হারানোর ক্ষমতা ওদের মধ্যে আছে।' তবে ইস্টবেঙ্গল এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে এই ম্যাচই দলের আসল পরীক্ষা বলে মনে করছেন অস্কার।

বেড়ে চলা চোট-আঘাতে নতুন ছক ভাবতে হচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এদিন অনুশীলন দেখে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রেখেই দল সাজাতে পারেন লাল-হলুদ কোচ। মাঠে ফিরেছেন নীশু কুমার। ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে অল্প সময় নেমে ভালোই খেলেছেন। তাঁকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির পজিশনে বদল আসতে পারে। তাঁকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে খেলাতে পারেন অস্কার। ফলে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন আনোয়ার। দিয়ামান্তাকোস না নামলে আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে কে জুটি বাঁধবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় থাকলেও তাদের সমীহই করছেন পাঞ্জাব কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপ্রিস। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কোচের মানসিকতাই দলের আসল শক্তি।' চোটের কারণে পাঞ্জাব এই ম্যাচে পাবে না আক্রমণভাগের ফুটবলার ফিলিপ মিজলজ্যাককে।

পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ম্যাজিকের মতো জয় : অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : দুই মিনিটও নয়। ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ঝড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ইউনাইটেডের। তাও কি না একেবারে অন্তিম লগ্নে। অথচ ৮৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম গোলের আগে একবারও মনে হয়নি ম্যাচটা তারা জিততে পারে। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পর্তুগিজ কোচ রুবেন অ্যামোরিমও মানছেন, 'এই জয় অবিশ্বাস্য।' উলটোদিকে ঘরের মাঠে এমনভাবে ডার্বি হেরে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

ইংল্যান্ডে প্রথম ডার্বি জয়টা নিশ্চিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অ্যামোরিমের কাছে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই জয় আমাদের প্রয়োজন ছিল। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন জমানার মতো শেষ মুহূর্তে

ব্যর্থতার দায় নিচ্ছেন হতাশ পেপ

ম্যাচে ফিরেছি। ম্যাজিকের মতো। দিনটা আমাদের ছিল।' তবে এদিন দলের অন্যতম দুই সেরা ফুটবলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোকে খেলাননি অ্যামোরিম। সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, 'শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কিছু নয়। ফুটবলাররা অনুশীলনে কেমন পারফর্ম করছে, আমার দলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।' যদিও অ্যামোরিমের বিশ্বাস, র‍্যাশফোর্ডের যা প্রতিভা তা কাজে লাগালে ঠিকই দলে জায়গা পাবেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের লাল অংশ যখন আলোর বন্যায় ভাসছে, তখন নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটি শিবিরে আঁধার। দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। কোচ গুয়ার্দিওলারও। ম্যাচের পর তাঁকে বলতে শোনা যায়, '১১টা ম্যাচের মধ্যে ৮টা হার। কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। কোনও অজুহাত দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।' দলের ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধে নিয়ে পেপ বলেছেন, 'সমাধান আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যেটা আমি পারছি না।'

সাহসী মহিলা : শাস্ত্রী

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল স্বীকার করে জসপ্রীত বুমরাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ঈশা গুহ। ব্রিসবেন টেস্টে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'এমভিপি' বলেছিলেন গতকাল। পরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট' বলে বসেন। প্রাইমেট অর্থাৎ বাঁদর শ্রেণির প্রাণী। শোরগোল পড়ে যায়।

> অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।
>
> ঈশা গুহ

ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঈশা ভুল স্বীকার করে এদিন বলেছেন, 'গতকাল কমেন্ট্রির সময় একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। যে শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যে ভুলের জন্য ভুল স্বীকার করছি আমি। অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।'

ঈশা পরিবারের সঙ্গে কলকাতার যোগ রয়েছে। বাবা কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্থায়ী হন। সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন। ঈশা আরও বলেছেন, 'বরাবরই সাম্যের ওপর জোর দিয়েছি। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে সম্মানও করি। মূলত ওর সাফল্য, প্রাপ্তির দিকটাই তুলে ধরার চেষ্টা করতে চেয়েছি। তা করতে গিয়েই ভুল শব্দ প্রয়োগ। পূর্বপুরুষ সূত্রে আমিও দক্ষিণ এশীয়। সবাই বুঝবেন, কাউকে ছোট করার জন্য আমি এটা বলিনি। আশা করি এর কোনও প্রভাব পড়বে না চলতি টেস্টে। ভুলটা মেনে নিয়ে আমিও সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

ঈশার ভুল স্বীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। 'সাহসী মহিলা' আখ্যা দিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সম্প্রচারের সময় এভাবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া- সাহসী মহিলা। ও নিজেই যখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভুল মেনে নিয়েছে, তখন এখানেই বিতর্কে ইতি পড়া উচিত। মানুষ মাত্রই ভুল করে। উত্তেজনার বশে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। মাইক্রোফোন হাতে থাকলে এরকম ঘটে। চলুন বিতর্ক পিছনে এগোনো যাক।'

ফলোঅন করানোর ভাবনা শুরু স্টার্কদের

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : বৃষ্টিভেজা গাব্বা। বরুণদেবতার কল্যাণে সোমবার সারাদিনে খেলা হল মাত্র ৩৩.১ ওভার। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ থামল সাত-আটবার। তারমধ্যেই ১৭ ওভার বোলিং করার ফাঁকে টিম ইন্ডিয়ার বহুচর্চিত ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক (২৫/২), প্যাট কামিন্সরা (৭/১)। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চমদিনেও ভালোরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিসবেনে। যার জন্যই প্রথম ইনিংসে ভারতের বাকি ছয় উইকেট তুলে নিয়ে রোহিত শর্মার ব্রিগেডকে ফলোঅন করানোর ভাবনাও অজি শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছে।

পারথের দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিলে চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এদিনও স্টার্ক, কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের বেসিকটাই ভুলে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা। নিটফল, অজিদের ৪৪৫-এর জবাবে তৃতীয়দিনের শেষে ৫১/৪ স্কোরে ধুঁকছে ভারত। চলতি সিরিজে চার ইনিংসে তৃতীয়বার যশস্বীকে আউট করার উচ্ছ্বাস নিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'আমাদের হাতে ওদের চেয়ে বেশি তাস রয়েছে। আগামীকালের সকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা যদি বলটা সঠিক জায়গায় রেখে শুরুতে বেশকিছু উইকেট তুলে নিতে পারি তাহলে ফলোঅনের ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। যখন আপনি বোর্ডে ৪৫০ রান তুলে ফেলবেন এবং বিপক্ষের ৫০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় তখন বেশকিছু বিকল্প এমনিতেই তৈরি হয়। এখন দেখা যাক, মঙ্গলবার প্রথম সেশন কেমন কাটে।'

অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে কামিন্স এখনও পর্যন্ত ছয়বার বিপক্ষ শিবিরকে ফলোঅন করানোর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ২০২২-'২৩ সালে বোলারদের বিশ্রাম দিতে একবারই তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্ট ড্র হয়। অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের গলায়ও ফলোঅন করানোর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বলেছেন, 'আমাদের আগে বাকি ছয় উইকেট তুলতে হবে। আমরা জানি ম্যাচ জিততে বিপক্ষের ২০ উইকেট দরকার। যা মাথায় রেখেই আমরা পরিকল্পনা করব। বৃষ্টির বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে। আগামীকাল সকালের সেশনের উপর ফলোঅন করানোর বিষয়টি নির্ভর করছে।'

২০০১ সালে ইডেন গার্ডেন্সে অজিদের বিরুদ্ধে ফলোঅন করতে নেমে ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের মহাকাব্যিক ব্যাটিংয়ে ভর করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয় ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে অমর হয়ে রয়েছে। চলতি টেস্টেও যদি ভারতকে ফলোঅনের মুখে পড়তে হয়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার কেউ লক্ষ্মণ-দ্রাবিড় হয়ে উঠতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

দ্বিতীয় বলেই যশস্বী জয়সওয়ালকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস মিচেল স্টার্কের।

‘আঠারোতে আঠারো’ গাড়িতে বাড়িতে গুকেশ

চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।

-ডোম্মারাজু গুকেশ

চেন্নাই, ১৬ ডিসেম্বর : ডোম্মারাজু গুকেশ সোমবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পরই তাঁকে ঘিরে ধরলেন হাজারখানেক সমর্থক। চলল গুকেশের নামে জয়ধ্বনি। সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্য তৈরি ছিল বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি। যা সাজানো গুকেশের ছবি দিয়ে। সঙ্গে ট্যাগলাইন ‘আঠারোতে আঠারো’। ইঙ্গিত ১৮ বছরে গুকেশের ১৮তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিকে। ভক্তদের উন্মাদনা দেখে গুকেশ বলেছেন, ‘চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।’

পরে গুকেশের স্কুল ভিলাম্মাল নেক্সাসের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে।

এদিনই গুকেশের এক অজানা কাহিনী তুলে ধরলেন তাঁর বাবা-মা। বাবা রজনীকান্ত ও মা পদ্মকুমারী দুইজনেই ডাক্তার। রজনীকান্তের মন্তব্য, ‘আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম। একবার যখন ও দাবা ভালোবেসে ফেলল, তখন আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ও দাবা খেলতে লাগল আর আমরা ওকে সবরকম সাহায্য করতে লাগলাম।’ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় গুকেশ বারবার বলেছেন তিনি দাবা খেলতে ভালোবাসেন, ফলাফল নিয়ে বেশি ভাবেন না। একই কথা বললেন রজনীকান্তও, ‘নিয়মিত খেলেই ও শিখেছে। বেশিরভাগ বাচ্চারা একটা প্রতিযোগিতার পর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু গুকেশ বিশ্রাম ছাড়াই টানা তিন-চারটে প্রতিযোগিতায় খেলত। তারপরও থামতে চাইত না।’

অন্যদিকে, সোমবারই নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার তরফে ঘোষণা করা হল ২০২৫ সালের আসরে অংশ নেবেন গুকেশ। সেখানে ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামতে দেখা যাবে চেন্নাইয়ের তরুণকে। আগামী বছরের ২৬ মে-৬ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ২০২৩ সালে নরওয়ে দাবায় গুকেশ তৃতীয় হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, গুকেশের জেতা অর্থ পুরস্কার ও ট্যাক্স নিয়ে মজার আলোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ সবমিলিয়ে প্রায় ১১ কোটিরও বেশি টাকা জিতেছেন। তার মধ্যে ট্যাক্স হিসেবে তাঁকে দিতে হবে প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা। যা নিয়ে এক নেটিজেন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভারতীয় আয়কর দপ্তরকে অভিনন্দন দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৫ কোটি পুরস্কার জেতার জন্য।’

নরওয়ে দাবায় মুখোমুখি হবেন কার্লসেনের

বিশ্ব জয় করে বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছেন বছর আঠারোর ডোম্মারাজু গুকেশ। চেন্নাইয়ে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

> আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম।
>
> **রজনীকান্ত** (গুকেশের বাবা)

হার বার্সার

বার্সেলোনা, ১৬ ডিসেম্বর : ম্যাচে ৮০ শতাংশ সময় বলের দখল ছিল বার্সেলোনার ফুটবলারদের পায়ে। গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে ২০টি। তারপরও লা লিগায় ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ফিরতে হল বার্সেলোনাকে। রবিবার লেগানেসের বিরুদ্ধে ০-১ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ৪ মিনিটে সের্জিও গঞ্জালেসের লেগানেস এগিয়ে যায়। এর ৬ মিনিট পরই গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল বার্সা। রাফিনহার ক্রস থেকে রবার্ট লেওয়ানডস্কির শট ভালো সেভ করেন লেগানেসের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। ৩৩ মিনিটে রাফিনহার শট মিত্রোভিচের হাত থেকে বেরিয়েও ক্রসবারে লাগে।

TENDER NOTICE

The Pradhan, Falakata-II G.P invites e-Tender from the benefited Outsider for development works vide NIT NO- WB/APD/FKT/FKT-II-ET/02/2024-25 Dt.- 13/13/2024 from the office of the undersigned on any working days. Last day of submission 20/12/2024 at 17.00 hrs. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Falakata-II Gram Panchayat
Raichenga, Falakata, Alipurduar

মহমেডানে চূড়ান্ত মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আন্দ্রেই চেরনিশভের ওপর চাপ বাড়াল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ফিরলেন সাদা-কালো ব্রিগেডে। সহকারী কোচ হিসাবে প্রত্যাবর্তন হল তাঁর।

আপাতত সহকারী

‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ আগেই জানিয়ে ছিল মেহরাজউদ্দিনকে ফেরাচ্ছে মহমেডান। তাঁকে প্রথমে হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাবই দেওয়া হয়। আসলে চেরনিশভের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। এদিকে তাঁকে ছাঁটাই করলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। কাজেই আপাতত মেহরাজকে সহকারীর দায়িত্ব দিয়ে রুশ কোচের ওপর চাপ বাড়ানো হল। সোমবার রাতে মেহরাজের সহকারী কোচ হওয়ার খবরে সিলমোহর পড়ে। এই মুহূর্তে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীর দলের দায়িত্বে আছেন। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই যোগ দেবেন মহমেডানে। এই দলের অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেও মেহরাজের সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে তিনি ফিরলে দলের সাজঘরেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়।

দাপুটে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। দাপটের সঙ্গে তেলেঙ্গানাকে ৩-০ গোলে হারাল সঞ্জয় সেনের দল। প্রথম গোল ৩৯ মিনিটে। বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডানপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল নরহরি শ্রেষ্ঠার। ৫৬ মিনিটে রবিলালের থ্রু ধরে ঠান্ডা মাথায় ব্যবধান বাড়ান তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রক্ষণকে অবশ্য কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়।

সম্ভবত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : মোহনবাগানের সুখী পরিবারে আশঙ্কার কালো মেঘ গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ঘিরে।

পরপর চার ম্যাচে জয় এবং টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত। যেন এক স্বপ্নের দৌড়ে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ইতিমধ্যেই ১১ ম্যাচ খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। কিন্তু এসবের মধ্যেই কাঁটার মতো খচখচ করছে দলের এক নম্বর গেম মেকার স্টুয়ার্টের চোট। মাঝে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে ৮৪ মিনিটে মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ফের তাঁর সমস্যা শুরু হয়। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে

তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি মোলিনা। এই পরিস্থিতিতে স্টুয়ার্টকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তিনি নাকি দেশে ফিরতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিন অনুশীলনে এলেও সূত্রের খবর, সপ্তাহ দুয়েক লাগবে তাঁর ফিট হতে। অর্থাৎ এফসি গোয়া এবং পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নেই তিনি। সবুজ-মেরুনের সুখী পরিবারে যে স্টুয়ার্ট কাঁটাই এখন সবথেকে বেশি বিঁধছে, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

এদিকে, মোহনবাগানের কাছে হারের পর সহকারীদের নিয়ে সরে গেলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ মাইকেল স্ট্রারে। তাঁর জায়গায় আপাতত মোহনবাগানে কিবু ভিকুনার সহকারী হিসাবে কাজ করে যাওয়া কেরালার রিজার্ভ দলের কোচ টমাস চর্জকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি কোচ দেস বাকিংহামের নাম শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কোচ হিসাবে।

PUBLIC NOTICE

NATIONAL CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION

Under the Consumer Protection Act, 2019

Telephone No. : 011-24608801-04
Fax No. : 011-24651505
Email : ncdrc[at]nic(dot)in
Website : www.ncdrc.nic.in

Upbhokta Nyay Bhawan
'F' – Block,
General Pool Office Complex,
INA, NEW DELHI - 110023

Revision Petition No. 2452/2023

(Against an order dated 30th June, 2023 in Appeal Number A/40/2021 of the State Commission West Bengal)

NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED ...Petitioner/ Appellant

Versus

ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER ...Opposite Parties/ Respondent(s)

MLA AUTO INDIA (P) LIMITED.,
OPPOSITE POWER HOUSE GODOWN,
SEVOKE ROAD, SILIGURI, P.O. & P.S. – BHAKTINAGAR,
SILIGURI, WEST BENGAL – 734001 (R-2)

NOTICE

WHEREAS NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED., Vs. ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER., has filed a Revision Petition No. 2452 of 2023 against the order dated 30.06.2023 in Appeal No. 40 of 2021 of the State Commission, West Bengal. The abovementioned Revision Petition is pending before the National Commission, New Delhi, wherein you have been arrayed as Respondent.

Whereas this Commission has ordered vide order dated 21.10.2024 to effect service upon you by this Publication returnable on 14.01.2025.

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that you are hereby directed to appear before this Commission in person or through your counsel / authorised representative on 14.01.2025 at 10:30 a.m.; failing which the Petition will be disposed of ex-parte on merits.

Dated **08th of November, 2024**

Sd/-
SECTION OFFICER